ভোজবিদ্যা।

প্রথমোল্লাস।

মুদ্রা কুহক।

মুদ্রা কুহক প্রদর্শনের পূর্ব্বে হস্তচালনায় দক্ষ হইতে হইবে। করতলের উপরে মুদ্রা বা অন্য দ্রব্য কর-রেখায় এরূপে আকৃষ্ট রাখিবে, যেন সেই হস্ত দ্বারা অন্যান্য কার্য্য করিলেও সংলগ্ন মুদ্রাদি দ্রব্য পতনের আশঙ্কা না থাকে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র দ্রব্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইবে। একটি দুয়ানির দ্বারা এই কার্য্যের পরীক্ষা হউক।

দক্ষিণ বা বাম করতলের ঠিক মধ্য স্থলে দুয়ানিটি রাখিয়া সহজে ও ধীরে ধীরে হস্ত বন্ধ করিবে; আস্তে আস্তে হাত মুঠা করিলে কর রেখার মধ্যে দুয়ানির চতুঃপার্শ্ব প্রবিষ্ট হইবে, তাহা হইলেই দুয়ানিটি করতল-রেখাবদ্ধ থাকিল। সেই আবদ্ধ মুদ্রা পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রথমতঃ দুই একবার এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না কিন্তু দুই একবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলে ভোজবিদ্যা লাভে অগ্রসর হইতে পারা কঠিন হইবে; তজ্জন্য ধৈর্য্যকে সদা সহচরী রাখিবে; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যাস করিলে কোন বিষয় দুরূহ বোধ হয় না। মনুষ্যের দ্বারা জগতের কি সহজ কি কঠিন সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; এস্থলে সহচরী ধৈর্য্যই মূলবল এবং যত্নকে ধৈর্য্যানুচর করিয়া ভোজবিদ্যা শিক্ষার্থে অগ্রসর হও। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুয়ানিটি করতল-রেখাবদ্ধ থাকিল; এক্ষণে মুদ্রাবদ্ধ হস্ত দ্বারা স্বাভাবিক কার্য্য করিতে সমর্থ হও অর্থাৎ হস্ত দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে সেই সমস্ত কার্য্য করিয়া হস্তের স্বাধীনতার পরিচয় দেও। দুয়ানিটি করতলাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, দর্শক যেন কোন মতে করতলটি দেখিতে না পায়, করতলটি সর্ব্বদা স্বীয় দেহের দিকে বা নিম্নদিকে

ফিরাইয়া রাখিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উভয় হস্ততলে মুদ্রাবদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষা করিবে; দুয়ানিটির দ্বারা সুশিক্ষিত হইয়া ক্রমে সিকি, আদুলি, টাকা পরে ঘড়ী, হংসডিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য করতলে গুপ্তভাবে আবদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবে, চেষ্টা করিলেই শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবে। যখন করতলে উক্ত বিবিধ দ্রব্য আবদ্ধ রাখিতে পারিবে তখন সেই দ্রব্যগুলি হস্তান্তর করিবার জন্য শিক্ষা করিবে একটী দ্রব্য কখন দক্ষিণ হস্তে, কখন বা বামহস্তে এরূপ সংগোপনে রাখিতে শিক্ষা করিবে যেন দর্শকে তার বিন্দুমাত্র জানিতে না পারে।

প্রথমোপায়।

দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দুয়ানিটী ধরিয়া তিন অঙ্গুলির মধ্যস্থলে রাখিবে, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলীর বলে দুয়ানিটি ধরা থাকিবে। এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলীর দ্বারা দুয়ানিটি ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী ত্যাগ কর অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলী পরস্পর সংলগ্ন করিবে এবং উভয় অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দুয়ানিটী রাখিয়া হস্তবন্ধ করিবে; হাত মুঠা করিলে দুয়ানিটী ঠিক করতলে আসিয়া পড়িবে; করতলগত দুয়ানিটী উক্ত দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপিয়া রাখিবে, পরে অভ্যাস দ্বারা দুয়ানিটিকে পূর্ব্বোক্তমতে করতলবদ্ধ করিয়া উভয় অঙ্গুলির স্পর্শ বিচ্ছেদ করিবে অর্থাৎ অঙ্গুলীর সাহায্য ব্যতীত দুয়ানিটি করতলে আবদ্ধ থাকিবে। তদ্‌পশ্চাৎ উভয় হস্তদ্বারা এইরূপে কার্য্য করিতে অভ্যাস করিবে—কখন দক্ষিণ হস্তে স্বাভাবিক সঞ্চালনে মূহুর্ত্ত মধ্যে অনেক বার মুদ্রাবদ্ধ করিবে, কখন বা বাম হস্ততলে মুদ্রা রাখিলে বলিয়া ভাণ করিয়া বাম হস্ত মুদিত করিবে, এবং মুদ্রাবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত প্রসার করিয়া দর্শককে দেখাইবে এবং দক্ষিণ হস্ততলে মুদ্রা নাই বলিয়া দর্শকের বিশ্বাস জন্মাইবে।

কুহকের প্রথমোপায় নির্দ্দেশ করা হইল ক্রমশঃ শিক্ষার দ্বারা সিকি, আদুলি, টাকা, ঘড়ী ও হংসডিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য লইয়া অনায়াসে মনোহর কুহক দেখাইতে পারিবে। মুদ্রাপেক্ষা যে কোন বৃহৎ দ্রব্য দ্বারা এই কুহক প্রদর্শন কালে অঙ্গুলীব সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না;

পূর্ব্বোক্ত উপায়ানুসারে অনায়াসে মুদ্রাবদ্ধ রাখিয়া হস্ত চালনা করিতে পারিবে। যতক্ষণ না কৃতকার্য্য হও ততক্ষণ মুদ্রা বা অন্য দ্রব্যটি লইয়া প্রসারিত করতলে স্থিত রাখিতে চেষ্টা করিবে; দক্ষিণ হস্তে মুদ্রাদি অনায়াসে স্থিত হইলে বাম হস্তের পরীক্ষা লইবে অর্থাৎ উভয় হস্ত দ্বারা কুহকের কার্য্য সহজে শিক্ষা করিবে। কখন দক্ষিণ হস্তস্থিত দ্রব্য বা মুদ্রাটী অলক্ষিত ভাবে বাম হস্তে আনিবে, কখন বা বাম হস্তের দ্রব্য দক্ষিণ হস্তে আনিবে। উভয় হস্তপটুতা সমান না হইলে কুহকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় না। দক্ষিণ হস্তের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাম হস্তের কার্য্য করিও না, অথবা বাম হস্তের কার্য্যের পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কার্য্য করিতে চেষ্টা করিও না; উভয় হস্ত সমভাবে ও সমান দক্ষতার সহিত কার্য্য করিবে। যখন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত স্পর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে বাম হস্তকেও সেই সময় নিরস্ত না রাখিয়া কার্য্যে রত করিবে। এইরূপে উভয় হস্তকে কার্য্যকালে মুহুর্মুহুঃ ব্যস্ত রাখিবে এবং ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে কুহকের কার্য্য করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুহকের অবসর লাভার্থে কুহকযষ্টির আবশ্যক হয়, এই সময় কুহক যষ্টির সাহায্য গ্রহণ করিবে এবং বাম হস্তে মুদ্রা আছে এরূপ ভাণ করিয়া কুহক যষ্টিগাছি বাম হস্তে স্পর্শ করিবে এবং দক্ষিণ করতলাবদ্ধ মুদ্রা দক্ষিণ হস্তে নাই বলিয়া করপ্রসার করিয়া দর্শকের বিশ্বাস জন্মাইবে। এইরূপে কখন দক্ষিণ হস্তে কখন বা বাম হস্তে মুদ্রা থাকা বিষয়ে বাকপটুতা প্রকাশ পূর্ব্বক এবং কুহক যষ্টি হস্তে ধারণ করিয়া কুহকী বাক্যদ্বারা ভাণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে। কুহকী কার্য্যে সর্ব্বদা চতুরতার সহিত ক্ষণমধ্যে অসংখ্য বার হস্তাদি চালনা এবং অনর্গল ভাণ বাক্য ব্যয় করিতে হইবে; ভাণ কার্য্যে বিশেষ পটু হইলে কুহকী কার্য্য প্রদর্শন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়োপায়।

এই উপায় প্রথমোপায় অপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসে দর্শকের বিস্ময়াকর্ষণ করিতে পারা যায়।

মুদ্রাসহিত বাম হস্ত তুলিবে এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও দ্বিতীয়াঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মুদ্রাটি ধরিয়া রাখিবে; যে মুহূর্ত্তে মুদ্রাসহিত বাম হস্ত তুলিবে সেই মুহূর্ত্তেই দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের নিকটবর্ত্তী করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর তলভাগে রাখিবে; উভয় অঙ্গুলী পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে এবং অপর অঙ্গুলীর দ্বারা এরূপ ভাণ করিয়া মুদ্রাকে অন্তরিত করিবে যেন দর্শক মনে করিতে পারেন বাম হস্তের বৃদ্ধ ও অপর অঙ্গুলীর দ্বারা মুদ্রা ধৃত আছে; কিন্তু যে সময় এরূপ ভাণ কার্য্য করিবে সেই সময় ক্ষণমধ্যে মুদ্রাকে দক্ষিণ করতলে পতিত করিবে; মুদ্রা পতনকালে দর্শক যেন কিছুই না জানিতে পারে, এবং দর্শকের বিশ্বাস মত বাম হস্তে মুদ্রা আছে বলিয়া বাম হস্ত মুদিয়া রাখিবে এবং মুদ্রাবদ্ধ হস্তপানি বিশেষ স্বাধীনতার সহিত দর্শককে দেখাইতে চেষ্টা করিবে। দর্শক যখন যে হস্ত দেখিতে চাহিবে অনায়াসে সেই হস্ত দেখাইবে। স্থূল কথা—হস্ত চালনায় দক্ষ না হইলে মুদ্রাকুহকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় না।

তৃতীয়োপায়।

একটি রৌপ্যমুদ্রাকে তাম্রমুদ্রাকরণ এবং সেই কৃত তাম্রমুদ্রাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন ও মুদ্রাধিকারীর পকেট না জেব মধ্যে সেই মুদ্রা থাকা প্রকাশ ও পরীক্ষা করণ।

পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে—অঙ্গাদির কৌশল দ্বারা কুহক কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায়; বিশেষতঃ হস্ত কৌশলে দক্ষ না হইলে ভোজবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। তৃতীয়োপায়ে মুদ্রার রূপান্তর করণাদি কার্য্যে কেবল হস্তকৌশল ও বাক্‌পটুতা আবশ্যক।

পূর্ব্বাহ্নে একটি তাম্রমুদ্রাকে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে গুপ্তভাবে দক্ষিণ করতলাবদ্ধ করিয়া দর্শক সমূহের মধ্যে এক জনের নিকট হইতে একটি রৌপ্যমুদ্রা চাহিয়া লইবে। মুদ্রাধিকারীকে নিজ মুদ্রায় কোনরূপ চিহ্ন দিবার

জন্য অনুরোধ করিবে, কারণ মুদ্রা প্রত্যার্পণ কালে সেই মুদ্রা নয় বলিয়া যেন মুদ্রাধিকারী আপত্ত না করেন। রঙ্গস্থলে মুদ্রাধিকারীকে আসিতে কহিবে, এবং এরূপ ভাবে উভয়ে উভয়সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইবে, যেন তোমার দক্ষিণাঙ্গ ও মুদ্রাধিকারীর বামাঙ্গ দর্শক সমূহের দিকে থাকে। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ ও অপরাপর অঙ্গুলীর দ্বারা চিহ্নিত মুদ্রাটি ধরিবে এবং তোমার দিক হইতে মুদ্রাটির পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে থাকিবে। পরে মুদ্রাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিবে "আপনি সবল কি দুর্ব্বল? শরীরে কোন পীড়া নাইত? মুদ্রাটি ধরে রাখ্‌তে পার্‌বেন, দেখুন এইবেলা স্পষ্ট করে বলুন, শেষে যেন ভদ্রলোক সমূহের মাঝে অপ্রস্তুত না হতে হয়।" মুদ্রাধিকারীর সঙ্গত ও সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর গ্রহণ করিয়া পুনরায় কহিবে "আপনার কথায় বিশ্বাস কর্‌লেম, এক্ষণে একবার পরীক্ষা করে দেখি—দক্ষিণ হস্ত প্রসার করুন।" মুদ্রাধিকারী হস্ত প্রসার করিলে এক—দুই—তিন—উচ্চারণ করিয়া তাহার হস্তে মুদ্রা নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। দুই একবার ভাগ করিয়া এক—দুই—তিন—উচ্চারণ করিবে, কিন্তু তাহার হস্তে মুদ্রা নিক্ষেপ করিবে না। তৃতীয়বারে প্রকৃত পক্ষে চিহ্নিত রৌপ্য মুদ্রা নিক্ষেপ করিবে, মুদ্রাধিকারীর হস্তে মুদ্রা ফেলিবার পূর্ব্বে তাহাকে কহিবে—যে সময় তাহার হস্তে মুদ্রা পড়িবে সেই সময় তিনি যেন অবিলম্বেই হস্ত মুদ্রিত করেন। এইরূপ কহিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে এক—দুই—তিন—উচ্চারণ করিয়া তাহার হস্তে মুদ্রা নিক্ষেপ করিবে, মুদ্রাধিকারীর হস্তে মুদ্রা নিক্ষেপ করিবা মাত্রই তিনি হস্ত মুদ্রিত করিলে তুমি একটু ভাণ ভাব প্রকাশ করিয়া কহিবে "মহাশয় আপনাকে যেরূপে শিক্ষিত করিয়াছিলাম, আপনি সেরূপ করিতে পারেন নাই, হস্ত মুদিত করিতে বিলম্ব হওয়ায় কুহক বিদ্যায় যে তাড়িত শক্তি ছিল সেটুকু নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং পুনরায় পরীক্ষা করা আবশ্যক; এইবারে বিশেষ সাবধান হইয়া হস্ত মুদিত করিবেন। এক—দুই—তিন—উচ্চারণ করিবা মাত্রেই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া হাত মুটা করিলে কুহক বিদ্যার তাড়িত শক্তি রক্ষিত হইবে এবং অবিলম্বেই অদ্ভুত পরীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইবেন।"

মুদ্রাধিকারীকে এইরূপে সতর্ক করিলে সে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ চতুর হইবে, এবং তাহার চতুরতার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও সুচতুর হইয়া শীঘ্র শীঘ্র এক্—দুই—তিন—উচ্চারণ করিয়া তাহার হস্তে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্র মুদ্রাটী নিক্ষেপ করিবে; এই মুদ্রা নিক্ষেপ কালে ভূমিতলে একবার মাত্র পদাঘাত করিয়া নিক্ষেপ করিবে। মুদ্রাধিকারী অবিলম্বে হস্ত মুদিত করিবার সময় পূর্ব্বের সেই রৌপ্য মুদ্রা জ্ঞান করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস মতে হাত মুঠা করিবে; একণে মুদ্রাধিকারীকে দর্শকগণের সমক্ষে নিজ মুদিত হস্তখানি তুলিয়া ধরিতে কহিবে। মুদিত হাতখানি তুলিলে দর্শক সমূহ সেই হাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এই অবসরে তুমিও নিজ স্বাধীনতার পরিচয় দিবার জন্য একটু অন্তরে গমন করিবে; অন্তরে গমন করিয়া হস্ত করতলে সেই রৌপ্য মুদ্রাটী বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে ধরিয়া রাখিবে এবং মুদ্রাধিকারীকে কহিবে, "মহাশয় এইবারে আপনার কার্য্য ঠিক হইয়াছে; একণে আমি তাড়িত শক্তির দ্বারা আপনার রৌপ্য মুদ্রাকে রূপান্তর করিতে সমর্থ হইব অর্থাৎ আপনার সেই রৌপ্য মুদ্রাকে তাম্র মুদ্রা করিব—" হাতখানি যে রূপে তুলিয়া রাখিয়াছেন ঐরূপে ক্ষণকাল রাখুন। এই কথা বলিয়া গুটীকত ভাণ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মুদ্রাধিকারীকে সর্ব্বসমক্ষে হাত খুলিতে কহিবে, হাত খুলিবা মাত্রেই দর্শক সমূহের ও মুদ্রাধিকারীর বিস্ময়জনক তাম্র মুদ্রাটী বাহির হইবে। মুদ্রাধিকারীর হাত খুলিবার পূর্ব্বে কুহক যষ্ঠীর দ্বারা দুই তিন বার তাহার হস্তখানি স্পর্শ করিবে অর্থাৎ কুহক যষ্ঠীর দ্বারা তাহার হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রাটী উড়াইয়া দিলে এরূপ ভাণ করিয়া তাহাকে হাত খুলিতে কহিবে।

মুদ্রাধিকারীর হস্ত হইতে তাম্র মুদ্রা বাহির হইলে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিবে "মহাশয় কুহক বিদ্যার বলে আপনার রৌপ্যমুদ্রা তাম্রমুদ্রা হইয়াছে, অতএব একণে সন্তুষ্ট হইয়া এই রূপান্তরিত মুদ্রা গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করুন" তাম্রমুদ্রা লইয়া প্রস্থান করিতে অসম্মত হইলে তুমি একটু চিন্তাকুলচিত্তে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিবে, পরে সহসা যেন দৈববলে উত্তেজিত হইলে এরূপ ভাণ করিয়া মুদ্রাধিকারীকে কহিবে," ঠিক—ঠিক—আপনার

রৌপ্য মুদ্রাটী চাই—সেটী যে এখন অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে; তবে কুহকান্তর্গত তাড়িত শক্তির দ্বারা তাহাকে আনিতে হইবেক। আপনার হস্তস্থিত তাম্রমুদ্রাটীতে অনেক পরিমাণে তাড়িত শক্তি আছে এই তাড়িত শক্তি যতক্ষণ না অন্তরিত হয় ততক্ষণ আপনার মুদ্রা পাওয়া যাইবে না; বোধ হয় এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিতে হইবে;" কেমন এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিতে পারিবেন? যদি একান্ত এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে না পারেন তাহা হইলে অন্য প্রকারে কুহকীয় তাড়িতশক্তি বিনষ্ট করিয়া মুদ্রার অবস্থান্তর করিতে হইবে" এই কথা বলিয়া মুদ্রাধিকারীকে হস্ত প্রসার করিতে কহিবে এবং তাঁহার হস্তস্থিত তাম্রমুদ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিবে এই যে আপনার রৌপ্যমুদ্রা আপনার হাতেই আছে—বোধ হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না; ভাল, দেখুন আপনার তাম্রমুদ্রাকেরৌপ্য-মুদ্রা করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া মুদ্রাধিকারীর হস্ত হইতে তাম্রমুদ্রাটী গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ বাম হস্তের বৃদ্ধ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলীর দ্বারা ধরিবে এবং মুদ্রা কুহকে মুদ্রা হস্তান্তর করিবার যে উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই উপায় দ্বারা আসল রৌপ্যমুদ্রাটীকে দক্ষিণ করতলাবদ্ধ করিবে এবং উভয় হস্ত স্বাভাবিক ভাবে মর্দ্দিত করিয়া বাম হস্তের তাম্রমুদ্রাকে দক্ষিণ হস্তে আনিবে এবং দক্ষিণ হস্তের রৌপ্যমুদ্রাকে বাম হস্তে রক্ষা করিবে। এইরূপ দুই তিন বার হস্ত মর্দ্দন দ্বারা তাম্রমুদ্রাটীকে নিজ গুপ্ত পকেটে নিক্ষেপ করিবে এবং বাম হস্তকে খালি রাখিয়া বাম হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রাকে পুনরায় দক্ষিণ করতলাবদ্ধ করিবে। এই সময় খালি বাম হস্তখানি দর্শকগণকে দেখাইতে পার; পরে দক্ষিণ হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রা-টীকে বামহস্তে রক্ষিত করিলে—এরূপ ভাণ করিয়া উভয় হস্ত একত্রিত করিবে, এবং এই হস্তদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদ করিয়া মুদ্রাধিকারীর হস্তে নিজ বাম হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিবে "আপনার হস্তে আপনার চিহ্নিত মুদ্রা প্রদান করা হইল; এক্ষণে আপনি আপনার মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া দেখুন" মুদ্রাধিকারী নিজ হস্ত খুলিয়া আগ্রহের সহিত চিহ্নিত মুদ্রা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কারণ তাহার বিশ্বাস—বাজিকরের বাম

হস্তেই সেই মুদ্রাছিল এবং সেই বাম হস্ত হইতে তাহাকে মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে। সে নিজ হস্ত খুলিয়া মুদ্রা নাই দেখিল; এই সময়ে তুমি কহিবে "কেমন মহাশয় আপনার চিহ্নিত মুদ্রা পাইলেন কি? মুদ্রাধিকারী আপনার মুদ্রা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া আপত্ত করিলে তুমিও আপত্তি উঠাইয়া কহিবে কেন? "এইমাত্র এত ভদ্রলোক সমক্ষে আপনার মুদ্রা দিলাম এখন আপনি পান নাই বলিয়া কেন আপত্ত করেন? ভাল করিয়া দেখুন; আপনার হাতেই আপনার চিহ্নিত মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে" মুদ্রাধিকারী বাস্তবিক আপন মুদ্রা না পাওয়ার বিষয় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত করিলে তখন কহিবে "বোধ হয় আপনার মুদ্রা আপনার হস্ত হইতে আপনার পকেটে পতীত হইয়াছে, আপনি পকেট অনুসন্ধান করুন।" মুদ্রাধিকারী অগত্যা পকেট অনুসন্ধান করিয়া মুদ্রা না পাইলে তুমি তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য নিজমুদ্রাবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার পকেট তল্লাস করিতে যাইবে এবং সেই সময় বিশেষ দক্ষতার সহিত পলক মধ্যে মুদ্রাধিকারীর পকেটে চিহ্নিত রৌপ্য মুদ্রাটী নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া কহিবে "এই যে মহাশয় আপনার পকেটে আপনার চিহ্নিত মুদ্রাটী রহিয়াছে" এই কথা বলিয়া সেই মুদ্রাটী লইয়া সমূহ দর্শকগণকে দেখাইয়া সকলের বিশ্বাসভাজন হইবে।

স্থূল কথা যাহার নিকট হইতে চিহ্নিত মুদ্রা লইয়া কুহক প্রদর্শন করা হইবে তাহার পরিচ্ছদের উভয় দিকে যেন পেকেট থাকে এরূপ লোক নির্ব্বাচিত করিয়া এই কুহক প্রদর্শন করা উচিত।

মনুষ্যের মুখের ভিতর হইতে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য হংসডিম্ব বাহির করণ।

মনুষ্যের মুখের ভিতর হইতে ইচ্ছা ও আবশ্যক মত হংসডিম্ব বাহির করা কুহকটি নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। এই কুহক প্রদর্শন কালে অভিনেতা অর্থাৎ বাজিকরকে একটু রসিক হইতে হইবে; কথায় কথায় দর্শককে

হাসাইবে—বিশেষতঃ এক একটী ডিম্বের আবির্ভাব কালে ডিম্ব প্রসব-কারীকে লইয়া রঙ্গরসভাসে কথোপকথন করিলে কুহকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবে এবং কুহক প্রদর্শনেরও যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে। এই কুহকটি কোন গুরুতর কুহক প্রদর্শোপোযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন কালে অভিনয় করা কর্ত্তব্য। এই কুহকে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে গুরুতর কুহকটীর দ্বারাও দর্শক সমূহের প্রীতিভাজন হইতে পারা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাজিকরের পরিচ্ছদ মধ্যে কতকগুলি গুপ্ত জেব বা পকেট থাকিবে, ঐই সময় সেই পকেট দ্বারা কার্য্য পাইবে। আপাততঃ সাতটী হংসডিম্ব লইয়া ডিম্বের কুহক প্রদর্শন করা হউক।

সাতটী ডিম্বের কুহক প্রদর্শনের পূর্ব্বে দক্ষিণাঙ্গের গুপ্ত জেবে তিনটী হংসডিম্ব রাখিবে ও বামাঙ্গের জেবেও তিনটী ডিম্ব রাখিতে হইবে, এবং সহ-কারীকে মুখের ভিতরে একটী ডিম্ব রাখিতে কহিবে। সাতটী হংসডিম্ব এই-রূপে রক্ষিত হইলে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া সহকারীকে ডিম্ব রাখিবার জন্য একটি ডিস্ বা অন্য কোন পাত্র আনিতে আদেশ করিবে। সহকারী পাত্র সহ উপস্থিত হইলে তাহাকে দর্শক সমূহের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়া-ইতে কহিবে।

সহকারী আদেশ মত দাঁড়াইলে তাহার দক্ষিণ দিকে গমনপূর্ব্বক হস্ত প্রসার করিয়া তাহার মস্তকে একটি থাব্ড়া মারিবে, থাব্ড়া মারিবামাত্রেই সহকারীর মুখের ভিতর হইতে একটি ডিম্ব বাহির হইবেক। বহির্গত ডিম্বটি গ্রহণ করিয়া ডিসে রাখিবে এবং পুনরায় সহকারীর বামে গমন করতঃ তাহার মস্তকে আবার থাব্ড়া মারিবে; এবারেও একটি ডিম্ব দেখা দিবে এবং সেই দৃশ্যমান ডিম্বটি গ্রহণ করিয়া ডিসে রাখিবে; পুনরায় সহ-কারীর পশ্চাতে গমন করিয়া আবার তাহার মস্তকে থাব্ড়া মারিবে এবং তৎক্ষণাৎ আর একটি ডিম্ব বাহির হইবে; এইরূপে যতগুলি ডিম্ব বাহির করিবার প্রয়োজন হইবে, ততবার কখন সহকারীর দক্ষিণে কখন বামে আবার কখন বা তাহার পশ্চাতে গমন করিবে এবং এক একটি থাব্ড়া মারিবে ও এক একটি ডিম্ব বাহির করাইবে।

কি মন্ত্রে বা কি কৌশলে এই ডিম্ব বাহির করা হইবেক তাহার উপায় শিক্ষা করিবার জন্য পাঠক আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। যতক্ষণ শিক্ষা দ্বারা কৃতকার্য্য না হওয়া যায় ততক্ষণ শিক্ষাগ্রহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্যশীল ভোজবিদ্যার্থী এক্ষণে ডিম্ব বাহির করিবার উপায় শিক্ষা করুন:—

পূর্ব্বে সাতটী হংস ডিম্ব বাহির করিবার কথা হইয়াছে; সুতরাং সাতটী ডিম্বসংগ্রহ করিয়া একটী সহকারীর মুখের ভিতরে রাখিবার জন্য দিবে এবং সহকারীকে এরূপে শিক্ষিত করিবে যে যখন তাহার মস্তকে থাব্ড়া মারা হইবে, সে সেই সময় মুখস্থিত ডিম্বটী অধরোষ্ঠের মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা ডিম্বের অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র বাহির করিবে অর্থাৎ মস্তকে থাব্ড়া মারিলেই ডিম্বের অর্দ্ধাঙ্গ মুখের ভিতর হইতে বাহির করিবে। কেবল এই কৌশলটী সহকারীকে শিখাইয়া রাখিবে; আরও সহকারীকে এরূপে শিক্ষিত করিবে যেন ডিম্ব প্রসব কালে সে নিজ উদরস্থ অসংখ্য ডিম্বের ভার ও প্রসব যন্ত্রণায় ভাণ করিতে পারে; বিশেষতঃ একটী বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে—ডিম্বের অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিবার সময় ডিম্বটী এককালে ত্যাগ করিবার জন্য আল্গা না রাখে; সেই ডিম্ব তাহার মুখ মধ্যেই থাকিবে; কেবল মস্তকে থাব্ড়াঘাত করিলে ডিম্বের অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র বাহির করিবে। অভিনেতার হস্ত কৌশল দ্বারা ছয়টী ডিম্ব প্রদর্শিত হইলে শেষে সহকারীর মুখের ডিম্বটী এককালে বাহির হইবে। সহকারীকে সর্ব্বদা অভিনেতার আদেশানুবর্ত্তী হইতে হইবে; সহকারীর মুখমধ্যে একটী ডিম্ব রহিল, এবং অপর ছয়টী অভিনেতার দক্ষিণ ও বামাঙ্গের গুপ্ত জেবে রক্ষিত হইল।

পূর্ব্বে মুদ্রাকুহকে মুদ্রা বা হংস ডিম্বাদি করতলাবদ্ধ করিবার যে উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এক্ষণে সেই উপায়ে একটী হংসডিম্ব দক্ষিণ করতলাবদ্ধ করিয়া নানাবিধ রসভাসে অভিনয়ারম্ভ করিবে। সহকারীকে দর্শক সম্মুখীন করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা তাহার মস্তকে একটী থাব্ড়া মারিবে, থাব্ড়া মারিবা মাত্রেই শিক্ষিত সহকারী তাহার মুখস্থিত ডিম্বটীর অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিবে; ডিম্ব বাহির হইতেছে দেখিয়া অমনি ডিম্বাবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া সেই অর্দ্ধ প্রকাশিত ডিম্বটী গ্রহণ করিতে

যাইবে, ডিম্বাবদ্ধ দক্ষিণ হস্তটী সহকারীর মুখের নিকটে আনিয়া বর্হিগমনশীল ডিম্বকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হস্তস্থিত ডিম্বটী সংগোপনে অর্দ্ধ প্রকাশিত ডিম্বের স্থানে উপস্থিত করিয়া মুখস্থিত প্রকাশ্য ডিম্বটী মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে হস্তস্থিত ডিম্বটী মুখ হইতে বহির্গত হইল এরূপ দেখাইয়া ডিসের উপর রাখিবে অর্থাৎ মুখের ডিম্ব মুখের ভিতরে যাইবে এবং তাহার স্থানে হস্তস্থিত ডিম্বটী প্রকাশ করিয়া দর্শক সমূহের কৌতুকাকর্ষণ করিবে। এইরূপে একটী ডিম্ব বাহির করিয়া পুনর্ব্বার ডিম্ব বাহির করিবার জন্য কিঞ্চিৎ রসিকতার দ্বারা সহকারীর পশ্চাৎ দিয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিবে; দক্ষিণ পার্শ্বে গমন কালে যখন সহকারীর পশ্চাৎ দিয়া যাইবে সেই সময় ক্ষণমধ্যে অপর পার্শ্বস্থ গুপ্ত পকেট হইতে আর একটী ডিম্ব বাহির করিয়া পলক মধ্যে বাম করতলাবদ্ধ করিবে। ডিম্বটী বাম হস্ততলে আবদ্ধ করিয়া সহকারীর দক্ষিণ পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আস্তে একটী থাবড়া মারিবে, থাবড়া মারিবা মাত্রই শিক্ষিত উপায়ে সহকারী মুখস্থিত ডিম্বটীকে আস্তে আস্তে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে, তুমিও সেই সময় সহকারীর সম্মুখীন হইয়া পূর্ব্বমত নিয়মে ডিম্ব গ্রহণ করিবে; ডিম্ব গ্রহণ কালে এরূপ ক্ষিপ্র হস্তে ডিম্বের পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন করিবে যেন দর্শক সমূহ তীক্ষ্ণ চক্ষেও সেই পরিবর্ত্তন কার্য্য দেখিতে না পায়। এইরূপ প্রণালীতে ক্রমে ক্রমে ছয়বারে ছয়টী ডিম্ব বাহির করিয়া দর্শকের বিস্ময় ও বিশ্বাসভাজন হইবে। তখনও সহকারীর মুখে সপ্তম ডিম্বটী আছে; এই ডিম্বটী বহির্গত কালে পঞ্চ রঙ্গের কথা আরম্ভ করিবে; সহকারীর উদরে আরও ডিম্ব আছে স্থির করিয়া দর্শক সমূহের নিকট আবেদন করিবে, আবেদন কালে সহকারীও অসহ্য প্রসব যন্ত্রণার ভাণ করিয়া অঙ্গভঙ্গি দ্বারা দারুণ কষ্ট ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন কিন্তু যতক্ষণ ডিম্বটী সহকারীর মুখের মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ ভাব ভঙ্গি ব্যতিত কথা কহিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে না; কথা কহিলে কুহক নষ্ট হইয়া যাইবে।

সপ্তম ডিম্বটী বহির্গত করিবার সময় বাজিকর অনায়াসে স্বাধীনতার

অধিকারী কৌতূকক্রান্ত হইয়া সম্মত হইলে তুমি গুটীকত ভাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘড়ীর গায়ে হস্ত বুলাইবে এবং মুহুর্মুহু নিজ কর্ণের নিকটে ঘড়ীটী ধরিয়া গুণের পরিবর্ত্তনের পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ ঘড়ীটী আজ্ঞাকারী হইয়াছে কি না, দেখিবে। কিয়ৎক্ষণ এরূপ ভাণ করিয়া দর্শকগণকে বলিবে—"মহাশয়গণ! দেখুন ঘড়ীর গুণের অবস্থান্তর হইয়াছে, এক্ষণে আমি বা আপনারা যা আদেশ করিবেন, তাই পালন করিবে, তবে ঘড়ীটী বাক্য দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতে পারিবে না, সঙ্কেত দ্বারা আপনাদের সন্তোষ সাধন করিবে। মনে করুন এখন তিনটা বাজিয়াছে (অভিনয়ের সময় ধরিয়া সময়ের কথা কহিতে হইবে)। আমি এক্ষণে ঘড়ীকে তিনটা বাজিতে আদেশ করি। (ঘড়ীর প্রতি) ঘটিকা! এক্ষণে যে কয়ঘণ্টা বাজিয়াছে সেই কয়ঘণ্টা বাজিয়া আদেশ পালন কর। ঘটিকা স্পষ্ট স্পষ্ট ও আস্তে আস্তে মধুর স্বরে বাজিবে। আদেশ করিবামাত্র ঘটিকাতে অতি মধুর রবে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে ঠুন্ ঠুন্ করিয়া তিনটা বাজিয়া যাইবে। ঘড়ীরও আদেশ প্রতিপালন করা হইবে। পুনর্ব্বার ঘড়ীর শৃঙ্খলটী স্বীয় বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলের মধ্যবর্ত্তী করিয়া ধারণ পূর্ব্বক দর্শক মহোদয়গণের সম্মুখ ভাগে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া ধরিবে। দর্শকগণের বিস্ময় ও কুতূহল উৎপাদন করিয়া ঘড়ীটীকে কহিবে,—"ঘটিকা! আমার আবার একটী আজ্ঞা প্রতিপালিত করিয়া দর্শক মহাশয় সমূহকে মোহিত কর। এস, এবার তুমি ৪ চারিটা বাজিয়া আমাকে চিরবাধ্য কর। দেখ যেন কথার নড়চড় হয় না।" অমনি ঘটিকাটী আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় আদেশ করিবামাত্রেই ঠিক ঘড়ী বাজার ন্যায় একটীর পর একটী শব্দ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে তালে তালে মধুর রবে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ করিয়া অবিকল চারিটা বাজাইয়া অভিনেতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া ফেলিবে। এই প্রকারে যখন যেরূপ সময় অনুসারে ঘটিকাটীকে বাজিতে আদেশ করা হইবে, তখন সেইরূপ সময়ের অনুযায়ী অবিকল বাজিয়া সেই মায়া-ঘটিকাটী আজ্ঞাবহ হইবে। তখন আবার ঘটিকাটীকে বলিবে,— "ঘটিকা! তুমি এবার চারিটা ৩৫ পঁয়ত্রিশ মিনিট্ বাজিয়া যাও।" ঘড়ীটী

অমনি ঐন্দ্রজালিকের আজ্ঞা না শ্রবণ করিতে করিতেই ঠিক ঘটিকার বাদের তুল্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া অল্পে অল্পে মধুর স্বরে ৪ চারিটা বাজিয়া, একটু পরেই আবার ২ দুইবার ॥ দুই কোয়াটার বাজিয়া আপনিই থামিয়া যাইবে। দর্শক মহোদয়গণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত, কৌতূহলাক্রান্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িবেন, এবং ভাবিতে থাকিবেন,—না জানি, কি মন্ত্রবল, কি কুহক কি মায়াই বা ইহার ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে?—বোধ হয়, এই ব্যক্তি একজন মহামায়া বিদ্যাজ্ঞ ও পিশাচ সিদ্ধ হইবে?

অনন্তর ঐ কুহক-বিদ্যাবিৎ অভিনেতা যে ব্যক্তির সমীপ হইতে ঐ ঘটিকাটী পূর্ব্বে গ্রহণ করা হইয়াছিল, (দর্শকবর্গকে দেখাইয়া) তাহাকে বিশেষ হাস্যপ্রদ ভঙ্গীর সহিত ঘটিকাটীকে হস্তে করিয়া ধারণ পূর্ব্বক কহিবে,—"মহাশয়! অবলোকন করুন, এক্ষণে আপনার ঘটিকাটী এই অদ্ভুত ভোজবিদ্যার আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা একজন বিলক্ষণ বাদ্যকর হইয়া উঠিল। দেখুন দিকি, এর বুদ্ধির ও ক্ষমতার দৌড় আর কত দূর যায়! একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাউক না কেন।" এই কথা বলিয়া এক প্যাক্ তাস আনয়ন করিবে। অনন্তর ঐ তাসযোড়াটা যাঁহার নিকট হইতে ঘড়ীটী লওয়া হইয়াছিল, তাহার সমীপে ধারণ করিয়া তাহাকে কহিতে থাকিবে,—"মহোদয়! এই যে তাসযোড়াটা, দর্শন করিতেছেন, ইহার অভ্যন্তর হইতে মহাশয়ের যেখানা বাসনা হয়, সেইখানাই কৃপা করিয়া টানিয়া লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়া আমাকে বাধিত করুন।"

সেই ব্যক্তি অভিনেতার কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যেখানা হয় একখানা তাস আপনার ইচ্ছা অনুসারে ঐ এক প্যাক্ তাসের মধ্য হইতে গ্রহণ করিয়া আপনার নিকটে রাখিবে। কোন্ তাসখানা গ্রহণ করা হইল, তাহা সেই অভিনেতা বা দর্শকবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি, কেহই অবগত হইতে পারিবে না, কেবল যে ব্যক্তি ঐ তাস খানা গ্রহণ করিল, সেই ব্যক্তিই বিদিত হইতে পারিবে। তদনন্তর ঐ মায়াবিৎ অভিনেতা দর্শক-

বৃন্দের আনন্দ কৌতুক ও বিস্ময় সংবর্দ্ধনের সহিত ঘটিকাটীকে সম্বোধন করিয়া বলিবে,—"ঘটিকে! তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি বল দেখি, তোমার অধিকারী এই মহোদয় এই তাসযোড়াটীর অভ্যন্তর হইতে কোন্ তাসখানি বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন?" এই কথা বলিয়া ঘড়ীটীকে মায়া বিদ্যার অদ্ভুত ও বিশেষবিধ অনুসারে তাহার উত্তর প্রদান করিবার পন্থা করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ এইরূপ সঙ্কেত করিতে হইবে যে, ঘড়ীটী তিন বার বাজিলে, "হাঁ" বুঝাইবে, একবার বাজিলে "না" বুঝাইবে। যত ফোটা তাসে অঙ্কিত থাকিবে, তত ফোটা জানাইতে হইলে, সেই ফোটার সংখ্যা অনুসারে ততবার ঘড়ীটী বাজিয়া উঠিবে।

তদনন্তর ঘটিকাটীকে সর্ব্ব সমক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,—"তুমি এখন ঠিক করে বল দেখি, ঘটিকা! এই ভদ্র লোকটী একখানি তাস নেছেন কি না?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই ঘটিকা অমনি ঠুন্ ঠুন্ করিয়া তিনটা বাজিয়া ফেলিয়া উত্তর প্রদান করিবে। ইহাতেই বুঝাইল যে, ঐ ব্যক্তিটী যথার্থই একখানি তাস উঠাইয়া লইয়া রাখিয়াছেন। অভিনেতা পুনর্ব্বার ঘড়ীটীকে জিজ্ঞাসা করিবে,—"আচ্ছা, ভাল, এবার বল দেখি, ঘড়ি! ঐ মহাশয়টীর হস্তে যে তাসখানি আছে, ওখানি কোন্ রঙের? ওখানি কি ইস্কাপন? বোধ হচ্ছে, তুমি ইস্কাপন, হর্তন, রুইতন, চিঁড়িতন আদি সকলই বলিয়া দিতে পার? বল দেখি, ইটি ইস্কাপন কি না?" তৎক্ষণাৎ ঘটিকাটী ঠুন্ করিয়া একবার মাত্র বাজিয়া উঠিবে। ইহাতে বুঝাইবে যে, ও তাসখানি ইস্কাপন নহে। ঘটিকাটী এবম্বিধ পন্থায় প্রশ্নকর্ত্তার মনের কথা কহিয়া দিতে আরম্ভ করিবে। যাহা যাহা জিজ্ঞাসিত হইতে থাকিবে, ঘটিকাও অবলীলাক্রমে তাহার তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকিবে। তারপর অভিনেতা দর্শকগণকে সাক্ষী রাখিয়া কহিবে,—"দেখুন, মহোদয় সকল! ঘটিকা কি সঙ্কেত করিতেছে।" একবার হয় ত বা সেই তাসখানি যিনি লইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে—"কেমন, মহাশয়! মিলিতেছে ত? ঘটিকা যাহা ইসারা করিয়া

বলিতেছে, তা ঠিক কি না?" এইরূপে সেই ব্যক্তির ও দর্শকবর্গের উত্তরোত্তর বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়া আবার ঘটিকাটীকে জিজ্ঞাসা করিবে— "কেমন, ঘটিকা! তুমি বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটী যদি ইস্কাপনের রঙ্ না লইয়া থাকেন, তবে কি চিড়িতনের রঙ্ লইয়াছেন? ঠিক করিয়া বলিও।" অমনি ঘটিকাটী ঠুন্ ঠুন্ করিয়া ধীরে ধীরে মধুর শব্দে চারিবার স্পষ্ট স্পষ্টরূপে বাজিয়া গেল। তাহাতে বুঝাইল, হাঁ, ঐ তাসখানি চিড়িতনের রঙই বটে। তখন ঐ দর্শককে অভিনেতা বলিবে,—"মহাশয়! আপনি যে তাসখানি লইয়াছেন, ওখানি কেবল আপনিই দেখুন, অপর কাহাকে কিম্বা আমাকে দেখাইতে হইবে না। দেখুন দিকি, ওখানি চিড়িতন কি না?" ঐ ব্যক্তি তখন অতীব সংগোপনে তাসখানি স্বয়ং দর্শন করিয়া পরিজ্ঞাত হইবে যে, ঐ তাসখানি চিড়িতনই বটে। দর্শকগণও উহা চিড়িতন বটে, ইহা জ্ঞাত হইয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিবে।

তাহার পর ঐ কুহক বিদ্যাবিৎ অভিনেতা ঐ আজ্ঞাবহ ঘটিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,—"বল দেখি ঘটিকা! এই তাসখানিতে কয় ফোটা অঙ্কিত করা আছে?—বোধ হচ্ছে, তুমি টেক্কা, দুরী, তিরী, চৌকো, পাঞ্জা, ছক্কা, সাতা, আটা, নওলা ও দওলা সকল প্রকার ফোটাই বলিয়া দিতে পার। বলে ফেল দেখি, ও তাসখানি আটা না নওলা?" অমনি ঘটিকাটী ঠুন্ করিয়া একবার বাজিয়া উঠিবে। অভিনেতা অমনি বুঝিতে পারিবে যে, ও তাসখানি আটাও নয়, নওলাও নয়। পরে অভিনেতা দর্শককে বলিবে,—"মহাশয়! আপনি চুপি চুপি দেখুন দিকি, আপনার হস্তস্থিত তাসখানি আটা কি নওলা?" তখন ঐ দর্শক স্বকীয় করস্থ তাসখানি গোপন ভাবে অবলোকন করিয়া বলিবেন,—"না, উহা আটাও নয় নওলাও নয়।" ইহাতে দর্শক মাত্রেই ঘোর বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িবেন। তদনন্তর ঐ কুহক বিদ্যা পারদর্শী বাজীকর ঐ ঘটিকাটীকে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবে,—"ঘটিকা! তুমি এবার ঠিক করিয়া বল, ঐ তাসখানি নওলা কি না?" অমনি ঘটিকাটীতে সুমৃদু

ভাবে বিনোদ শব্দে ক্রমে ক্রমে দশটী ঘা বাজিয়া উঠিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ অভিনেতা হাস্য করিতে করিতে হস্ত আস্ফালন করিয়া ও মস্তক আন্দোলন করিয়া অনতি উচ্চৈঃস্বরে দর্শকবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিবে,—"দর্শক মহোদয়নিচয়! আপনারা সকলেই শ্রবণ করিলেন ত? এই মহাশয়ের হস্তে যে তাসখানি আছে ওখানি দওলা।" তখন দর্শকবর্গ ঐ তাসখানি দেখিতে যার পর নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিবেন। তখন অভিনেতা ঐ ব্যক্তিকে বলিবে—"মহাশয়! ঐ তাসখানি এবার সকলকেই প্রদর্শিত করুন। সকলে দেখুন ও তাসখানি দওলা কি না? তাহা হইলেই আপনার ঘটিকাটীকে যাহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে, তাহার উত্তর প্রদান করিতে উহা সমর্থ হইল কি না, তাহা অনায়াসেই পরীক্ষিত হইবে।" তখন সেই ব্যক্তি ঐ তাসখানি স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, উহা দওলাই বটে। তাঁহার ঘটিকাটী ঠিক উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। তখন তিনি অতীব বিস্ময়ের সহিত ঐ তাসখানি বহির্গত করিয়া সকলের সমক্ষেই উহা প্রদর্শিত করিবেন। সকলেই ঐ তাসখানিকে দওলা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পড়িবেন।

তাহার পরে ঐ বাজীকর ঐ তাসখানি ঐ ঘটিকার অধিকারী দর্শকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ঐখানি পূর্ব্বোক্ত তাস যোড়াটীর অভ্যন্তরে রাখিয়া ঐ তাস যোড়াটীকে উত্তমরূপে উল্টা পাল্টা করিয়া মিশ্রিত করিয়া ফেলিবে। তার পরে উহা গুছাইয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটিকার অধিকারীকে বলিবে,—"মহাশয়! কৃপা করিয়া এই তাস যোড়াটীর মধ্য ভাগ হইতে এবার আর একখানি তাস তুলিয়া লউন; যেখানি আপনার বাসনা হয়, সেইখানিই গ্রহণ করিতে পারেন।" ইহা বলাতে ঐ দর্শক ব্যক্তি তাঁহার মনোমত একখানি তাস উহার মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লইবেন। তৎপরে ঐন্দ্রজালিক অভিনেতা দর্শক সমূহকে সাক্ষী করিয়া বলিবে,—"দেখুন, মহোদয় সকল! এবার এই মহাশয়ের ঘটিকাটী কি উত্তর দেয়।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দর্শক সকলেই প্রতীক্ষা

করিতে থাকিবেন যে, ঘটিকা কতক্ষণে ইহার কি উত্তর দেয়। অনন্তর অভিনেতা ঘটিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"বল দেখি, ঘটিকা। এবার এই মহানুভবের করতলে কোন্ রঙের কি তাস আছে? প্রতীতি হইতেছে, তুমি সাহেব, বিবী, গোলাম আদি সমস্তই বলিয়া দিতে পার? বল দেখি, ঐ তাস খানি হর্তনের বিবী না রুইতনের গোলাম? বুঝি, ওখানি রুইতনের গোলাম? কেমন?" এই প্রশ্ন করাতে ঘটিকা এবার আদোপেও বাজিবে না, চুপ করিয়া রহিবে, একবারও বাজিবে না। অভিনেতা কোন উত্তর না প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিবে যে, ঐ তাসখানি রুইতনের গোলামও নহে, হর্তনের বিবীও নহে। তখন অভিনেতা বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিবে,—"এবার সত্য করিয়া বল, আর মন্থরভাব ধারণ করিও না। এবার ঐ মহাশয়ের হস্তে নিশ্চয়ই ইস্কাপনের সাহেব লুকায়িত রহিয়াছে?" এই প্রশ্ন হইতে না হইতে, ঘটিকা অমনি তৎক্ষণাৎ ঠুন্ ঠুন্ করিয়া সুন্দর মনোহর মৃদুল স্বনে তিনবার থামিয়া থামিয়া সবল আঘাতের সহিত বাজিয়া উঠিবে। ঘটিকার এই তিনটী শব্দ শ্রবণ করিয়া অভিনেতা ও দর্শকগণ সকলেই অনুভব করিবেন যে, হাঁ যথার্থই ঐ ব্যক্তির হস্তে ইস্কাপনের সাহেব লুক্কায়িত আছে। অভিনেতা তৎক্ষণাৎ যাঁহার হস্তে ঐ তাসখানি আছে, তাঁহাকে বলিবে,—"মহাশয়! এবার সাধারণের সমক্ষে ঐ তাসখানি প্রদর্শন করুন দেখি, সকলে দেখুন, উহা যথার্থই ইস্কাপনের সাহেব কি না; এবং আপনার ঘটিকার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনার উত্তর প্রত্যুত্তর দানের ক্ষমতাটাও পরীক্ষিত এই সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাউক।" তখন ঐ দর্শক ব্যক্তি আপনার মুষ্টি হইতে ঐ তাসখানি বহির্গত করিয়া সকলকেই প্রকাশ্যরূপে প্রদর্শিত করিয়া অভিনেতার হস্তে প্রত্যর্পিত করিবেন। তৎকালে দর্শক মাত্রেই ঐ তাসখানিকে ইস্কাপনের সাহেব অবগত হইতে পারিয়া বিপুল আনন্দনীরে ভাসমান হইয়া পড়িবে।

তাহার পর দর্শক সকলে ঐ ঘটিকাটী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উহা অভিনেতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন।

যথার্থই ঐ ঘটিকাটী অভিনেত্তা কর্তৃক অদ্ভুত মায়া বলে কোনরূপ নির্ম্মাণ কৌশলে বিপর্য্যস্ত পরিবর্ত্তিত বা অভিনব রূপে সংগঠিত হইল কি না? ইহা সকলেই তীক্ষ্ণ চক্ষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে তৎপর হইবেন ও বাস্তবিক উহা পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেও রহিল কি না, তাহাও বিজ্ঞাত হইতে উদ্যত হইবেন। তাঁহারা অবলোকন করিয়া প্রত্যক্ষ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ঘটিকার কোন রূপই বিপর্য্যয়ভাবে উপস্থিত হয় নাই, উহা পূর্ব্ববৎ যাদৃশ তাদৃশই আছে। তখন অভিনেতা আর একটী ঘটিকা ঐরূপে কোন একজন দর্শক মহাশয়ের সমীপ হইতে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত করিয়া দর্শকবর্গকে আরও অদ্ভুতংময় ও কৌতুকক্রান্ত করিবে।

এবম্বিধ ঘটিকাকে কুহকময় করণ প্রক্রিয়া কিরূপে সংসাধিত হয়, তাহা বিজ্ঞাত হইতে পাঠক মাত্রেরই আগ্রহ কুতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি যার পর নাই প্রবলবেগে সংবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তাঁহাদিগের কৌতুক নিবৃত্তি, আগ্রহ পরিতৃপ্ত ও অনুসন্ধান চরিতার্থ এই স্থলেই করা হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার অতীব নিগূঢ় রহস্য ইহার মধ্যেই নিগূহিত আছে। এই ব্যাপারে একটী অশেষ চাতুরীময় শিল্প নৈপুণ্য পূর্ণ ক্ষুদ্র আকারের যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ঐ কুহকতত্ত্ববিৎ বাজীকরের কুহক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অনেক প্রকার মায়াকার্য্যের উপযোগী বেশভূষা ও পরিচ্ছদের আবশ্যক হয়। এস্থলে কুহকীর এমন একটী আংরাখা পূর্ব্বে পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা চাই যে, উহার এক পার্শ্বে এতাদৃশ একটী গুপ্ত পকেট অর্থাৎ জেব থাকিবে, যাহা কোন দর্শক অতিশয় তীক্ষ্ণ চক্ষুর সহিত অনুসন্ধান করিলেও কোন ক্রমেই অবগত হইতে পারিবে না। আংরাখার অন্য নাম অঙ্গরক্ষিণী বা অঙ্গত্রাণ। ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার জামা। ইহার যাবনিক নাম ফতুয়া। ইহা কণ্ঠ অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত লগ্ন থাকে। এই আংরাখার ঐ গুপ্ত জেবের অভ্যন্তরে ঐ ক্ষুদ্র মায়া যন্ত্রটী গোপন করিয়া রাখিবে। উহা এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, কোন ক্রমেই ঐ ইন্দ্রজাল ক্রিয়া প্রদর্শনকারী ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অপর কেহই

উহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে না পারে। পূর্ব্বোক্ত ঘটিকাটীকে যত ঘা ইচ্ছা তত ঘা বাজাইবার যখন যখন প্রয়োজন হইবে তখন তখন গোপনে কৌশল-ক্রমে পারদর্শিতার সহিত ঐ পকেটস্থিত গুপ্ত যন্ত্রটী ততবার ক্রমশঃ চাপিতে হইবে, এবং ততবারই উহা হইতে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে ঠুন্ ঠুন্ করিয়া মধুর শব্দ বহির্গত হইতে থাকিবে। দর্শকেরা মায়াতে ভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া মনে করিবে, অভিনেতার আদেশ অনুসারে যথার্থই ঘটিকাটী স্বয়ং বাজিতেছে। তাহারা কোনক্রমেই টের পাইবে না যে, উহা ঐ কুহকীর অঙ্গ মাধাস্থিত যন্ত্রের শব্দ।

একক্ষণে ঐ যন্ত্রটী কি প্রকারে কোন উপাদানে নির্ম্মিত, কি কৌশলে পরিপূর্ণ, কিরূপ শিল্পে বিন্যস্ত বোধ করি, তাহা পাঠক মাত্রেরই পরিজ্ঞাত হইতে যার পর নাই ব্যগ্রতা, কৌতূহল ও কৌতুক বর্দ্ধিত হইয়াছে; পরন্তু ইহা সম্যগ্‌রূপে বিদিত ও শিক্ষিত হইতে পারিলেই পাঠক মহোদয়ের আর অনুসন্ধানেচ্ছা তত বলবতী থাকিবে না, ক্রমশঃ নিবৃত্তই হইয়া যাইবে। এবম্প্রকার মায়াবিদ্যাতে কেবল কৌশল চতুরতা অঙ্গ অত্যঙ্গ আদির চালন, সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন প্রভৃতিতে নিপুণতা, দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত করিতে পারদর্শিতা প্রভৃতি ক্ষমতাই সবিশেষ আবশ্যকীয়।

এই ঐন্দ্রজালিক যন্ত্রটী একটী অতি ক্ষুদ্র চুঙী অর্থাৎ নলের আকার বিশিষ্ট। এই চুঙীটী পিত্তলে প্রস্তুত করা। ঐ চুঙীটী ১।০ সওয়া ইঞ্চ পরিমিত গভীর, উহার ব্যাস অর্থাৎ বিস্তার পরিমাণে ২ দুই ইঞ্চ এবং পরিধির পরিমাণ ৬ ছয় ইঞ্চ। একটী অতি ক্ষুদ্রাকার (clock-bell) ঘটিকা ঘণ্টা অর্থাৎ ঘড়ীর ভিতরে বাজিবার জন্য যে ঘণ্টা আঁটা থাকে, তাহা উহার অভ্যন্তর ভাগে দৃঢ়রূপে বসান আছে। আর ঐ বাজন ঘণ্টাটী বাজাবার জন্য তাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী একটী শিল্প চাতুর্য্য সম্পন্ন আঘাত করিবার দণ্ড ও সংলগ্ন করা আছে। ঐ দণ্ডটীর চতুর্দ্দিকে ঘড়ীর স্প্রীং অর্থাৎ তারের ন্যায় এক পদার্থ শিথিল ভাবে সংবেষ্টিত করা আছে। ঐ তার সমেত দণ্ডটী একটী চাবি দ্বারা ঠিক ঘড়ীর ন্যায় করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে দম দিয়া রাখিতে হইবে। ঐ বাজিবার

দণ্ডটীর মস্তকের উপরে বহির্ভাগে একটী বোদামের ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন শিল্পদ্রব্য সংন্যস্ত করা আছে। ঐ বোদামটী কোন কৌশলে তারের সহিত চাপিতে হয়। কিন্তু অঙ্গুলী দ্বারা উহা চাপিতে পারিবে না। উহাতে কর স্পর্শমাত্র হইবে না। যে উপায়ে উহা চাপিতে হয়, তাহা একটু পরেই বিবৃত করিতেছি। চাপিবামাত্রই ঐ যন্ত্রটী বাজিতে থাকে। অর্থাৎ তার ও দণ্ডের পরস্পর অভিঘাতে উহা বাজিতে থাকে। যতবার বাজাইবার ইচ্ছা হয়, ততবার কৌশলের সহিত পশ্চাল্লিখিত উপায়ে চাপ দিতে থাকিলেই উহা বাজিতে থাকিবে। যতবার তার প্রাপ্ত হইবে, উহা ততবারই বাজিতে থাকিবে। তার না প্রাপ্ত হইলে, উহাতে আর শব্দ হইবে না। ঐ শব্দ অবিকল ঘড়ী বাজার শব্দের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপে এই যন্ত্র চালাইতে হয়। ঐ দণ্ডটীকে বাজন দণ্ড বা হাতুড়ী নামে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ হাতুড়ীটী ঐ তারের উপরে অভিঘাত হইলেই ঠিক ঘড়ী বাজার ন্যায় শব্দ বহির্গত হয়। আবার ঐ শব্দ ঐ পিত্তল নির্ম্মিত চুঙীর গাত্রের অভ্যন্তর দেশে প্রতিঘাত হইলে, দ্বিগুণতর প্রতি শব্দের সহিত প্রস্ফুটরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ বিবরের তৃপ্তি সম্পাদন করে। এই চুঙীটীর গাত্রটী চতুষ্পার্শ্বেই সারি সারি কতকগুলি রন্ধ্র কাটা আছে। এই রন্ধ্রগুলি থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে যখন ঐ যন্ত্রটী বাজিতে থাকিবে, তখন ঐ বাজনার শব্দ মনোহর উচ্চ প্রতিধ্বনির সহিত সুস্পষ্টরূপে ঐ সকল রন্ধ্র পথ দ্বারা সুন্দরভাবে নিঃসৃত হইতে থাকিবে।

এই মায়া যন্ত্রটী ঐ কুহকবিৎ অভিনেতার অঙ্গরাখার বাম পার্শ্বের জেবের ভিতরে ঠিক সোজা করিয়া রাখিতে হইবে। এই আংরাখাটীর জেব ও অস্তরের মধ্যে যন্ত্রটী এমন টাইট অর্থাৎ দৃঢ় ও আঁটা ভাবে রাখিতে হইবে যে, বাসনা হইলেই উহাতে কৌশল ক্রমে চাপ প্রদান করিবামাত্রই উহা আপনি বাজিতে থাকিবে। সেই চাপ বিনা কর স্পর্শে কিরূপে ঐ যন্ত্রটীতে প্রদান করিতে হয়, তাহা বিবৃত করিতেছি।

ঐ আংরাখাটী দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের পঞ্জরাস্থির সহিত এমন দৃঢ়-

ভাবে নিবদ্ধ করিয়া পরিধান করিতে হইবে যে, কেবল বক্ষঃস্থল বিস্তারিত করিবামাত্রই ঐ আংরাখার কাপড়ের চাপ খাইয়া ঠিক ঐ মায়া যন্ত্রের বাজন দণ্ডের উপরিভাগস্থ বোদামের শিরোভাগে লাগিতে থাকিবে। এইরূপে যতবার বক্ষঃস্থল প্রসারিত করিতে থাকিবে ততবারই ঐ বোদামে ভার প্রাপ্ত হইয়া বাজনদণ্ডে অর্থাৎ হাতুড়ীতে আঘাত লাগিয়া তারে অভিঘাত হইয়া ঐ যন্ত্র ঘড়ীর ন্যায় বাজিতে থাকিবে। আবার অভিনেতা তাহার বক্ষঃস্থল সংকুচিত করিলেই ঐ বোদামের উপরে আর ভার পড়িবে না। তাহা হইলেই আর ঐ কুহক যন্ত্র বাজিতেও থাকিবে না। কিন্তু ঐ বাজনদণ্ডের বোদামের উপরে বিশেষরূপে অতি সহজে ভার উপস্থিত করাইবার জন্য আর একটী সুন্দর ও অনায়াস সাধ্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ জেবের মধ্যে ঐ বোদামের ঠিক উপরিভাগে, একটুও না নড়িয়া চড়িয়া সরিয়া পড়ে এমন অবস্থায়, একখানি বেশ পুরু কার্ড (card) বা তাস বসাইয়া রাখিতে হইবে। এই কার্ডখানি ঐ বোতামের উপরে ঠিক করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, অভিনেতা স্বীয় বক্ষঃস্থল ইচ্ছানুযায়ী অল্প অল্প বিস্তারিত করিতে না করিতেই ঐ আংরাখার ভার অল্পমাত্র ঐ তাসের উপরে নিপতিত হইলেই ঐ বোদামের উপরে ঐ তাস ঈষৎ চাপ প্রদান করিবে। ঐরূপে ঐ বাজনদণ্ড ঈষৎ মৃদুভাবে একটুমাত্র চাপ প্রাপ্ত হইলেই টুন্ করিয়া মধুর শব্দে বাজিয়া উঠিবে। এই তাসখানি এই বোদামের উপরি ভাগে এইরূপে ন্যস্ত থাকিলে, এই কুহককাণ্ড যেমনে সহজে, অকুতোভয়ে ও শীঘ্র নির্ব্বাহিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। ইহার ভিতরে এই টুকুই হইতেছে রহস্য উদ্ভেদের মূল ব্যাপার। যাহা কিছু কার্দ্দানিই বলুন, আর কৌশলই বলুন, বা কুহকই বলুন, আর ভোজবাজীর খেলাই বলুন, সমস্তই এই টুকুর উপরেই নির্ভর করে। ইহা দর্শক যতই কেন সুনিপুণ সুচতুর বা ধূর্ত্ত হউন না কেন, কোন ক্রমেই অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

এই কুহক বিদ্যা সম্পন্ন করিবার কালে অভিনেতাকে খুব সাবধানতার সহিত কেবল এই টুকু চতুরতা পরিগ্রহ করিতে হইবে যে, দর্শকের যে ঘড়ীটী

হইয়া সে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিবে, সেই ঘড়ীটী ঠিক, আপনার আংরাখার বাম পার্শ্বের জেবের সহিত ও দর্শক-বর্গের দৃশ্য স্থানের সম্মুখ ভাগের সহিত সমসূত্রপাত অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ ঘড়ীটী ঐ জেবের সন্নিধান হইতে যেন অধিক দূরে ধরা না থাকে। অর্থাৎ এমন দূরে রাখা চাই যে ঐ পকেটস্থিত মায়াযন্ত্রটী যখন বক্ষঃস্থলের প্রসারসম্ভূত চাপ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাজিতে থাকিবে, তখন যেন বোধ হইতে পারে, ঠিক ঐ যন্ত্রের বাজনার শব্দগুলি প্রকৃত পক্ষে স্পষ্টরূপে ঐ হস্তস্থিত ঘড়ীটীর ভিতর হইতে নিঃসৃত হইয়া দর্শকবর্গের শ্রুতি পথে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই দর্শনভ্রম, শ্রবণভ্রম ও চিত্তভ্রান্তি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া বহির্গত করিবার কাহারও ক্ষমতা কখনই সম্ভবপর হইবে না।

এই মায়াযন্ত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আংরাখার জেবের ভিতরে না স্থাপন করিয়া দক্ষিণ করতলে অতিগুপ্তভাবে কৌশলক্রমে রক্ষিত করিবে। এই প্রক্রিয়াতেও অবিকল পূর্ব্ব কথিতরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। এস্থলে এই যন্ত্রটীর বোদামে কেবল অঙ্গুলীর চাপ কৌশলের সহিত গুপ্ত-ভাবে প্রদান করিলেই চলিবে। উহাতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া উহা ক্রমাগত যতবার অভিলাষ ততবার বাজিতে থাকিবে। কিন্তু এস্থলে ঐ দক্ষিণ কর-তলে, বুজরুকীর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন না হয়, এই জন্য সেই পূর্ব্বকথিত মায়াদণ্ডটী (majic wand) দর্শকবর্গের চিত্তপ্রবোধের নিমিত্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া থাকিবে। দর্শকেরা ঐ কুহকময় গুণ দণ্ডটীকে সন্দর্শন করিয়া ভ্রান্ত হইয়া বিবেচনা করিতে থাকিবে যে ঐ যাদুতে পরিপূর্ণ যষ্টিগাছীর শক্তিতেই ঐ দর্শকের ঘটিকাটী আদেশ অনুযায়ী বাজিয়া অভিনেতার আদেশ প্রতি-পালন করিতেছে। তাঁহারা মায়াযন্ত্র যে স্বয়ং অঙ্গুলির চাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র রূপে বাজিতেছে, তাহা কদাপি অবগত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা বুঝিবেন যে, কুহক দণ্ডই প্রকৃত পক্ষে ঘটিকার আজ্ঞা-নুবর্ত্তিত্বের মূল কারণ। কিন্তু এক পক্ষে এই কৌশল তত কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দর্শকবর্গকে মুষ্টিবদ্ধ করতল খুলিয়া দেখাইয়া

নিঃসন্দিগ্ধ করা যায় না। ঐ মায়া দণ্ডটী পৃথক্ করিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া মুষ্টি খুলিয়া করতল ভাগ প্রদর্শিত করিতে হইলেই ঐ মায়া যন্ত্রটী বহির্গত হইয়া পড়িবে ও আজ্ঞাবহ ঘটিকা বাদনের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বই সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া যাইবে। অতএব ইহা বড় সুগম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বস্থ আংরাখার জেবের অভ্যন্তরে ঐ যন্ত্রটী লুক্কায়িত রাখাই অতীব প্রশস্ত উপায়। পরন্তু উহা বাজাইবার পক্ষে মায়াদণ্ডের সহিত মুষ্টি মধ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত করা যাদৃশ সহজ তাদৃশ বামপার্শ্বস্থ পকেটের মধ্যে রাখা সহজ নহে।

এই মায়াময় বাদন যন্ত্রটীতে একবার দম দিলে, ইহাতে ৫০ পঞ্চাশ অবধি ৬০ ষাট পর্য্যন্ত আঘাত প্রদান করা যাইতে পারে অর্থাৎ পঞ্চাশ হইতে ষাটবার পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে ইহা বাজিতে পারে। এই জন্য অভিনেতাকে কৌতুক প্রদর্শনের কালে একটু সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যেন তিনি ঐ যন্ত্রের দম থাকিতে থাকিতেই ঐ প্রক্রিয়া প্রদর্শন কৌশলের সহিত সম্পাদিত করিয়া ফেলেন। অর্থাৎ ৬০ ষাটবার যন্ত্রের বাজনার পর দম বন্ধ হইয়া যাইলে যদি আবার উহাকে বাজাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাকে আর বাজাইতে পারা যাইবে না। দর্শক বর্গের সন্নিধানে অভিনেতাকে সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হইবে। আবার দম না দিয়া লইলে, উহা আর বাজান যাইবে না। তাহা হইলেই অভিনেতাকে রঙ্গ গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ যন্ত্রটীকে দম প্রদান করিয়া আনিতে হইবে; সে এক বিষম অপ্রতিভ হইবার কথা। আর যদি রঙ্গ গৃহ পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে মহা অপ্রস্তুতভার মধ্যে পড়িতে হইবে ও সাধারণের সকাশে দাঁড়াইয়া মাটি হইতে হইবে।

পরিশেষে, তাসের বিষয়ে একটী কথা বলিলেই আজ্ঞাবহ ঘটিকার ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ঐ তাসগুলি পূর্ব্বে অভিনেতা দ্বারা এমন কৌশল অবলম্বন করিয়া সাজাইয়া রাখা হইবে যে, দর্শকের ঐ তাস

যোড়াটী সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে অভিনেতার মনোমত ও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তাসখানিকে ঐ তাস যোড়াটীর ভিতর হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ উপায় যদি তত সুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলে অভিনেতাকে একটী কুহকময় বাক্স ব্যবহৃত করিতে হইবে। ঐ বাক্সটী এমন কৌশল পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করা চাই যে, উহাতে ঐ তাস যোড়াটী থাকিতে পারে ও ঐ তাস যোড়ার প্রত্যেক তাসের রঙ ও ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে কতক-গুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গুটিকা প্রত্যেক তাসের সহিত সংলগ্নরূপে বিন্যস্ত করা থাকিতে পারে। ঐ গুটিকাগুলি বাক্সের মধ্যে কৌশলের সহিত বিন্যস্ত করা চাই। অর্থাৎ উহার মধ্যে এমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপরোপরি করা থাকে থাকে সাজান অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুব্‌রী প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই, যাহা প্রত্যেক তাসের পার্শ্বদেশে সমান ভাবে সংলগ্ন ও সজ্জীকৃত থাকিতে পারে। দর্শক যখন তাঁহার অভিলাষ মত যে তাসখানি তুলিয়া লইবেন, তখন সেই তাসখানির স্থানবর্ত্তী খুবরীর অভ্যন্তরস্থ সেই সেই ফোটার ও রঙের অনুসারে সংকেত নির্দ্দিষ্ট গুটিকাগুলিও সরিয়া বা কোন রূপ স্থানান্তরিত অথবা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। তাহা হইলেই অভিনেতা গুটিকার বিপর্য্যয় বা স্থানান্তর দর্শন করিয়া কোন্ রঙের কোন্ ফোটার কি তাস, দর্শক তুলিয়া লইলেন, তাহা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সংকেত অনুযায়ী বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং মায়াযন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত ঘটিকা বাজাইয়া কোন রঙের কোন ফোঁটার কি তাস গৃহীত হইয়াছে, তাহা অবিকল অবিলম্বে অবলীলা ক্রমে প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন। এই মায়া বাক্সের কৌশল গ্রহণ করাই অভিনেতার পক্ষে যার পর নাই সুবিধাজনক ও নিরাপদ বলিতে হইবে। অতএব ইহাই কুহকীর অবশ্য অবলম্বনীয়।

নৃত্যমান নাবিক।

এই নাবিক নর্ত্তকের কুহক ক্রীড়া প্রদর্শন করা অতি আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়াবহ। প্রথমে পিস্‌বোর্ড দ্বারা সুন্দররূপে একটী নাবিকের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই প্রতিমূর্ত্তিটী ১৫ পনর বা ১৬ ষোল ইঞ্চ পরিমিত উচ্চ করিলেই চলিবে। ইহার বাহু, হস্ত, উরু, চরণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রস্তুত করিয়া ইহার শরীরের সহিত সূত্র আদি দ্বারা সংযোজিত করিয়া দিতে হইবে। এমন রূপে ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেহের সহিত সংযোজিত করিয়া দিতে হইবে যে, যেন ইহা নাচিবার কালে কৌশল অনুসারে অনায়াসে অভিনেতার অভিলাষ অনুযায়ী, ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সুন্দর রূপে পরিচালিত, সংপ্রসারিত বা সংকোচিত হইতে পারে।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই কুহকময় নাবিককে নাচাইতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে,—

অভিনেতা প্রথমে দর্শকবর্গের সম্মুখভাগে একখানি চেয়ার অর্থাৎ কেদেরা গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইবেন। তাঁহার দুইখানি চরণ কিঞ্চিৎ পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ বা তফাৎ তফাৎ করা থাকিবে। অভিনেতা যে স্থানে বসিবেন ও দর্শক সকল যে স্থানে থাকিবেন, অবিকল এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ভাগে অভিনেতার কিঞ্চিৎ সমীপবর্ত্তী করিয়া অভিনেতাকে ঐ নাবিকের পেষ্টবোর্ড নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিটীকে সংস্থাপিত করিতে হইবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তিটীকে স্থাপিত করিবা মাত্রই উহা ধরাতলে মৃতের ন্যায় হস্তপদ আদি লম্বিত ভাবে বিস্তারিত করিয়া নিপতিত থাকিবে। তাহার পর অভিনেতা ঐ নাবিক প্রতিমূর্ত্তির উপরে স্বীয় করতল নিঃক্ষেপপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মায়াবিদ্যার প্রণালী ও নিয়ম অনুসারে মন্ত্র পাঠ আদি করিয়া উহাকে সজীব অবস্থাতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ কুহক প্রক্রিয়া দুই চারি বার করিতে হইবে। অনন্তর ঐ কুহক প্রভাবে ঐ নাবিক পাশমোড়া অঙ্গঝাড়া আদি দিয়া ক্রমশঃ উঠিয়া বসিয়া শেষে

তড়াক করিয়া লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইবে। ওদিকে দর্শকবর্গ দেখিবেন যে, উহার উঠিয়া উপবেশন করিবার বা সরলভাবে দণ্ডায়মান হইবার কোনরূপ উপায় বা অবলম্বনই নাই। উহা যেন জীবিত হইয়াই স্বয়ং দণ্ডায়মান হইল।

এদিকে অভিনেতার সহচরেরা পশ্চাদ্ভাগে সুন্দর সুমধুর চেতোরমণীয় ঐকতান বাদন আরম্ভ করিবেন। হার্মোণীয়ম্, বেণু, বীণা, ঢোলক, মন্দিরা প্রভৃতি কতিপয় বাদ্য যন্ত্র থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। এটা অভাব পক্ষেই বলা হইল। যত অধিক যন্ত্র হয়, ততই ভাল, ততই দর্শকবর্গের হৃদয় সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে পারা যাইবে। অনন্তর ঐ বাদ্য যন্ত্রগুলিতে নাচিবার বাজনা তালে তালে সুমনোহররূপে বাজাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ ঐ নাবিক নানাবিধ হাস্যপ্রদ হৃদয় ভঙ্গী করিয়া হস্ত পদ আদি আন্দোলিত করিয়া মস্তক নাড়িয়া তালে তালে নাচিতে থাকিবে। আবার যেমন ঐ সমবেত বাদ্য স্থগিত হইয়া যাইবে, ঠিক উহার সহিত নাবিকও নৃত্য হইতে বিরত হইয়া দাঁড়াইবে। আবার যেমন ঐ সমবেত বাদ্য বাজিতে আরব্ধ হইবে, ঠিক তৎক্ষণাৎ নাবিকও ঐ বাদ্যের সহিত তালমান ও কালের বিরাম আদি রাখিয়া নাচিতে থাকিবে।

এই ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া সম্পাদন করিবার একটী রহস্যময় উপায় আছে, তাহা যেরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে,—

এই মায়া-কার্য্যটী রজনীযোগে করিতে পারিলেই বড় ভাল হয়। তাহা হইলে এই কুহক প্রদর্শন কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও অনায়াসে সম্পাদন করা যাইতে পারে। দর্শকবর্গ ইহার অণুমাত্রও অবগত হইতে পারিবেন না। প্রত্যুত তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত ও যারপর নাই বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। অভিনেতা ঐ নাবিকের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠদেশ দিয়া মস্তক হইতে হস্ত ও পদযুগল পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া কৌশলক্রমে কৃষ্ণবর্ণ অতি সূক্ষ্ম রেসমের সূত্র পরাইয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এমন ভাবে সূত্র উহাতে পরাইয়া রাখিতে হইবে যে, ঐ সূত্র ধরিয়া একটু দূর হইতে অল্পমাত্র আকর্ষণ করিলেই ঐ সূত্র ঐ প্রতিমূর্ত্তির অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চালিত হইতে

থাকিবে। তদনুসারে ঐ নাবিকও আকৃষ্ট হইয়া হস্ত পদ মস্তক আদি সঞ্চালন করিয়া ভঙ্গী ক্রমে নাচিতে থাকিবে।

পরে ঐ সূত্র ধরিয়া অভিনেতা যেরূপে আকর্ষণ ও সঞ্চালন করিবেন, তাহার প্রণালী এইরূপ।—অর্থাৎ অভিনেতা স্বীয় দুই চরণের এমন তর স্থানে ঐ সূত্র বদ্ধ করিয়া রাখিবেন, যাহা অবিকল ঐ নৃত্যমান নাবিকের প্রতিমূর্ত্তির ভূমিতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের সহিত সমান হইবে। অভিনেতার পায়ের সহিত দুইটী বক্র আলপিন্ দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পায়ে যে সূত্র গাছী বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাও যেন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত থাকে ও রেসমের নির্ম্মিত হয় আর অতি সরু হয়। রেসমের সূত্র প্রস্তুত করার তাৎপর্য্য এই যে, উহা ঈষৎ আকর্ষণ করিবা মাত্রই অনায়াসে অতি সহজেই বিনা বাধায় পরিচালিত হইতে থাকিবে। অন্য সূত্রে তাদৃশ সম্ভব নির্ব্বাহ হইবে না। ঐ সূত্র অভিনেতার চরণ দ্বয়ের সহিত ঐ নাবিকের প্রতিমূর্ত্তির সহিত যে সূত্র আটকান হয়, তাহা যেন লম্বে ২৮ আটাইশ কিম্বা ৩০ ত্রিংশৎ ইঞ্চ পরিমাণে হয়। ঐ সূত্র কৃষ্ণবর্ণ করিবার অভিপ্রায় এই যে, উহা দ্বারা দর্শক সমূহের দৃষ্টি ভ্রম অনায়াসেই উৎপাদিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ঐ নাবিকের প্রতিমূর্ত্তির মস্তক দেশের প্রতি পার্শ্বে ২ দুইটী অতি ক্ষুদ্র বক্র ভাব বিশিষ্ট রন্ধ্র কাটা থাকিবে। কিন্তু ঐ কাটা রন্ধ্র দুটী মস্তকের দুই পার্শ্বে সমান ও সরল ভাবে থাকা চাই। উহার বিস্তার অর্দ্ধ ইঞ্চ মাত্র পরিমাণে হওয়া চাই। এই দুই টুকু স্থান একটু ঈষৎ পশ্চাদ্ভাগে বেঁকান গোছের করিয়া রাখা আবশ্যক। তা না হইলে, উহাতে সূত্রবদ্ধ করিয়া দিলে উহা সুন্দররূপে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারা যাইবে না। এই দুইটা স্থান একাদৃশ রূপে পশ্চাদ্দিকে বক্রিম ভাবে অবস্থিত করা চাই যেন ঠিক উহা দেখিতে দুইটী বাঁকা আংটার ন্যায় হয়। উহা এমন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখিতে হইবে যে, দর্শকেরা দূর হইতে অথবা নিকট হইতে দর্শনমাত্রেই উহাকে ঐ নাবিকের মস্তকের দুই পার্শ্বস্থ বাবরি কাটা কাণ পাট্টার চুলের গোছা বলিয়া অনুমান করিবে।

অভিনেতা পূর্ব্ব কথিত রূপে কেদারাতে উপবেশন করিয়া ঐ সূত্র আকর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহা হইলেই ঐ নাবিক তৎক্ষণাৎ ভঙ্গীর সহিত গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সঙের ন্যায় নানা কৌশল ও কৌতুক প্রদর্শন করিয়া মনোহর রূপে হাস্যপ্রদ অভিনয়ের সহিত নাচিতে থাকিবে। পরন্তু অভিনেতাকে ঐ সূত্র অতি সাবধানতার সহিত আকর্ষণ ও সম্প্রসারণ করিতে হইবে। যেন অনায়াসেই দর্শক সমূহের উহাতে দৃষ্টিভ্রম সমুৎপাদন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে স্থানে এই কুহক ক্রীড়া প্রদর্শন করা যাইবে, সেই স্থানটী যেন একটু ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়, অর্থাৎ সেই স্থানে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের একখানি গালিচা, তুলিচা বা কোন প্রকার একখানি কাপড় বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়। সেই অম কৃষ্ণবর্ণ বসনের উপরে ঐ ভোজবিদ্যা প্রদর্শন করিলে, অর্থাৎ অভিনেতার চরণদ্বয় দ্বারা ঐ সূত্র আকর্ষণ করিলে, উহা সূক্ষ্ম বলিয়া দর্শকবর্গের মধ্যে কেহই অবলোকন বা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না।

অভিনেতা যখন প্রথমে ঐ নৃত্যমান নাবিকের প্রতিমূর্ত্তিটাকে ভূমি তলের উপরে দণ্ডায়মান করাইবেন, তখন আর কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে না, সচরাচর সহজ উপায়ে যেমন দাঁড় করাইতে হয়, তেমন করিয়াই দাঁড় করাইতে হইবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তিটাকে দাঁড় করাইবা মাত্রই উহা অবলম্বন শূন্য বলিয়া সূত্রের আকর্ষণ বিহীন হইয়া স্বাভাবিক রূপে আপনা আপনিই মৃতবৎ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়া যাইবে। তদনন্তর অভিনেতা ঐ প্রতিমূর্ত্তির উপরে স্বকীয় করতল আচ্ছাদন করিয়া ও কুহক দণ্ড স্পর্শ করাইয়া উহাকে কুহক বিদ্যায় অনুমোদিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে এবং মৃত সঞ্জীবন বিদ্যার অনুবলে উহাকে যেন পুনর্জ্জীবিত করা হইতেছে, ইহারি ভাণ করিতে থাকিবে। তথাপি ঐ নাবিক অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে ও না, আশমোড়া পাশমোড়াও করিতেছে না, বা জীবিত হইবার কোন লক্ষণও প্রকাশ করিতেছে না। ইহা দর্শন করিয়া ঐ ভোজবাজীকর ৩ তিনবার বা ৪ চারিবার এ রূপে উহার গাত্রের উপরে স্বীয় করতল ও মায়াদণ্ড রক্ষিত করিয়া মায়া

বিদ্যার শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিবে। এইরূপে তৃতীয় বা চতুর্থ বারে কুহক বিদ্যার প্রয়োগ কালে অভিনেতা অতি গোপনে সাবধানে দর্শকগণের দৃষ্টি ভ্রমের সহিত তাঁহার উভয় চরণে যে পূর্ব্বে রেসমী কৃষ্ণবর্ণ সূত্র বদ্ধ করা আছে, তাহা ঐ প্রতিমূর্ত্তির মস্তকের দুই পার্শ্বের পূর্ব্বোক্ত কেশ গুচ্ছের আকৃতি বিশিষ্ট দুই আংটার মধ্যে যত্নে ও সুকৌশলে পরাইয়া দিবেন। পরাইয়া দিবা-মাত্রই ঐ সূত্র ঈষৎ সমাকৃষ্ট হইতে থাকিবে। অমনি ঐ নাবিকও একটু একটু করিয়া মস্তক তুলিয়া ইতস্ততঃ দর্শন করিতে থাকিবে এবং অল্প অল্প অঙ্গ মোড়াও দিতে থাকিবে ও একটু একটু এপাশ ওপাশ করিতেও থাকিবে। তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দর্শকবর্গ মনে করিবেন যে, উহা এবারেই অভিনেতার মায়াবিদ্যার বলে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

তাহার পর অভিনেতা গাত্রোত্থান করিয়া স্বস্থানে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় চরণ বদ্ধ সূত্র ঈষৎ আকর্ষণ করিবে। অমনি ঐ প্রতিমূর্ত্তি অদ্ভুত ভঙ্গীর সহিত লম্ফ দিয়া উঠিয়া নাচিবার উপক্রম ও ধরণ করিয়া খাড়া হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিবে। এদিকে ভোজবিদ্যাবিৎ তাঁহার সহকারি সকলকে ঐক্যতান বাদন আরম্ভ করিতে ইঙ্গিত করিবেন। তাহারা পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া ঈষারা প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অমনি নানা বিধ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া মধুর রবে যার পর নাই চিত্তহর রূপে বাজাইতে আরম্ভ করিবে। অতি সুন্দর তালে তালে রাগরাগিণী তালমান লয় বিশুদ্ধির সহিত নানাবিধ নৃত্যের বাজনা একে একে করিয়া বাজিতে থাকিবে। অমনি অভিনেতাও চেয়ারে আসীন হইয়া অতি গোপনে চরণ যুগল দ্বারা পরে পরে পর্য্যায় ক্রমে ঐ কৃষ্ণবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বদ্ধ সূত্র আকর্ষণ ও পরিচালন করিতে থাকিবে। অতি সামান্য অল্প আকর্ষণ করিতে হইবে, অধিক পারিমাণে আকর্ষণ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। অল্পমাত্র আকর্ষণেই সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সমাহিত হইবে, তাহাতে অধিক আকর্ষণে কি ফল? দর্শকবর্গের সমীপে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেও পারে। অভিনেতার চরণ সঞ্চালন গোপন

করিবার একটী সুন্দর কৌশল আছে। অর্থাৎ যেমন সমবেত বাদ্য বাজিতে থাকিবে, অমনি ঐ বাদ্যের তালের সহিত তালে তালে ঐ নাবিকও উঠিয়া নানাবিধ ভঙ্গী করিয়া অতি সুন্দর রূপে নাচিতে থাকিবে ও বাদ্যের বিরামের সময় নৃত্য হইতে বিরত হইবে এবং বাদ্যের আরম্ভ কালে উহাও নাচিতে আরম্ভ করিবে। ইহা কেবল অভিনেতার পাদচালনের পটুতা ও কৌশলেই বিনির্ব্বাহিত হইবে। অর্থাৎ বাদ্যের, তবেই হইল, নৃত্যের আরম্ভের সহিত প্রতি তালে অভিনেতা পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়া পা ফেলিয়া ফেলিয়া ক্রমাগত তাল দিতে থাকিবে এবং বাহবা, ক্যাবাৎ! আচ্ছি হ্যায়। একসেলেন্ট! ব্রেভো। ভেরি গুড! বিউটিফুল! ইত্যাদি নানাবিধ ধন্যবাদ প্রশংসা ও আশ্চর্য্য সূচক শব্দ বলিয়া বারম্বার করতালি দিতে থাকিবে। ঐ অভিনেতার তালে তালে পদবিক্ষেপের সহিত ঐ পদের সহিত প্রতিমূর্ত্তির বদ্ধ রেশমী কৃষ্ণবর্ণ সূত্র আকৃষ্ট হইয়া ঐ নাবিকের নৃত্যকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে থাকিবে। পরে ঐ সমবেত বাদ্য নিবৃত্ত হইলেই অভিনেতা স্বীয় পাদবিক্ষেপ নিবৃত্ত করিবে। অমনি নাবিকও নৃত্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত হইয়া পড়িবে।

এক টব কালিকে নির্ম্মল জলে পরিবর্ত্তিত করণ এবং তাহাতে স্বর্ণ মৎস্যের সন্তরণ।

এই কুহক ক্রীড়া প্রদর্শন ব্যাপার অতীব আশ্চর্য্যবহ ও হাস্যপ্রদ। ইহা সম্পাদন করিবার প্রধান উপায়ই কৌশল। কৌশল দ্বারা সকল কর্ম্মই অনেক স্থলে সুন্দর রূপে সমাহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যগুণ বা মন্ত্র প্রয়োগ যে, সমস্ত ঐন্দ্রজালিক কার্য্যেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে, তাহা নহে। কুহক বিদ্যাতে মন্ত্রবল প্রয়োগ প্রায় অল্পই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাতে দ্রব্যগুণই অধিক কার্য্যকর হয়। তাহা অপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ক কৌশল। কৌশলে না হয়, এমন কার্য্যই নাই।

কালিতে পরিপূর্ণ একটী টবকে সুপরিষ্কৃত জল পরিপূর্ণ টবে পরি

বর্দ্ধিত করিতে হইলে এবং তাহাতে স্বর্ণ মৎস্য কতকগুলিকে সন্তরণ করাইতে হইলে, যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে,——

প্রথমতঃ কুহক বিদ্যাবিৎ সুচতুর অভিনেতা দর্শকবর্গের সমক্ষে একটী কাচ নির্ম্মিত টব আনয়ন করিবে। ঐ টবটী অনতি বৃহৎ অর্থাৎ ১০ দশ ইঞ্চ পরিমিত গভীর হইলেই চলিতে পারিবে। ইহার নীচের দিকটা সরু এবং উপরিভাগটা ক্রমশঃ বিস্তৃত ও ফাঁদাল হওয়া চাই। এই টবটীকে কাণায় কাণায় করিয়া কালি দিয়া পরিপূর্ণ করিতে হইবে। দর্শকবর্গ দেখিবেন যে, ঐ টবটী খুব ঘন কৃষ্ণবর্ণ উৎকৃষ্ট কালিতে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। বাস্তবিক উহা কালি কি না, তাহা অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। ইহা দেখিতে কাহার না কৌতূহল উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত হইবে? ঐ টবটীতে যে যথার্থ কালিই আছে, ইহা প্রমাণীকৃত করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য অভিনেতা একখানা খেলাইবার তাস আনয়ন করিবে। ঐ তাস খানা ঐ টবস্থিত কালিতে খানিকটা নিমগ্ন করিয়া দিয়া, পরে উহা তুলিয়া লইয়া, উহার অগ্রভাগ অঙ্গুলি দ্বারা দর্শকবর্গকে দেখাইয়া বলিবে,—"দেখুন, মহোদয়-বর্গ! এই কুহকময় টবে যে কুহকময় কালি দেখিতেছেন, উহা বাস্তবিকই কালি, দেখুন দিকি, ঐ তাসখানির এই ভাগ টুকু (তাসের সেই ভাগ টুকু দেখাইতে হইবে) কেমন কালিতে মগ্ন হইয়া ইহার দাগ লাগিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কেমন দেখিলেন ত ইহা যথার্থ কালি কি না? দেখুন এই তাসখানির নিম্নদিকের অর্দ্ধ অংশ কেমন গভীর কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। ইহাতেও যদি আপনাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয়, তবে ইহা প্রকৃত কালি কি না, তাহা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বিত করিতেছি। এবার দেখুন দিকি ইহা সত্যসত্যই কালি কি না?"

এই কথা বলিয়া ঐ মায়া বিদ্যা নিপুণ ভোজবাজীকর অভিনেতা একখানি টীন নির্ম্মিত হাতা আনয়ন করিবে। ঐ হাতাখানি দর্শক-

সমূহকে প্রদর্শন করিয়া বলিবে,—"দেখুন, মহানুভাব সকল! ঐ হাতা-খানিতে কোন পদার্থ বাঁধান বা বিমিশ্রিত করা নাই; ইহাতে দ্রব্যগুণের পরমাণু মাত্র অংশ নাই, আপনারা উত্তম করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" এই কথা বলিয়া অভিনেতা ঐ হাতাখানি ঐ কালিতে পরিপূর্ণ টবটিতে ডুবাইয়া এক হাতা পূর্ণ করিয়া কালি তুলিয়া লইবে। ঐ কালিটুকু অনন্তর একখানি রেকাব কিম্বা কাঁশীতে ঢালিয়া দিবে। তাহার পরে ঐ কালি পূর্ণ কাঁশিখানি হস্তে করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া দর্শকবর্গকে দেখাইয়া বলিবে,—"মহানুভাব সমূহ! আপনারা দেখুন, এই কাঁশীখানিতে ইহা প্রকৃত কালি কি না?" এই বলিয়া অভিনেতা একটী কাটি লইয়া উহার অগ্রভাগ ঐ কাঁশীস্থিত কালিতে ডুবাইয়া সকল দর্শককে দেখাইয়া বলিবে,—"দেখুন দিকি দর্শক মহোদয়নিচয়! ইহা ঠিক কালি কি না?" দর্শকবর্গ প্রত্যেকে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্থির করিবেন যে, উহা যথার্থই কালি বটে!

অনন্তর মায়া তত্ত্ব বিশারদ অভিনেতা উহা কালি সত্য সত্যই কি না আরও সুন্দররূপে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত দর্শকবর্গকে বলিবে,—"মহোদয়গণ! এবার আর একটী পন্থা আপনাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত অবলম্বন করিতেছি। এবারে আপনাদের উহা কালি বলিয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস হইবেই হইবে।" এই কথা বলিয়া অভিনেতা আস্ফালন ও ভঙ্গীর সহিত দর্শকবর্গকে বলিবে,—"মহোদয়গণ! আপনাদের মধ্য হইতে যে কোন এক মহাত্মা আমাকে একবার একখানি রুমাল প্রদান করুন। দেখিবেন, ইহা দ্বারাই সুপরীক্ষিত হইবে যে, ইহা প্রকৃতই কালি কি না।" অনন্তর দর্শকবর্গের মধ্য হইতে অবশ্যই এক ব্যক্তি তাঁহার একখানি রুমাল অভিনেতাকে অর্পিত করিবেন। ঐ রুমালখানিকে গ্রহণ করিয়া অভিনেতা উহার একটী কোণ মাত্র ঐ কাচময় টবস্থিত কালিতে ডুবাইয়া দিয়া তুলিয়া লইয়া দর্শকবর্গকে প্রদর্শন করিয়া কহিবে,—"দেখুন মহোদয় সকল, এই ভদ্রলোকটীর রুমালখানির এই কোণটী কালিতে কালি হইয়া গেল, কি করি, আপনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের নিমিত্তই এই অন্যায়

কর্ম্মটী করিলাম। যাহাই হউক, উহা ভাল করিয়া জলে ধৌত করিলেই কালি উহা হইতে উঠিয়া যাইবে।" এই বলিয়া অভিনেতা স্বীয় সহকারীকে ঐ রুমালের কোণটুকু ধৌত করিয়া আনিতে আদেশ করিবে। সে ব্যক্তি উহা তৎক্ষণাৎ অভিনেতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া উপস্থিত হইয়া যে দর্শকের রুমাল, উহা সেই দর্শকের হস্তেই প্রদান করিয়া চলিয়া যাইবে। দর্শক উহা প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলকে অবশ্যই দেখাইয়া বলিবেন ও চিন্তা করিবেন যে, আমার এই রুমাল-খানিতে আর একটুও কালির দাগ নাই, যেমন পূর্ব্বে পরিষ্কৃত ছিল এখনও তাহাই হইয়াছে। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা পূর্ব্বে যেমন শুষ্ক জলস্পর্শমাত্র শূন্য ছিল, অধুনা অবিকল তেমনই কি প্রকারে মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া আসিল?—ইহা অবলোকন করিয়া, দর্শক মহোদয় সকলকেই বিস্মিত ও অদ্ভুতং মগ্ন হইতে হইবে।

অনন্তর ঐন্দ্রজালিক অভিনেতা হাস্যের সহিত বহ্বাড়ম্বর করিয়া দর্শক-গণকে বলিবেন,—"দেখুন দর্শক মহোদয় সকল! এবার এই কাচময় টবের সমস্ত কালিটুকুকে একবারে অদ্ভুত ভোজবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক প্রভাবে সুনির্ম্মল ও স্বচ্ছ জলে পরিবর্ত্তিত করিতেছি। এবারে এই টবটীতে দেখিবেন এক টব সুপরিষ্কৃত জল কাণায় কাণায় ছাপাইয়া পড়িয়া টল্ টল্ করিতেছে।" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার অভিনেতা দর্শকবর্গকে বলিবে,—"মহাশয়গণ! এবার অনুকম্পা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতে যিনি হউন, তিনি তাঁহার একখানি রুমাল আমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষণের নিমিত্ত সমর্পণ করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই এক জন দর্শক তাঁহার স্বীয় রুমাল-খানি অভিনেতাকে অর্পিত করিবেন। অভিনেতা ঐ রুমালখানি গ্রহণ করিয়া উহা ঐ কালিপূর্ণ টবটীর উপরিভাগে সমগ্ররূপে আচ্ছাদিত করিয়া দর্শকবর্গকে কহিবে,—"দেখুন মহাশয়গণ! এইবারে মায়ামন্ত্র প্রভাবে এই টবের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত কালিটুকুকে একবারে সুপরিষ্কৃত জলে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলি।" দর্শকবর্গও সুতীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর সহিত কৌতুকী ও কুতূহলী হইয়া অবলোকন করিতে থাকিবেন।

অনন্তর অভিনেতা ঐ রুমালে আচ্ছাদিত কালি পূর্ণ টবটীর উপরে স্বীয় হস্ত রাখিয়া কতকগুলি বৃথা তাণমন্ত্র অনতি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকিবে। অনন্তর ঐ ভোজবিদ্যার মন্ত্রপাঠ করা শেষ হইলে অভিনেতা ঐ রুমালখানি ঐ কাচময় টবের উপরিভাগ হইতে তুলিয়া লইয়া যাঁহার রুমাল তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। অনন্তর দর্শকবর্গকে ঐ কাচময় টবটী প্রদর্শিত করিয়া স্বীয় বুজরুকী, কার্দানি ও কুহক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিবে—"দেখুন মহোদয় সকল! মায়া বিদ্যার ক্ষমতাতে এই কাচময় টবস্থিত সমুদায় কালীটুকু একবারেই সুন্দর সুবিমল স্বচ্ছ জলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই মায়া বিদ্যার শক্তি অতি অদ্ভুত ও সদ্যঃফলপ্রদ। ইহা প্রয়োগ করিলে ক্ষণেকের মধ্যে সকল প্রকার অমানুষিক কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিতে পারা যায়, এমন কি, দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন পর্য্যন্তও করা যাইতে পারা যায়।" দর্শকগণ বিশেষরূপে অনুসন্ধানের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত কালিই একবারে জল হইয়া গিয়াছে। অভিনেতার কোনরূপ ফাকিজুকি সিদ্ধান্ত আদি প্রয়োগ কোন প্রকারেই ধরিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তাঁহারা যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত, চমৎকৃত এবং অবাক্ হইয়া পড়িবেন।

তাহার পর অভিনেতা দর্শক সমূহের সমধিক বিস্ময় উৎপাদন করিবার নিমিত্ত আর একটী প্রক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ কতকগুলি সুবর্ণ মৎস্য আনয়ন করিবে। গুটিচারেক বা ছয়েক সুবর্ণ মৎস্য হইলেই যথেষ্ট হইবে। সুবর্ণ মৎস্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট এক জাতীয় মৎস্য। ইহা দেখিতে অবিকল সুবর্ণ নির্ম্মিত। ইহার গাত্রের বর্ণ ঘোর কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাভ ও চাকচিক্যশালী। ইহা চীন দেশোৎপন্ন একপ্রকার মৎস্য বলিয়া কথিত আছে। ইহার কানকো, ডানা ও পুচ্ছ দেশে দুই একটী শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু রেখাও অঙ্কিত করা আছে। তৎপরে ঐ সুবর্ণ মৎস্য কতিপয়টী ঐ কাচময় টবের জলের অভ্যন্তরে ছাড়িয়া দিবে। ছাড়িয়া দিবা মাত্রই ঐ সুবর্ণ মৎস্যগুলি কিল কিল করিয়া ঐ টবের মধ্যে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া সন্তরণ

করিতে থাকিবে, কখন টবের নিম্নভাগে অবরোহণ করিবে, কখন উপরিভাগে আরোহণ করিবে কখন বা উপরিভাগে উত্থিত হইয়া ভাসমান হইয়া থাকিবে। এইরূপে অতি মনোহর ভাবে সকরুণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। দর্শকবর্গ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই প্রফুল্ল হৃদয় ও কৌতুকান্বিত হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা আরও বিস্মিত হইবেন যে, অভিনেতা ত ইহার মধ্যে কোন রূপ প্রতারণা বা চাতুরীময় কৌশল অবলম্বন করিল না। আরও কোন রূপ পদার্থ বিদ্যা অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্রের অনুমোদিত কোন প্রক্রিয়াও পরিগৃহীত হইল না, এবং ঐ রুমালখানির ভিতর দিয়া বা টব হইতে উহা তুলিবার সময়ে উহার উপরিভাগ দিয়া কোন রূপ দ্রব্য অতি সংগোপনে মিশ্রিত করিয়া দিল না। তবে ঐ কালি কিরূপে জলে পরিণত হইল, ইহা অসামান্য ব্যাপার।

এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া কি রূপে সম্পাদিত হইল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য দর্শকবর্গের বাসনা যার পর নাই বলবতী হইবে। এই প্রক্রিয়া অতি সামান্য ও সহজ। অনায়াসেই একবার পাঠ করিলেই যে কোন ব্যক্তি ইহা সম্পাদিত করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ কাচময় টবে অভিনেতা যাহা কালি বলিয়া দর্শকবর্গকে প্রদর্শন করিয়াছিল বাস্তবিক তাহা কালি নহে। সত্য সত্যই সুপরিষ্কৃত জল। উহা কেবল দৃষ্টিভ্রমে নিপতিত হইয়া দর্শকবর্গের কালি বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। অভিনেতা ঐ টবস্থিত জলকে দর্শকবর্গের সম্মুখে যেরূপে কালি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছিল তাহা এই,—একটী কৃষ্ণবর্ণ রেশমী কাপড়ের আস্তরণ আনয়ন করিতে হইবে। ঐ আস্তরণটীর যেন তলদেশ ফাঁক থাকে, কোনরূপে সংযুক্ত থাকে না থাকে। ঐ রেশমী কাপড়ের আস্তরণটী ঐ কাচময় টবটীর চতুষ্পার্শ্বে উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সংবেষ্টিত করিয়া দিতে হইবে। ঐ আস্তরণটীর উপরিভাগের ধারটুকু চতুর্দ্দিকে ঐ টবের উপরিভাগের কিনারার সঙ্গে সমান করিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণের তার নির্ম্মিত বেষ্টন দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ জল পরিপূর্ণ কাচময়

টবকে ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেশমী কাপড়ের আস্তরণে আচ্ছাদিত দেখিয়া স্পষ্টরূপে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূর হইতে দর্শকবর্গের অবিকল কালি পূর্ণ টব বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবে। উহা এক টব কালি ভিন্ন দূর হইতে দর্শকবর্গের আর কিছুই বলিয়া বোধ হইবে না।

অনন্তর ঐ টবস্থিত সমুদায় কালি টুকুকে পরিষ্কৃত জলে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্বে যে দর্শকবর্গের মধ্যস্থিত একজনের নিকট হইতে রুমাল এক• খানি গ্রহণ করিয়া ঐ টবের উপরে সম্পূর্ণরূপে অভিনেতা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইবার সময়ে কুহকী পূর্ব্বোক্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ তারের বেষ্টনটী অঙ্গুলী দ্বারা সংগোপনে ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেশমীকাপড়ের আস্তরণ হইতে আলগা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে রুমাল আবরণের ভিতরে দিয়া সরাইয়া লইয়া টবের নিম্নদেশে খুলিয়া ফেলিয়া দিবে এবং ঐ রুমালের সহিত আবরিত ও তাহার মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঐ রেশমী কাপড়ের কৃষ্ণবর্ণ আস্তরণটী গুপ্তভাবে জড়াইয়া তুলিয়া লইবে। তাহার পরে যাঁহার রুমাল তাঁহাকে উহা প্রত্যর্পিত করিবার সময়ে ঐ রেশমী আস্তরণটী কৌশলক্রমে অতীব গোপনে ঐ রুমাল হইতে খুলিয়া লইয়া স্বীয় করতলের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে অবসর বুঝিয়া অভিনেতা উহা স্বীয় জামা বা কোর্ত্তার পকেটের ভিতরে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবে। অনন্তর দর্শকবর্গ ঐ রুমালখানি ঐ টব হইতে অভিনেতা তুলিয়া লইবামাত্র দেখিবেন যে ঐ কাচময় টবে আর এক বিন্দুও কালি নাই, কেবল সুস্বচ্ছ, সুবিমল জল কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া টল টল করিতেছে।

পরন্তু এস্থলে পাঠক মহোদয় অনুসন্ধান করিতে পারেন যে তাস, হাতা, কাঁশী ও রুমাল সংক্রান্ত ব্যাপারখানা কি হবে?—তাস-খানার নিম্নভাগ বেশ ঘন কালির দাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল কেন? হাতাতে দিব্য ঘন কালি টল্ টল করিতে করিতে উঠিয়া আসিল কেন? কাঁশীতে ঐ কালিটুকু ঢালিয়া দিবা মাত্র এক কাঁশী বেশ গাঢ় কালি কিরূপে হইয়া দাঁড়াইল? আর রুমালখানির কোণ টুকুই বা কেমন

করিয়া কালিময় হইয়া গেল? এর কারণ কি?—পাঠক মহাশয় একথা বলিতে পারেন বটে। এ অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি তাঁহাদিগের সহজেই জাগরিত হইবার কথা। কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ইহার শেষ ব্যাপার টুকু পাঠ করিলেই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন। সমুদায় বুজরুকীর নিগূঢ় মর্ম্ম তাঁহাদের নিকটে পরিস্ফুটরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

ঐ কালির দাগে অনুরঞ্জিত তাসখানি যথার্থই এই খেলিবার তাস বটে। উহাতে এই খেলিবার তাসের ন্যায় রঙ, ফোটা, গোলাম আদি যাহা থাকিবার প্রয়োজন, তাহা সকলই আছে। কিন্তু উহার ভিতরে একটু কৌশল নিহিত আছে। অর্থাৎ দুইখানি এক আকারের, এক রঙের ও এক ফোটার অথবা যদি প্রয়োজন হয়, তবে সাহেব বিবী গোলাম আদি চিত্রিত এক রকমের হওয়া চাই। ঐ দুইখানি তাসের মধ্যে একখানি বেশ পরিষ্কৃত থাকা চাই, আর একখানির অর্দ্ধ নিম্নভাগ পূর্ব্বে গোপনে কালি দিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। ঐ দুইখানি তাস উপরোপরি করিয়া এক সঙ্গে অভিনেতাকে অঙ্গুলির কৌশল দ্বারা দর্শকবর্গের সম্মুখে ধরিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে কালি পরীক্ষার জন্য যখন কেবল তাসখানি দর্শকদিগকে প্রদর্শিত করিতে হইবে, তখন ঐ পরিষ্কৃত তাসখানির সম্মুখ ভাগ উপরে থাকিবে ও তাহার নিম্নে ঐ কালির দাগ বিশিষ্ট তাসখানি গোপনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে হইবে, উহার পশ্চাদ্ ভাগ কেবল পশ্চাদ্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। দর্শকেরা দেখিয়া মনে করিবেন, উহা একখানি তাস মাত্র। অভিনেতা উহা ধরিয়া অঙ্গুলি দ্বারা উহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ ভাগ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দর্শকবর্গকে দেখাইবেন। দর্শকেরা দেখিয়া বুঝিবেন, উহার কোন পৃষ্ঠেই একটু মাত্র কালির দাগ নাই। তাঁহাদিগের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, অভিনেতা ঐ একত্র করা ঠিক একখানির আকারের সদৃশ ঐ দুইখানি তাস ঐ জলপূর্ণ কাচময় টবে অর্দ্ধেকখানি দর্শকবর্গের সম্মুখে ডুবাইয়া ধরিবে। তৎপরে মুহূর্ত্তের মধ্যে অতি গোপনভাবে অঙ্গুলি পরিচালনের সুকৌশলে সকলের

অগোচরে ঐ দুইখানি তাস উল্‌টাইয়া লইয়া একত্র করিয়া একখানি তাসের আকারের ন্যায় করিয়া লইতে হইবে। এমনতর ভাবে ঐ দুইখানি তাস এক করিয়া রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে, লুক্কায়িত করা পশ্চাদ্‌ভাগের তাসখানির অর্দ্ধেক ভাগ নিম্নদিকে কালির দাগ অঙ্কিত করা ছিল, সেই তাসখানি উপরিভাগে আনায়ন করিয়া রাখিবে এবং সেই পূর্ব্বের উপরিভাগের পরিষ্কৃত তাসখানি উল্টাইয়া পশ্চাদদিকে লইয়া রাখিবে। ঐ দুইখানি তাসের মধ্যে কালির দাগ বিশিষ্ট তাসখানির সম্মুখভাগ সম্মুখে থাকিবে এবং পরিষ্কৃত তাসখানির পশ্চাদ ভাগ পশ্চাদ্‌দিকে থাকিবে। এইরূপ কৌশল সম্পাদিত হইলে অভিনেতা একত্র করা দুইখানি তাস তুলিয়া লইয়া দর্শকবর্গকে প্রদর্শিত করিবেন। দর্শকসমূহ দেখিবেন যে, হাঁ, যথার্থই ঐ তাসখানির নিম্ন অর্দ্ধভাগে ঘন গভীর কালি লাগিয়াছে। তবেই ঐ কাচময় টবে যাহা আছে উহা সমুদায়ই কালি বটে, এইরূপে দর্শকবর্গের প্রতীতি উৎপাদিত হইবে।

অনন্তর হাতায় করিয়া কালি তুলিয়া লইয়া কাঁশীতে ঢালিয়া দিয়া ঠিক কালি বলিয়া দর্শকবর্গের বিশ্বাস উৎপন্ন করা ও অতি অনায়াসসাধ্য ও সহজ প্রণালী। ঐ হাতাটী টিনের প্রস্তুত হওয়া চাই। উহার হাতল অর্থাৎ বাঁট বা ধারণ দণ্ডটী ও ঐ ধাতুতে নির্ম্মিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং উহার সমস্ত টুকুই নিরেট না হয় অর্থাৎ যেন ফাঁপা থাকে। আর ঐ হাতার বাটীর আকারের ন্যায় গোলের সহিত উহার বাঁটটী যে স্থানে সংলগ্ন হইতেছে, অবিকল সেই স্থানে একটী অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই। ঐ ছিদ্রটী যেন হাতার গোলের দিকেই প্রবণ থাকে ও ঐ হাতার ফাঁপা ধারণ দণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের সহিত সংলগ্ন করা থাকে। ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্রটীকে দর্শকদিগের কাহারও এমত ক্ষমতা হইবে না যে, সহসা দর্শন করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক বহির্গত করেন এবং ঐ হাতার হাতলটীও যে ফাঁপা আছে, তাহাও কাহার সাধ্য হইবে না যে, কোন ক্রমে ঐ বাকিছুকি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ফেলেন। আবার ঐ ফাঁপা হাতার ধারণ দণ্ডটীর একদিকে অর্থাৎ উপরিভাগে ঐ রকমের একটী অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র

নির্ম্মিত করা থাকিবে। উহাও দর্শকবর্গ কখনই কোনক্রমে অনুসন্ধান করিয়া বহির্গত করিতে সক্ষম হইবেন না।

আর একটী কার্য্য এখানে অতি গোপনে সম্পাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ দুইটী ছিদ্রে অর্থাৎ হাতার বাটীর আকারের ন্যায় খোলের সহিত যেখানে হাতার হাতল সংলগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানের ছিদ্রটী এবং ঐ হাতলের উপরিভাগের ছিদ্রটী, এই দুইটী ছিদ্রে দুইটী পরিমাণ মাফিক ছিপি আঁটিয়া রাখা চাই। ঐ দুইটী ছিপি মমের কড়াইয়ের ন্যায় হইলেও হয়, কিম্বা কাগজের টিপের ন্যায় হইলেও হয়, অথবা কর্কের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বটিকার ন্যায় হইলেও হয়।

তাহার পরে ঐ হাতলের উপরিভাগের ছিদ্রটীর ছিপিটী খুলিয়া দিয়া পূর্ব্বে অতি গোপনে বেশ ভাল কালি ঐ ফাঁপা হাতলের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাতে ঐ ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে যখন দর্শকবর্গকে ঐ কাচময় টবের কালি পরীক্ষার জন্য হাতায় করিয়া তুলিয়া কাঁশীতে ঢালিয়া দেখাইতে হইবে, তখন ঐ কালি পূর্ণ ফাঁপা ধারণ দণ্ড বিশিষ্ট হাতাটী ঐ আপাততঃ প্রতীয়মান কালি পূর্ণ কাচময় টবটীতে ডুবাইয়া যেন এক হাতা পরিপূর্ণ কালি অভিনেতা তুলিয়া লইবেন। বাস্তবিক ঐ টব হইতে ঐ হাতাতে নির্ম্মল জল তখন উঠিল। ঐ জল এক হাতা পরিপূর্ণ না করিয়া লইয়া উহার অর্দ্ধেক ভাগমাত্র পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। ঐ অবকাশের মধ্যে অভিনেতা ঐ দুই দিকের দুইটী ছিদ্রের, অর্থাৎ হাতার ধারণ দণ্ডের উপরিভাগের ছিদ্রটীর ও নিম্নভাগের অর্থাৎ যেখানে হাতার বাটীর সহিত হাতল সংযুক্ত হইতেছে, সেই স্থানের ছিদ্রটীর দুইটী ছিপি, কড়াই বা টিপ, যাহাই থাকুক, তাহা অতি গোপনে নখ দ্বারা খুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ হাতার ফাঁপা হাতলের অভ্যন্তরস্থিত সমুদায় কালিটুকু নির্ব্বিঘ্নে অবাধে ঐ নিম্নদিকস্থ ছিদ্র পথ দিয়া সুড় সুড় করিয়া গোপনে বহির্নিঃসৃত হইয়া ঐ হাতার বাটীতে আসিয়া পড়িবে এবং ঐ হাতার বাটীস্থিত ঐ কাচময় টবের জলের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া যাইবে।

• এস্থানে ঐ হাতার হাতলের নিম্ন দিকের ছিদ্রের ছিপিটী কেবল খুলিয়া দিলেই হইত, তবে কেনই বা হাতার হাতলের উপরিভাগের ছিদ্রটীর ছিপিটী খুলিয়া দিতে হইল, এই কথা পাঠক মহোদয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বা ইহার অনুসন্ধানও লইতে পারেন। ইহার অর্থ এই যে প্রাকৃতিক নিয়মই হইতেছে, এক ফাঁপা নলের যদি দুই দিকের দুইটী ছিদ্রই বন্ধ করা থাকে, ও তাহার অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ থাকে, তবে এক দিকের মাত্র ছিদ্র খুলিয়া দিলে ঐ তরল পদার্থ বহির্নির্গত হইয়া পড়িবে না। অতএব দুই দিকের ছিদ্র দুইটীই খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দুইদিকে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই একদিক্ দিয়া অবলীলা ক্রমে নলের সমস্ত তরল পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকিবে। ঐইরূপে ঐ হাতার হাতলের অভ্যন্তর হইতে কালি গোপনে হাতার বাটীর মধ্যে আনয়ন করিয়া অভিনেতা দর্শকবর্গকে দেখাইয়া একখানি কাঁশীতে ঐ কালি ঢালিয়া দিবেন। দর্শকবর্গ কাঁশীর সমুদয় ভাগ কালিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে, যথার্থই ঐ কাচময় টবে পরিপূর্ণ এক টব কালি আছে।

তাহার পর রুমালের ব্যাপার পাঠকবর্গ অবগত হইতে অবশ্যই অভিলাষ করিবেন। তাঁহাদিগের কুতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করা যাইতেছে।

অভিনেতা আপনার ঐন্দ্রজালিক পরিচ্ছদের পকেটগুলির মধ্যে পূর্ব্বে খানকয়েক বিভিন্ন প্রকারের রুমাল গোপনভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবে। ঐ রুমালগুলির এক একটী কোণ পূর্ব্বে কালি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া রাখা চাই। অনন্তর দর্শকবর্গের মধ্য হইতে যে একজনের রুমাল একখানি অভিনেতা গ্রহণ করিবেন, ঠিক্ সেখানির মতন অবিকল আর একখানি রুমাল স্বীয় ঐন্দ্রজালিক পরিচ্ছদের জেবের মধ্য হইতে অতি গোপনে কৌশল সহকারে বহির্গত করিয়া লইয়া আপনার নিকটে রাখিবে এবং দর্শকের রুমালখানি ফিকির করিয়া সহকারী কুহকীকে গোপনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবার জন্য প্রদান করিবে। তাহা হইলে অভিনেতার সমীপে যে রুমালখানি রহিল, তাহার অবশ্যই এক কোণ কালির দাগ বিশিষ্ট

থাকিবে। ঐখানি অতীব নিপুণতার সহিত গ্রহণ পুরঃসর অভিনেতা ঐ কাচময় টবের আপাততঃ কালিরূপে প্রতীয়মান জলের ভিতরে উহার সেই কালিতে রঞ্জিত কোণটী যতদূর পরিমাণ আবশ্যক ততদূর পর্য্যন্ত মগ্ন করিবে। অনন্তর উহা টব হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক চারি প্রান্ত ধারণ করতঃ বিস্তৃত করিয়া দর্শকবর্গকে প্রদর্শিত করিবে। দর্শকবর্গ যথার্থই দেখিবেন যে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে যে একজনের যে একখানি রুমাল অভিনেতা লইয়াছিল সেই রুমালখানিরই এক কোণ ঐ টবের কালিতে আর্দ্র করিয়া অভিনেতা দেখাইতেছে। যে দর্শকের রুমালখানি অভিনেতা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দর্শক পর্য্যন্তও দৃষ্টিভ্রমে নিপতিত হইয়া কদাপিও ঠাওর পাইবেন না যে, ঐ রুমালখানি তাঁহার নয়। তিনিও বিবেচনা করিবেন যে, তাঁহার রুমালখানিরই একটী খুঁট ঐ টবের কালিতে ভিজান হইয়াছে।

অনন্তর অভিনেতা ঐ দর্শকের রুমালখানি তাঁহাকে প্রত্যর্পিত করিবার উপায় অবশেষে দেখিতে থাকিবেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার সহকারীকে ঐ কাচময় টবস্থিত কল্পিত কালিতে আর্দ্র করা রুমালখানির কোণটী পরিষ্কৃত জলদ্বারা ধৌত করিয়া আনিতে আদেশ করিবেন। সহকারীও অভিনেতার হস্ত হইতে ঐ কালির দাগ বিশিষ্ট রুমালখানি গ্রহণ করিয়া রঙ্গ গৃহে প্রবেশ করিবেন। অনন্তর এক মুহূর্ত্ত হইতে না হইতেই অমনি রঙ্গগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই দর্শকের যে প্রকৃত রুমালখানি, তাহাই সেই দর্শকের হস্তে পুনর্ব্বার অর্পিত করিবেন। দর্শক মহাশয় তাহা প্রাপ্ত হইয়া দেখিবেন যে, উহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই সেই রুমাল বটে। এক্ষণে উহা পূর্ব্বের ন্যায় যেমন শুকন, তেমনই শুকন অবস্থাতেই তাঁহার হস্তে পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এক বিন্দুমাত্রও উহার কোণে কালির দাগ লাগিয়া নাই।

এইরূপে অভিনেতা এই কালি হইতে জলে পরিবর্ত্ত করা কুহক প্রক্রিয়া কেবল কৌশল, দৃষ্টি ভ্রম উৎপাদন ও নানাবিধ বহ্বাড়ম্বর প্রকাশ দ্বারা সমাপন করিয়া অন্য মায়া ক্রীড়াপ্রদর্শন দ্বারা দর্শকবর্গের লোচন

দুগণের পুনর্ব্বার তৃপ্তি সম্পাদনে করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা পরতন্ত্র হইবেন। পাঠক মহোদয়! বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন ত, এবম্বিধ ভোজবাজীতে দ্রব্যগুণ কৌশল ও মন্ত্র প্রয়োগ, এই ত্রিবিধ কাণ্ডের মধ্যে কোন্‌টী বিশেষ প্রয়োজনীয়, কার্য্যকর এবং ফলোপধায়ক? পাঠক মহাশয় বুঝিতে অবশ্য পারিবেন যে কৌশলই ইহার মধ্যে প্রধান কার্য্যের উপযোগী; তাহার পরেই হইল দ্রব্যগুণ, মায়াবিদ্যা সাধনের পক্ষে উপযুক্ত। আর মন্ত্রবল, সে কিছুই নয়, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর ও মিথ্যা। কেবল দর্শকবর্গকে ভ্রান্ত করিবার এবং অভিনেতার বা সহকারীর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সময় গ্রহণ করিবার পন্থা মাত্র। উহা দ্বারা কেবল মায়াবিদ্যার বুজরুকী সুদৃঢ়রূপে আঁটা থাকে। উহাতে বাস্তবিক অন্য কোন প্রয়োজন সংসাধন হয় না।

মায়া প্রজাবতীর ক্রীড়া।

এই মায়া প্রজাবতীর ক্রীড়া প্রক্রিয়া যার পর নাই আনন্দাবহ ও বিস্ময়প্রদ। ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক সুকৌশল দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা নিম্নলিখিত প্রকার উপায় পরিগ্রহ করিলেই অতি অনায়াসেই নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

প্রথমে কুহক তত্ত্ববেত্তা সুনিপুণ অভিনেতা একখানি তালবৃন্ত অর্থাৎ পাখা আনায়ন করিবে। তাহার পরে এক এক যোড়া বাদলা বা জরির কাপড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া অবিকল প্রজাবতীর আকারে অতি মনোহর রূপে কাটিয়া প্রস্তুত করতঃ আনিতে হইবে। ঐ বাদলা বা জরির কাপড়ের টুকরাগুলি এমন রূপ বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন উহা ঠিক নানাবিধ রঙে চিত্রিত পক্ষ প্রজাপতীর ন্যায় দেখিতে হয়। দর্শকবর্গ দেখিয়াই যেন বুঝিতে পারেন, ঐগুলি যথার্থই জীবিত প্রজাবতী।

অনন্তর মায়াবিদ্যাভিজ্ঞ অভিনেতা এই সকল বাদলা বা জরীর

কাপড়ে নির্ম্মিত প্রজাবতীগুলিকে আপনার করতলে গ্রহণ পুরঃসর ঐ তালবৃন্তখানি দ্বারা মৃদুলরূপে উহাদিগের উপরে বীজন করিবে। ঐরূপে ঐ বাদলা বা জরির কাপড়ের নির্ম্মিত প্রজাবতীগুলি ঐ ব্যজন সম্ভূত বায়ুর প্রবাহ প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পক্ষযুগল সঞ্চালিত করিতে করিতে মনোহর নৃত্যের সহিত উড়িতে থাকিবে। ঐ কুহকময় প্রজাবতীগুলি নানাবিধ ভঙ্গীর সহিত রমণীয় রূপে উড়িতে উড়িতে কখন এ পার্শ্বে কখন ও পার্শ্বে যাইতে থাকিবে, এইরূপে উড়িয়া উড়িয়া ক্রমশঃ অভিনেতার মস্তকের উপরে উঠিতে থাকিবে। তখনও অভিনেতা সেই প্রজাবতীগুলির উপরে মৃদুল মৃদুলভাবে ঐ পাখাখানি দ্বারা বাতাস করিতে থাকিবে। অমনি প্রজাবতীগুলিও অতিশয় চিত্তহর রূপে নাচিয়া নাচিয়া উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে থাকিবে, তাহারা কখন দ্রুত গতিতে যাইবে, কখন মন্দ গতি অবলম্বন করিয়া উড়িতে থাকিবে, কখন উপরে উঠিবে, কখন নিম্নভাগে নামিতে থাকিবে, কখন সম্মুখ ভাগে যাইবে, কখন বা পশ্চাদ ভাগে আগমন করিতে থাকিবে। এইরূপে ঐ প্রজাবতীগুলি কখন বা উর্দ্ধে আরোহণ, কখন বা নিম্নে অবরোহণ করিতে করিতে কখন দ্রুত কখন বা বিলম্বিত গতি অবলম্বন করিয়া, রঙ্গ গৃহের প্রাচীরের গায়ে গায়ে ধারে ধারে উড়িতে থাকিবে, আবার তাহারা কখন বা দর্শকবর্গের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির মস্তকের উপরিভাগে কাহারও বা উত্তরীয় প্রান্তে, কাহারও বা স্কন্ধদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে, কাহার জামার পার্শ্বে কাহারও বা পশ্চাদদিকে, কাহারও বা পুরোভাগে, কাহারও বা বাম পার্শ্বে, কাহারও বা দক্ষিণ ভাগে উড়িয়া যাইয়া মনোরম ভাবে নৃত্য করিতে থাকিবে। এইরূপে অভিনেতা তাঁহার অভিলাষ অনুসারে ঐ প্রজাবতীগুলিকে উড্ডীন ও সঞ্চালিত করিতে থাকিবে।

এই স্থলে দর্শকবর্গের মধ্যে যে দর্শক মহোদয় খুব মনঃসংযোগের সহিত ঐ প্রজাবতী যুগলের উড্ডীন ও নৃত্য ক্রীড়া দর্শন করিতেছেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে, বাস্তবিক ঐ প্রজাবতী যোড়াটী যতই কেন উড়িয়া

উড়িয়া উচ্চে উঠিতে থাকুক, অথবা উড়িয়া উড়িয়া নিম্নেই নামিতে থাকুক, কিন্তু উহারা পরস্পরে কখনই অধিক দূরে যাইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া উড়িতেছে না, দুটী পরস্পর প্রায় এক হইয়াই উড়িতেছে। ইহারা যদিও পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, তাহা অধিক দূর নহে, দুই ফুটের মধ্যে থাকিয়াই নাচিতে থাকে। আবার যদি ঐ প্রজাবতীমিথুন পরস্পর খুব নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাও অধিক নিকট নহে, ৫ পাঁচ ৭ সাত ইঞ্চের মধ্যেই থাকিয়া উড়িতে থাকে। ঐ প্রজাবতী যোড়াটী কখনই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতেছে না।

তখন দর্শকমহোদয় আপনাআপনিই মনে মনে সিদ্ধান্ত করিবেন যে, অভিনেতা অসাধারণ কুহকময় কৌশল বা অত্যাশ্চর্য্য মায়ামন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা এই অদ্ভুত কাণ্ড নির্ব্বাহিত করিতেছেন। পরন্তু অভিনেতাকে এই প্রজাবতী যোড়াটীকে পরস্পর আর অধিক দূরবর্ত্তী করিয়া উড়াইতে হইলে তাঁহার আরও অধিক মায়ানিপুণতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। দর্শকবর্গ যার-পর-নাই মুগ্ধ, বিস্মিত, কৌতুকাবিষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত হইতে থাকিবেন। তাঁহারা আরও মনে করিতে থাকিবেন যে, এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সহজে বা অতি সামান্য উপায় অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইতেছে না। ইহাতে অবশ্যই কোন অমানুষিক কাণ্ড আছেই আছে। কোন ঔপদৈবিক ভাব না থাকিলে কখনই এরূপ সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, দেখাই যাউক না কেন, আর কতদূর ক্রীড়ার সীমা, ইহা কতদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

এই ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিবার প্রধান কৌশল প্রকৃতরূপে এস্থলে বিবৃত হইতেছে,—

ঐ বাদলার বা জরীর কাগজের প্রস্তুত করা প্রজাবতী যোড়াটীকে অভিনেতা পূর্ব্বে অতি সংগোপনে একগাছী অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণের রেসমী সূত্র দ্বারা পরস্পরে বিনিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ রেসমী সূত্রগাছী যেন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত করা হয়, তা না হইলে ঐ মায়াবুজরুকী দর্শকবর্গের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণবর্ণের রেসমী সূত্র হইলেই দর্শকবর্গ কখনই

সহসা উহা লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিতে পাইবেন না। কথনই তাঁহারা কোনক্রমে উহার মধ্যে যে কি গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত আছে, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই প্রক্রিয়া রজনীভাগে করাই কর্ত্তব্য। রাত্রিযোগে হইলেই দর্শকবর্গের দৃষ্টিভ্রম অতি অনায়াসেই উৎপাদিত করিতে পারা যায়। যামিনীযোগই নানাবিধ কৌশলময় কুহকক্রীড়া প্রদর্শনের প্রকৃত সময়। দিবসের বেলায় মায়াক্রীড়া প্রদর্শিত করিবার সুবিধা তত হয় না।

এক্ষণে অভিনেতা যে কৃষ্ণবর্ণ রেসমী সূত্রদ্বারা ঐ প্রজাবতী যোড়াটীকে বিনিবদ্ধ করিবেন, তাহা যেন দীর্ঘে দুই ফুটমাত্র পরিমিত হয়। দুই ফুট পরিমিত রেসমীসূত্র হইলেই যথেষ্ট হইবে। দুই ফুটের অধিক হইলে, প্রজাবতীদিগকে ঐ ঐন্দ্রজালিক তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিয়া অভিনেতা কথনই তাঁহার অভিলাষ অনুযায়ী উড়াইতে বা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে কিম্বা ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে আরূঢ় বা অবরূঢ় করিতে, অথবা এপার্শ্বে ওপার্শ্বে আবর্ত্তিত করিতে অনায়াসে সক্ষম হইবেন না। এতন্নিবন্ধন ঐ রেসম সূত্রগাছী দুই ফুটের অনধিক হওয়াই আবশ্যক; নতুবা উহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া তালবৃন্তের বায়ু প্রবাহের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যাইয়া আর উড়িতে সক্ষম হইবে না। অতএব উহাদিগকে যত পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিয়া রাখিতে পারা যায়, ততই উহাদিগকে সুন্দররূপে বায়ুপ্রবাহ প্রয়োগ দ্বারা উড্ডীন করাইতে সমর্থ হওয়া যায়। এই কৌশল দর্শকমহোদয়বর্গের মধ্যে কেহ কথনই অবগত হইতে পারিবেন না।

তাহার পর এই কুহক-প্রজাবতী ক্রীড়া প্রদর্শনের মধ্যে অবশিষ্ট ক্রিয়া কেবল হস্তকৌশলমূলক বলিতে হইবে; কেবল এপার্শ্বে ওপার্শ্বে অতীব দক্ষতার সহিত তালবৃন্ত বীজন করাই ইহার মূল নিগূঢ় ব্যাপার। ইহা অতি সহজেই সম্পাদিত করা যায়। যিনি ইহার কৌশল একবার মাত্র অবগত হইয়া সুপটুতার সহিত এই কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন, তিনিই ইহা যার-পর-নাই সামান্য ব্যাপার বলিয়া বুঝিতেও পারিয়াছেন। তবে যাঁহারা ইহা অবগত নহেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, না জানি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ও অদ্ভুত কাণ্ড ইহার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত আছে।

বাদলা বা জরীর কাপড় অতি হালকা ও লঘু। ইহা সামান্য মাত্র বাতাস প্রাপ্ত হইলেই আপনাআপনিই উড্ডীন হইতে থাকে। আর অভিনেতা উহা দ্বারা এমন কৌশলে ও সুন্দররূপে প্রজাবতী যোড়াটী প্রস্তুত করিবেন যে, উহাতে সামান্যমাত্র বায়ুর অভিঘাত প্রাপ্ত হইলেই, উহাতে বায়ু আটকাইয়া থাকিবে এবং উহা অনায়াসেই উড়িতে থাকিবে। বাদলা বা জরীর কাপড়কে গোটাও সচরাচর বলা গিয়া থাকে। গোটা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সোণালী ও রূপালীর গোটাই বিশেষ প্রচলিত। স্বর্ণসূত্রে নির্ম্মিত গোটাকে সোণালীর গোটা এবং রৌপ্যসূত্র প্রস্তুত গোটাকে রূপালীর গোটা কহা গিয়া থাকে। ইহা চাকচিক্যশালী, মসৃণ ও উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট; এজন্যই ইহাকে কখন কখন জলজলাও বলাগিয়া থাকে।

এই ঐন্দ্রজালিক প্রজাবতীর উড়নক্রীড়া রজনীযোগে প্রদর্শন করাই কুহকীর পক্ষে সুবিধাজনক এবং কর্ত্তব্য। যামিনীতে দর্শকবর্গের দৃষ্টিভ্রম অনায়াসেই উৎপাদিত করিতে পারা যায়। যামিনীযোগ অবলম্বন করিয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করাই অভিনেতার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কল্প। ইহাতে অনায়াসেই সকলপ্রকার কৌশল ও গোপনীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

কোন কোন অভিনেতা এই মায়াপ্রজাবতী উড্ডীন করা ক্রীড়া অন্যপ্রকার প্রণালী পরিগ্রহপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন। অভিনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই ঐ প্রজাবতী যোড়াটীর পরস্পর বদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ রেসমী সূত্রগাছীর মধ্যভাগে আর একগাছী কৃষ্ণবর্ণ রেসমীসূত্র বদ্ধ করিয়া তাহার প্রান্তভাগটী তাঁহাদের কোর্ত্তা বা জামার কোন একটী বোতামের সহিত উত্তমরূপে বিনিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহা দর্শকবর্গের মধ্যে কেহই অত্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াও ধরিতে বা অবগত হইতে সমর্থ হয়েন না। এরূপে বোতামের সহিত ঐ প্রজাবতী যোড়াটীর বদ্ধ সূত্রগাছী অভিনেতা বাঁধিয়া রাখিলে, এই কুহকক্রীড়া প্রদর্শন করিতে যার-পর-নাই সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ প্রজাবতী যোড়াটী তাহা হইলে আর অভিনেতার তালবৃন্তের বায়ুপ্রবাহের

সীমা অতিক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারিবে না। এ প্রজাবতী যোড়াটী অভি-নেতার নিকটে নিকটে থাকিয়া অনবরত তালবৃন্তের বায়ু প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাগত অবিশ্রান্তবেগে ইতস্ততঃ উড্ডীন, পরিধাবিত ও সঞ্চালিত হইতে থাকিবে। বায়ুপ্রবাহ না প্রাপ্ত হইলে এ মায়াপ্রজাবতী যোড়াটী এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত ও সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়া উড়িবার ক্ষমতা পরিচ্যুত হইয়া দর্শকবর্গের নিকটে অভিনেতাকে অপ্রতিভ করিবে। রজনীযোগে এই কুহকক্রীড়া প্রদর্শন হওয়ায় যার-পর-নাই আশ্চর্য্য ও মনোহর হইয়া থাকে।

এই মায়া প্রজাবতী যোড়াটী বাদলা বা জরীর কাপড় দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ বাদলা বা জরীর কাপড়কে না কাটিয়া অর্থাৎ ছিঁড়িয়া লইতে হইবে। ছিঁড়িয়া লইলেই উহা সুবিধাজনক হয়। এই বাদলা বা জরীর কাপড়টী অবিকল প্রজাবতীর আকার করিয়া ছিঁড়িয়া লইতে হইবে। ঐ বাদলার প্রজাবতীগুলি পরিমাণে দুই দুই বর্গ ইঞ্চ করিয়া হইলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার কম যেন না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রজাবতী-গুলিতে বায়ু উত্তমরূপে আটকাইতে পারিবে না। সুতরাং এ মায়া প্রজাবতীগুলিও অভিনেতার অভিলাষ অনুসারে ইতস্ততঃ উড়িতে, সঞ্চালিত হইতে, এপার্শ্ব ওপার্শ্ব করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে, উর্দ্ধভাগে উত্থিত হইতে এবং নিম্নদেশে অবরোহণ করিতে অক্ষম হইবে না। অতএব দুই দুই বর্গ ইঞ্চ পরিমিত করিয়া প্রজাবতীগুলি প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। ইহার অধিক বিস্তৃত করিলে, অভিনেতা এ ঐন্দ্রজালিক প্রজাবতীগুলিকে আপ-নার আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারিবেন না। উহারা ঈষৎমাত্র বাতাস না প্রাপ্ত হইতে হইতেই অভিনেতার অনায়ত্তরূপে অস্থিরভাবে অনিয়মে উড়িতে থাকিবে। অতএব ঐ মায়া প্রজাবতীগুলিকে দুইবর্গ ইঞ্চ পরিমিত বিস্তারবিশিষ্ট করিলেই উৎকৃষ্টরূপে এই কুহক মায়া প্রক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইবে।

ঐন্দ্রজালিক পিস্তলের গুলি।

এই ইন্দ্রজালময় পিস্তলের গুলিকা নিক্ষেপ প্রক্রিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যজনক ও কৌতুকাবহ। ইহা একটী সাধারণ নিয়ম বলিতে হইবে যে, যে কোন মনুষ্যের উপরেই হউক লক্ষ্য করিয়া কোন একটী পিস্তল ছুড়িতে উদ্যত হইলে, সেই মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ভীত, ত্রস্ত, চকিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিপতিত হইয়া সেই পিস্তলধারী ব্যক্তিকে পিস্তল ছুড়িতে নিষেধ করিবে, বা স্বয়ং পলাইয়া যাইবে কিম্বা জ্ঞানশূন্য হইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তের ন্যায় ধাবমান হইবে। বাস্তবিক এক সামান্যরূপ ক্ষীণশিরা পীড়িত ব্যক্তি সহসা তাহার ১০ দশ পদ দূরবর্ত্তী কোন ব্যক্তির হস্তস্থিত একটী বারুদ ও গুলি পূর্ণ ক্যাপ চড়ান্ ও ঘোঁড়া তোলা পিস্তলের চুঙীর মুখটীকে অবিকল তাঁহার অভিমুখে স্পষ্টরূপে লক্ষ্যবদ্ধ করা সন্দর্শন করিবামাত্রই শীহরিয়া উঠিবে এবং তাহার গাত্র লোমাঞ্চিত ও সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইতে থাকিবে। এরূপ অবস্থা সাধারণ লোক মাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। পরন্তু মায়াতত্ত্ববিৎ অভিনেতার কদাপি ঈদৃশী অবস্থা সংঘটিত হয় না। সে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই এবম্বিধ পিস্তল ছোড়ার লক্ষ্যবিষয়িণী ক্রীড়াতে অভ্যস্ত প্রস্তুত ও সুকৌশলী হইয়া আছেন। তাঁহার এই প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় নিস্তেজতা ও ধামনিক ক্ষীণতা কখনই কার্য্যকালে সমুদ্ভূত হইবে না। অভিনেতা অনায়াসে অকুতোভয়ে ও অবলীলাক্রমে তাঁহার দিকে লক্ষ্য করা ছুড়িতে উদ্যত এমন কোন বারুদগুলি পূর্ণ পিস্তলের অভিমুখীন হইয়া সপ্রস্তুতরূপে এবং দৃঢ়তা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত দণ্ডায়মান হইতে অবশ্যই সক্ষম হইবেন। যেমন ক্রিকেট (cricket) খেলাতে এক ব্যক্তি বল (ball) ছুড়িলে, অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ তাহার প্রতিক্রীড়ক তাহা অনায়াসে অবলীলাক্রমে তাহার বিপরীত পার্শ্ব হইতে লুফিয়া লয়, তেমনি অভিনেতার সহকারী ব্যক্তি এক দিক হইতে একটী গুলি পরিপূর্ণ পিস্তল ছুড়িলে, অমনি তৎক্ষণাৎ অভিনেতা তাহার ঠিক অন্যদিক হইতে ঐ পিস্তল হইতে বহি-

নির্গত ও তাহার অভিমুখে প্রবলবেগে সমাগত গুলিটাকে অতি সহজে ও সপ্রতিভভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এস্থলে দর্শক মহোদয়নিচয় কখনই ঠাওর করিতে পারিবেন না যে, এই সহকারীর পিস্তল ছোড়া এবং অভিনেতার তন্নিঃসৃত গুলিকা ধারণ করা প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে কোন দৃষ্টিভ্রান্তি সমুৎপাদনকারী প্রতারণাজালময় কৌশল বা ফিকির বিনিগূহিত আছে কি না? তাঁহারা কখনই ধরিতে সক্ষম হইবেন না যে, ঐ পিস্তল যথার্থ পিস্তলই নহে, অথবা বারুদ গুলি ক্যাপ আদি সব কৃত্রিম; ইহা তাঁহাদিগের কদাপিই জ্ঞানগম্য হইবেই না, ইহা তাঁহাদিগের বোধ শক্তির অগোচর হইয়া বাস্তবিকই থাকিবে। তাঁহারা অবলোকন করিবেন যে, ঐ সহকারীর হস্তস্থিত পিস্তলটী যথার্থই একটী বিলাতের প্রকৃত পিস্তল। ঐ বারুদটুকু প্রকৃতই বারুদ। উহার একটুকুতেও কৃত্রিমতা নাই। ঐ গুলিটীকে তাঁহারা দেখিবেন যে, প্রকৃত পক্ষেই উহা একটী সীশায় নির্ম্মিত গুলিকা।

তখন দর্শক মহোদয়দিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি নিঃসংকোচে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ঐ পিস্তলটী ও ঐ বারুদ স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন এবং একটী সীসার নির্ম্মিত গুলিকা বাছিয়া ও পছন্দ করিয়া লইবেন। বিশেষতঃ তিনি ঐ গুলিটীতে স্বহস্তে কোনরূপ স্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী ছুটী একটী চিহ্ন কাটিয়াও দিতে পারিবেন। অনন্তর সেই দর্শক মহাশয় ঐ গৃহীত পিস্তলটীতে পরিমিতরূপ বারুদ পরিপূরিত করিয়া, তাহাতে ঐ চিহ্নিত গুলিটীও প্রদান করিয়া গাদনকাটী দ্বারা যথারীতি ঐ পিস্তলটী গাদিয়া লইবেন। তাহার পরে ঐ পিস্তলটীর ঢাকের ঘরে বারুদ প্রদান করিয়া তাহার উপরে একটী ক্যাপ চড়াইয়া দিয়া ঘোড়া তুলিয়া দিবেন।

তখন অন্য একজন দর্শক, দর্শকবর্গের মধ্য হইতে আগমন পূর্ব্বক ঐ গুলিপূর্ণ পিস্তলটী স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। পাঠক মহাভাগ এক্ষণে বিবেচনা করিতে পারেন, এই দর্শক মহাশয়ের ঐ মায়াবিৎ অভিনেতার সহিত কোন সম্বন্ধ বা স্বার্থই নাই। দর্শক মহাশয় ঐ পিস্তলটী গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া নিঃসন্দেহে স্বাধীনভাবে ছুড়িয়া ফেলিবেন। অভিনেতাও

কিঞ্চিৎ দূরে ঐ পিস্তলের লক্ষ্যের অভিমুখে সপ্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। ঐ পিস্তলটী ছুড়িবামাত্রই উহা হইতে ধূমমালা উদ্গত হইয়া উঠিবে এবং উৎকট আওয়াজের সহিত গুলিকাও অতি তীব্রবেগে বহির্নির্গত হইয়া যাইবে। দর্শক মহোদয়বর্গ অতি আশ্চর্য্য হইয়া সন্দর্শন করিবেন যে, ঐ পিস্তলের উদ্গত ধূমমালা বায়ু প্রবাহে নীত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া পাতলা হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য না হইতে হইতেই সেই প্রথম দর্শক কর্ত্তৃক চিহ্নিত গুলিকাটী পিস্তল হইতে বহির্গত হইয়া অবিকল অভিনেতার দুই দন্তপাটীর মধ্যগত হইয়া অবস্থান করতঃ তাহার বদনমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

দর্শক মহোদয় সকল অবাক্, আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইয়া ভাবিবেন যে, পিস্তল হইতে অবিকল সেই চিহ্নিত গুলিটী কি করিয়া কি কৌশলে কোন্ উপায়ে অভিনেতার দুই দন্তপাটির মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিল? পিস্তল ছুড়িয়া মাত্রই অমনি কেমন করিয়া অভিনেতা ঐ চিহ্নিত গুলিটী আপনার দন্তে করিয়া দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফেলিলেন, ইহা অতি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার, না জানি কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই ইহার ভিতরে আছে! অভিনেতাও যেমন তেমনিই দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার একগাছি কেশও স্থান ভ্রষ্ট হইয়া যায় নাই। তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিয়াছেন; পূর্ব্বের ন্যায় যেমন তেমনই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

এই ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার কার্য্য ত এইরূপে সম্পাদিত হইতে সকলেই দেখিলেন। অধুনা ইহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইল, উহার কারণই বা কি? উহাতে কি প্রকার কৌশল ও নিপুণতা নিহিত আছে? এই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে দর্শক মাত্রেরই বোধ হইতেছে, ইচ্ছা ও কুতূহল ক্রমশঃ যার পর নাই সংবর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে এই অতীব গোপনীয় তত্বটী পাঠক মহোদয়গণের অবগতির নিমিত্ত সুব্যাখ্যাত হইতেছে,—

এই ঐন্দ্রজালিক পিস্তলটী, যথার্থই সচরাচর যেরূপ পিস্তল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা সেই প্রকারেরই একটী পিস্তল মাত্র। উহাতে কোন

প্রকার বিভিন্নতাই নাই। কেবল ইহার গুলিকা কয়টীতেই কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। ঐ গুলিকা সকল পিস্তলের রন্ধ্রের পরিমাণ অপেক্ষা দুই গুণ ক্ষুদ্র হওয়া চাই। পিস্তলের গাদন কাটীটী একটা কাষ্ঠময় অথবা ধাতুময় নিরেট শলাকার আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া চাই। ঐ গাদন কাটীটীর দুটী প্রান্তভাগ ক্রমশঃ একটু সরু হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। এই কুহক পিস্তল ক্রীড়ার মূল গোপনীয় তত্ত্ব একটী আছে। সেই অতীব গোপনীয় কাণ্ডটী আর কিছুই নয়, কেবল একটী ক্ষুদ্র ও অল্প পরিসর বিশিষ্ট চুঙীর ব্যবহার মাত্র। সেই চুঙীটী ধাতুময় অবশ্যই হইবে, বলা বাহুল্য। এই গোপনীয় ধাতুময় চুঙীটীর দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ইঞ্চি হইবে। পাঠক মহোদয় বুঝিতেই পারিতেছেন যে, চুঙী অবশ্য ফাঁপাই হইয়া থাকে। এস্থলে এচুঙীটীর সমস্ত ফাঁপাই বটে; পরন্তু ইহার দুই প্রান্ত খোলা থাকিবে না, অর্থাৎ এক প্রান্ত খোলা থাকিবে এবং অপর প্রান্ত দৃঢ়রূপে ধাতু দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে। এই চুঙীটীকে এমন আকার বিশিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে যে, ইহা অনায়াসে ও অবহেলাক্রমে ঐ পিস্তলের চোঙের অভ্যন্তরে অতি আল্‌গা ভাবে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। কেবল এইরূপ হইলেই যে হইল, তাহা নহে। এই চুঙীটী পূর্ব্ব কথিত গাদন কাটীর উভয় প্রান্তভাগের যে কোন প্রান্তে বেশ্ উপযোগিরূপে বসিতে পারে, এইরূপ কৌশল পূর্ব্ব হইতে অবলম্বিত হইয়া থাকিলেই ভাল। এই ক্ষুদ্র চুঙীটী যেন মায়াবিদ্যাভিজ্ঞ অভিনেতার কুহক পরিচ্ছদের অর্থাৎ জামার দক্ষিণদিকের জেবের অভ্যন্তরে লুকায়িত করিয়া রাখা থাকে। এমন সুকৌশল করিয়া রাখা চাই যেন, কার্য্যকালে ঐ চুঙীটীর প্রয়োজন হইলেই অমনি দর্শকবর্গের অগোচরে অভিনেতা স্বীয় অভিলাষ সম্পাদিত করিয়া লইতে পারেন। আর অভিনেতাকে তাঁহার কুহক জামার বামদিকের পকেটের মধ্যে ঐরূপে একটী গুলিকা রাখিবার অতি ক্ষুদ্র পাত্র অর্থাৎ ব্যাগ্ গোপন করিয়া রাখিতে হইবে।

পাঠক মহোদয় এইবারে মনঃসন্নিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করুন, কি গোপনীয় ব্যাপারখানা এর ভিতরে রহিয়াছে। দর্শক মহোদয়বর্গ

বিবেচনা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য ও মহাদ্ভুত ভেল্‌কী বাজী, যাহার সাহায্যে ঈদৃশ অমানুষিক ও অসাধারণ ব্যাপারও সংসাধিত হইয়া থাকে। এইবারে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা যাইতেছে।

এস্থলে প্রথমে কুহক তত্ত্ববেত্তা সুনিপুণ অভিনেতা দর্শক মহোদয়বর্গের পুরোভাগে এক হস্তে ঐ মায়াপিস্তলটী এবং অপর হস্তে তাহার গাদিন দণ্ডটী ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলীর মধ্যভাগে সুকৌশল পূর্ব্বক অতি অল্প পরিমাণে বারুদের একটী পুঁটলী লুকায়িত করিয়া রাখিবেন। এই ব্যাপার দর্শক মহোদয়বর্গের মধ্যে কেহই যেন ঘুণাক্ষরে অবগত হইতে না পারেন। এই বারুদের পুঁটলীটী একখণ্ড অতি পাতলা কাগজ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এই পুঁটলীটীকে পাঠক মহোদয় টোটা শব্দে আপাততঃ বুঝিবার সুগমতার নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারেন।

অভিনেতা রঙ্গক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শক মহোদয় বর্গকে ঐ পিস্তল ও গাদন শলাকাটীকে পরীক্ষিত করিবার জন্য একবার প্রদান করিবেন। যখন এই দুইটী দ্রব্য সুপরীক্ষিত হইতেছে, তখন তিনি দর্শকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"মহানুভবগণ"! কেমন আপনাদের মধ্যে কোন মহাত্মা কি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ বারুদ আমাকে প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করতঃ উপকৃত কৃতার্থ ও বাধ্য করিতে পারেন?" পাঠক মহোদয়ই এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করুন না কেন,—ভোজবাজী দেখিতে আসিয়া কে কোথায় সঙ্গে করিয়া বারুদ লইয়া আসে? ইহা অসম্ভাবনীয় ও অচিন্তনীয়। তখন সহজেই বিবেচিত হইতে পারিবে যে, দর্শক মহোদয় সকলের মধ্যে কেহই আর তাঁহার নিকটে বারুদ আছে বলিয়া অভিনেতাকে উত্তর দিতে পারিবেন না। সুতরাং অভিনেতা ক্রমাগতই রহস্যের ও ভঙ্গীর সহকারে দর্শকবর্গের মধ্যে সকলের সকাশেই কিঞ্চিৎ বারুদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। অনন্তর অভিনেতা দর্শকবর্গের মধ্য হইতে কোন একটী নম্র প্রকৃতি ধীরচরিত্র প্রৌঢ় কর্ত্তা ব্যক্তি গোচের ভদ্রলোককে পছন্দ করিয়া লইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিবেন,—"কেমন, মহানুভব!

আপনি এক্ষণে আমাকে কিঞ্চিৎ বারুদ প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিতে পারেন?" তখন তিনি অগত্যা উত্তর করিবেন যে, তাঁহার সর্ব্বদা সঙ্গে করিয়া বারুদ রাখা অভ্যাস নাই, এখানে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বারুদ আনিবার কোন প্রয়োজনই নাই। তখন মায়াতত্ত্ববিৎ অভিনেতা পরম হাস্যপ্রদ ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কহিবেন,—"মহাভাগ! আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, যদি আমার ভ্রম ক্রমে কথার কোন রূপ অভদ্রতা এস্থলে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন না, প্রত্যুত ক্ষমাই করিবেন। আমি বিবেচনা করি, আপনার নিকটেই একটী বারুদের ছোট গোছের পুঁটলী লুক্কায়িত করা অবশ্যই আছে। তা না হইলে আপনার সন্নিকটে আমি কিঞ্চিৎ বারুদের সাহায্য প্রার্থনা করিবই কেন?" তখন সেই দর্শক মহোদয় একটু বিস্ময় ও কৌতুকের সহিত বলিবেন,—"দেখুন, আমি ত জানি যে, আমার সমীপে এক পরমাণু মাত্র বারুদ কোথাও নাই। তবে আপনি যদি বহির্গত করিয়া লইতে পারেন ত লউন।" অভিনেতা তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে আস্ফালন ও কৌতুক প্রদর্শনের সহিত সমুদায় দর্শককেই সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—"দেখুন মহানুভাব সকল! এই ভদ্র লোকটীর কোর্ত্তার গলাবন্ধের ভিতরে এই একটী ছোট্ট বারুদের পুঁটলী রহিয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করেন, তবে উহা গলাবন্ধ হইতে বহির্গত করিয়া লইতে পারি। বোধ করি, আপনাদের অনুমতি হইল। এই বারুদের পুঁটলী রহিয়াছে। হয় না হয়। এই আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন।" এই বলিয়া অভিনেতা অতীব নিপুণতা ও ফিকীরের সহিত ঐ দর্শক মহোদয়ের কোর্ত্তার গলা বন্ধের মধ্যে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত স্পৃষ্ট বা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া এবং তৎক্ষণাৎ স্বকীয় হস্ত বহির্গত করিয়া লইয়া পরিদর্শক বর্গকে প্রদর্শন করিয়া বলিবেন,—"দেখুন, দর্শক মহোদয়বর্গ! এই মহাশয়ের গলা বন্ধের অভ্যন্তর হইতে এই বারুদের পুঁটলীটী বহির্গত করিলাম। আপনারা এই অবলোকন করুন।" এই বলিয়া অভিনেতা একটী বারুদের পুঁটলী তৎক্ষণাৎ দর্শক

বর্গকে দেখাইবেন। পাঠক মহোদয়! বোধ হয়, স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন যে, এই বারুদের পুঁটলীটী আর কিছুই নয়, কেবল সেই যে, পাঠক মহাশয়ের প্রতীতি হইতেছে, স্মরণ থাকিতে পারে, সেই যে অভিনেতার অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্যে একটী বারুদের পুঁটলী কৌশল ক্রমে অতি গোপনীয় রূপে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইহা সেই বারুদের পুঁটলীটী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা অতীব দক্ষতা ও চাতুরীর সহিত অভিনেতা ঐ দর্শক মহোদয়ের গলাবন্ধ হইতে বহির্গত করিয়াছেন, অর্থাৎ এমন কৌশল সহকারে অভিনেতা দর্শকের গলাবন্ধ স্পর্শ করিয়া অমনি ঐ সঙ্গে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্যস্থিত সেই অতি ক্ষুদ্র বারুদের পুঁটলীটী দর্শকবর্গের অগোচরে বহির্গত করিয়া লইবেন। দর্শকবর্গ কিছুই টের পাইবেন না যে, পুঁটলীটী অভিনেতার অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্য হইতে বহির্গত করা হইল। প্রত্যুত তাঁহারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত স্পষ্টই বুঝিবেন ও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ বারুদের পুঁটলীটী যথার্থই ঐ দর্শক মহাশয়ের কোর্ত্তার গলাবন্ধ হইতেই বহির্গত হইল।

তদনন্তর মায়াতত্ত্ববিৎ অভিনেতা এ টোটা অথবা বারুদের ক্ষুদ্র পুঁটলীটী, যে ব্যক্তি ঐ পিস্তলটী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন। সেই সময়ে অভিনেতা এ ক্ষুদ্র বারুদের পুঁটলটীকে এ ব্যক্তিকে তাঁহার হস্তস্থিত পিস্তলে উত্তমরূপে গাদিতে বলিবেন। যৎকালে সেই ভদ্রলোকটী অভিনেতার অনুরোধ অনুসারে পিস্তলের অভ্যন্তরে বারুদ পুরিতেছেন, তৎকালে এ অবসরের মধ্যে অভিনেতা এদিকে অতীব সংগোপনে তাঁহার বামহস্ত তাঁহার কুহক জামার বাম দিকের পকেটের অভ্যন্তরে অর্পণ পূর্ব্বক একটী অতি ক্ষুদ্র গুলিকার থলিয়া উহা হইতে বহির্গত করিয়া লইবেন। পাঠক মহোদয়ের স্মৃতি-পথে আরূঢ় হইতেও পারে যে, আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভিনেতা এই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শনের পূর্ব্বে তাঁহার বাম পকেটের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গুলিকার থলিয়া অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত করিয়া

রাখিবেন। এই এক্ষণে, তাহা যে কি প্রয়োজনে লাগিল, তাহা পাঠক মহোদয়, বোধ করি, অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। ঐ ক্ষুদ্র গুলিকার থলিয়াটী অভিনেতা তাঁহার দক্ষিণ করতলের অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ববৎ গোপন ভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন। সাবধান কেহ যেন না টের পান।

তাহার পরে অভিনেতা দর্শকবর্গকে বলিবেন,—"কেমন, মহোদয়বর্গ! এবার আর আপনাদের মধ্যে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে আপনাদের কাহারও নিকটে একটী গুলির থলিয়া নাই বলিয়া;—বারুদের বেলা যেন দেন নাই, পরে আমি কুহক বলে উহা বহির্গত করিয়া লইলাম। পরন্তু আপনাদের অবশ্যই এবার আমাকে এক থলিয়া পরিপূর্ণ গুলি কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করিয়া কৃতার্থ ও বশম্বদ করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে উহা এক মহাত্মার সমীপে আছেই আছে, একটু সত্বর করিয়া প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দর্শক মহানুভব সকলের মধ্যেই প্রায় যুগপৎ এই কথা উঠিতে থাকিবে যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিকটে গুলির ছোট থলীয়া নাই, বা তাঁহাদের সর্ব্বদা সঙ্গে করিয়া গুলির থলে রাখা অভ্যাস নাই। অনন্তর অভিনেতা একটী ভদ্রলোককে বলিবেন,—"মহাত্মন! বিবেচনা করি, আপনার কাছে এক থলীয়া পূর্ণ করা গুলিকা আছে, কৃপা করিয়া যদি তাহা এখন একবার আমাকে প্রদান করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে যে আমাকে কতদূর উপকৃত করা হয়, তাহা বাক্যে কি বলিয়া অবগত করাইব।" তখন সেই পরিদর্শক মহোদয়কে অগত্যা বলিতে হইবে যে, তাঁহার কাছে একটীও গুলিকার থলীয়া নাই, বরং তাঁহার পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিতে পারেন। তখন অভিনেতা তাঁহাকে বলিবেন,—"আপনি যদি দয়া করিয়া অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার উত্তরীয় বস্ত্র খণ্ডের ভিতর হইতে ঐ গুলিকার থলীয়াটী বহির্গত করিয়া লইতে পারি।" তাহাতে সেই দর্শক মহাভাগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাহাতে আর আপত্তি কি আছে, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে পারেন। ইহাতে কুহকী সেই দর্শকের উত্তরীয় বস্ত্রখণ্ড

হস্তার্পণ করিয়া ও তাহা হইতে একটী গুলিকার থলীয়া বহির্গত করিয়া লইয়া পরিদর্শক মহোদয় সকলকেই বলিবেন,—"দেখুন, মহাশয়রা এই মহাশয়ের উত্তরীয় হইতে এই গুলিকার থলীয়াটী বহির্গত করিয়াছি, ইহাঁর সন্নিধানেই ইহা ছিল।" তাহাতে সেই দর্শক এবং অন্যান্য দর্শক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতুকাবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িবেন। পাঠক মহাশয় এখানে বুঝিতেই পারিতেছেন যে, এই গুলিকার থলীয়াটী বাস্তবিক ঐ দর্শক মহাশয়ের উত্তরীয় বসনে বদ্ধ করা ছিল না, উহা অভিনেতার অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্যে কৌশল ক্রমে অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত করা ছিল। উহা এক্ষণে সকলের অপ্রত্যক্ষে ও অগোচরে অভিনেতা স্বীয় অঙ্গুলী যুগলের আবর্ত্তন দ্বারা সাধারণের দর্শন ভ্রান্তি সমুৎপাদন সহকারে ঐ দর্শক মহানুভাবের উত্তরীয় বসন খণ্ডের মধ্যদেশ হইতে বহির্নির্গত করিয়া লইলেন। ইহা অতি তীক্ষ্ণ লোচন বিশিষ্ট ব্যক্তিও অনুসন্ধান করিয়া ও ঠিক করিতে পারিবেন না যে, ঐ গুলির থলীয়াটীকে কেমন করিয়া অভিনেতা ঐ দর্শকের উত্তরীয় বস্ত্র হইতে বহির্গত করিয়া লইলেন।

তদনন্তর অভিনেতা সেই পিস্তলধারী দর্শক মহাশয়কে বলিবেন,—"মহোদয়! এই গুলিকায় থলীয়ার মধ্যে যে কতিপয়টী গুলি আছে, তাহার মধ্য হইতে একটী গুলি আপনি অনুগ্রহ করিয়া বাছিয়া পছন্দ করিয়া লইতে পারেন। যেটী আপনার অভিরুচি হয়, সেইটীই আপনি গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কিছুই আপত্তি নাই। আপনি যিটী তুলিয়া লইবেন, সেইটীকে এই পিস্তলের ভিতরে গাদিয়া লইতে হইবে। পাছে এর পরে মনে করেন যে, পিস্তলে যে গুলিটী পোরা হইয়াছে, ঐটী সে গুলি নহে, সেই জন্যই বলিতেছি, আপনি পিস্তলে পূরিবার জন্য যে গুলিটীকে বাছিয়া লইতেছেন, সেইটীতে আপনার অভিলাষ মত একটী বিশেষ রূপ চিহ্ন কাটিয়া দিন। পিস্তল ছোড়া হইলে, দেখিতে পাইবেন যে, উহা হইতে যে গুলিকা নিক্ষিপ্ত হইল, তাহা সেই আপনার চিহ্নিত গুলিকাটীই বটে।"

অভিনেতার প্রস্তাব অনুসারে সেই পিস্তলধারী দর্শক মহোদয় সেই

গুলিকার থলীয়ার অভ্যন্তর হইতে একটী গুলী পছন্দ করিয়া লইয়া তাহাতে স্বীয় অভীষ্ট অনুযায়ী একটী বিশেষ রূপ দাগ দিয়া তাহা অভিনেতার হস্তে অর্পণ করিবেন। অনন্তর অভিনেতা ঐ দর্শক মহোদয়ের হস্ত হইতে ঐ বারুদ পূর্ণ পিস্তলটী গ্রহণ করিবেন। উহা তাঁহার বাম হস্তে করিয়াই লইতে হইবে। অভিনেতা ঐ পিস্তলটী তাঁহার বাম হস্তে গ্রহণ পুরঃসর উহাতে সেই চিহ্নিত গুলিকা পুরিবার ব্যপদেশে উহার মুখের নিকটা ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত করাইয়া রাখিবেন। তদনন্তর ঐ পিস্তলটী অভিনেতার বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে অবহেলা ক্রমে গ্রহণ করিবার ছলে সুচারু কৌশল সহকারে সেই অতিক্ষুদ্র চুঙীটীকে অতিশয় গুপ্তরূপে ও সাবধান সর্কর্তার সহিত সকলের অগোচরে ঐ পিস্তলের চোঙের ভিতরে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে হইবে। এস্থলে, বোধ হয়, পাঠক-মহাশয়! আপনার বোধগম্য হইয়াছে, যেই যে অগ্রে যে অতি ক্ষুদ্র একটী ধাতুময় চুঙীর কথা বলা হইয়াছিল, ইটী সেই চুঙী। এই ক্ষুদ্র চুঙীটীকে এমন করিয়া পিস্তলের চোঙের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে, যেন উহার অনাবৃত প্রান্তদেশ ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত করা থাকে।

তাহার পর দর্শক মহোদয় বর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই গুলীর থলিয়াটীর মধ্য হইতে যে একটী গুলিকা বাছিয়া পছন্দ করিয়া তুলিয়াছিলেন ও যাহাতে চিহ্নিত পর্য্যন্ত ও করিয়াছিলেন, অভিনেতা তাঁহাকেই অনুরোধ করিবেন যে, তিনি স্বয়ং স্বহস্তে ঐ তাঁহার চিহ্নিত গুলিকাটীকে পিস্তলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। পাঠক মহোদয়! এস্থলে বুঝিতে পারিতেছেন, বোধ হয়, ঐ দর্শককে পিস্তলের মধ্যে ঐ চিহ্নিত গুলিটিকে কেন পুরিতে হইবে?—উহা আর কিছুই নহে; কেবল সাধারণের সুদৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদনের জন্যই বলিতে হইবে। পাঠক মহাশয়ের সকলেই সুবিজ্ঞাত আছেন যে, পিস্তলে বারুদ গুলি পুরিয়া গাদন দণ্ডদ্বারা গাদিবার পূর্ব্বে উহার মধ্যে ঐ বারুদ ও গুলি দৃঢ় রূপে আঁটিয়া রাখিবার জন্য অতি অল্প পরিমিত কিঞ্চিৎ কাগজের নুটী পাকাইয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। অভিনেতাকে এস্থলেও সেইরূপ

পত্তিলা কাগজের একটী অতি ক্ষুদ্র নুটী প্রস্তুত করিয়া সাধারণের সমক্ষে পিস্তলের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

তৎপরে অভিনেতা ঐ পিস্তলটীকে ধরিয়া গাদন যষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে গাদিয়া লইবেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে গুলীটীকে পিস্তলের ভিতরে পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা অবশ্যই ঐ অতি ক্ষুদ্র ধাতুময় চুঙীটীর অভ্যন্তর ভাগেই নিপতিত হইয়াছে। আর ঐ গাদন দণ্ড দ্বারা যেমন পিস্তল গাদা হইতেছে, তেমনই ঐ গাদন দণ্ডের অগ্রভাগটী ঐ অতি ক্ষুদ্র চুঙীর মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যাপ্তরূপে আঁটিয়া যাইতেছে। তাহা হইলেই অমনি ঐ গাদন শলাকাটী তুলিয়া লইবার সময়ে উহার অগ্রভাগের সহিত ঐ ক্ষুদ্র ধাতুময় চুঙীটীও উঠিয়া আসিবে এবং উহার সহিত উহার মধ্য-নিপতিত সেই চিহ্নিত গুলিকাটীও উঠিয়া আসিবে। এস্থলে ঐ ক্ষুদ্র চুঙী ও গাদন দণ্ড এরূপ করিয়া সুনির্ম্মিত করিয়া রাখা চাই যেন উহারা পরস্পরে উভয়ে গায়ে গায়ে মুখামুখী ভাবে সুমিলিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র চুঙী ও গাদনকাটী, এই দুইটী সামগ্রীই দেখিতে যেন কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটীরই রঙে রঙ মিলাইয়া যাইবে, দর্শকবর্গের মধ্যে কেহই ও দুইটী ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। ঐ দুইটী পদার্থ সচরাচর একবিধ ধাতুতে প্রস্তুত করা হইলেই ভাল হয়। অর্থাৎ হয় পিত্তলে, নয় রূপ দস্তে। এতন্নিবন্ধন ঐ ক্ষুদ্র চুঙীটী ও গাদন কাটিটী এক রঙের ও এক ধাতুর হইলে দর্শকগণের দৃষ্টি ভ্রম অনায়াসে ও অতি সহজেই উৎপাদিত করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পরিদর্শক মহোদয়বর্গের সম্মুখে ঐ ক্ষুদ্র চুঙীটীকে গাদন দণ্ডের প্রান্তভাগে সংলগ্ন করাইয়া আনিলেও তাঁহারা সহসা উহা স্পষ্টরূপে ধরিতে পারিবেন না; তাঁহাদিগের চিত্ত কখনই ওদিকে আকৃষ্ট হইবে না। পরন্তু মায়াবিদ্যাভিজ্ঞ অভিনেতা এই ক্ষুদ্র চুঙীটীকে গাদন দণ্ডের প্রান্তভাগে সংলগ্ন করিয়া পিস্তলে বারুদ-গুলি আদি গাদিবার ব্যপদেশে উহার চোঙের অভ্যন্তর হইতে ঐ গাদন দণ্ড পুনঃ পুনঃ, তুলিয়া লইবার ও প্রবিষ্ট করাইবার কালে ঐ গাদন শলাকার যে প্রান্তে ঐ ক্ষুদ্র চুঙী সংলগ্ন হইবে, সেই চুঙী লগ্ন প্রান্তভাগটী কখনই

সাধ্যানুসারে দর্শকবর্গের সম্মুখে প্রকাশিত করিবেন না ; প্রত্যুত ঐ গাদন কাটীটী উল্টাইয়া লইবার ভাণ করিয়া উহার ঐ ক্ষুদ্র চুঙী লগ্ন প্রান্তভাগটী দৃঢ়মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া গাদন কাটীর অপর প্রান্ত দ্বারা ঐ পিস্তলটী গাদিতে থাকিবে। তাহা হইলে দর্শকবর্গ কদাপিও ঐ গোপনীয় ব্যাপার অবগত হইতে পারিবেন না। তখন অভিনেতা সেই পূর্ব্বোক্ত চিহ্নিত গুলি পূর্ণ ক্ষুদ্র চুঙীটী স্বীয় করতলের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন।

এক্ষণে পরম কুহকী অভিনেতা তাঁহার হস্তস্থিত পিস্তলটীকে উত্তমরূপে গাদন দণ্ড দ্বারা ঠাসিয়া লইয়া উহা দর্শক মহোদয়দিগের মধ্যে এক জনের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিবেন,—"মহোদয়! আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলে, আপনি করুণা করিয়া আমাকে লক্ষ্য করণ পূর্ব্বক এই পিস্তলটী ছুড়িয়া আমাকে বশম্বদ করিবেন। এক্ষণে, কি জানি, দৈবাৎ যদি ঘোঁড়া ছুটিয়া পিস্তল আওয়াজ হইয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোন স্থানে গুলি লাগিয়া হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা হইতে পারে। এই জন্য আপনি আপাততঃ পিস্তলটীর মুখ ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া রাখুন। তাহার পরে আমি লক্ষ্যস্থানে গিয়া সপ্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে এবং আপনাকে পিস্তল ছুড়িতে ইঙ্গিত মাত্র করিলে, আপনি তৎক্ষণাৎ ধাঁ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়া ফেলিবেন, অর্থাৎ যেই মাত্র আপনাকে আমি পিস্তল ছুড়িতে বলিব, অমনি ছুড়িবেন, নতুবা নহে। পিস্তল ছোড়া হইলে উহার ধূমরাজী অপগত হইতে না হইতে, আপনারা সকলেই দর্শন করিবেন, পিস্তলের ঐ চিহ্নিত গুলিকাটী আমার মুখের বিবরে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমি ইহা অবলীলাক্রমে দন্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া মায়িক অভিনেতা রঙ্গালয়ের বিপরীত প্রান্তভাগে গমন করিয়া প্রস্তুত হইয়া স্থিরভাবে ঐ দর্শকের হস্তস্থিত পিস্তলটীর লক্ষ্যের অন্তবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। অভিনেতাকে এস্থলে একটী গোপনীয় কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে,—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দর্শক মহাশয়ের সম্মুখ

অগ হইতে রঙ্গগৃহের বিপরীত প্রান্তে গমন করিবার সময়ে তিনি অতি চুপী চুপী তাঁহার করতল স্থিত লুক্কায়িত সেই দর্শক কর্তৃক চিহ্নিত গুলিকাটীকে স্বীয় বদনের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিবেন এবং পূর্ব্ব কথিত সেই ক্ষুদ্র ঐন্দ্রজালিক চুঙীটীকে ঐ অবসরের মধ্যে স্বীয় ঐন্দ্রজালিক পরিচ্ছদের অর্থাৎ জামার পকেটের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবেন।

পাঠক মহাশয়কে আবার এস্থলে একটী কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইল, অর্থাৎ গাদন দণ্ডের প্রান্তভাগ হইতে ঐ চিহ্নিত গুলীপূর্ণ ক্ষুদ্র চুঙীটীকে অভিনেতা কিরূপে দর্শকবর্গের সম্মুখেই খুলিয়া লইলেন, তাহা বিদিত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ সংবর্দ্ধিত হইবে। অতএব তাহা অধুনা চরিতার্থ করাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পন্থা হইতে স্বতন্ত্র প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে। অভিনেতা অতি সত্বর ভাবে ঐ গাদন দণ্ডটীকে স্বকীয় বামহস্ত দ্বারা পিস্তল হইতে টানিয়া লইবেন। তাহা হইলেই গাদন কাটীর অপর প্রান্তস্থিত সেই গুলি পূর্ণ ক্ষুদ্র চুঙীটী দক্ষিণ হস্তে, ঐ গাদন কাটীকে উল্‌টাইয়া ধরিবার ছলে, অনায়াসে ধরিতে পারিবেন। ক্ষুদ্র চুঙীটী তৎক্ষণাৎ খুলিয়া তাঁহার দক্ষিণ করতলে আসিয়া পড়িবে। আর সেই পূর্ব্বচিহ্নিত ক্ষুদ্র গুলিকাটীও তৎক্ষণাৎ গুপ্তভাবে গড়াইয়া তাঁহার করতলে উপস্থিত হইবে। তখন ঐ ক্ষুদ্র চুঙীটীর কার্য্য সম্পাদিত হইলে, উহাকে অভিনেতা ঐন্দ্রজালিক জামার পকেটের মধ্যে ফিকির করিয়া রাখিলেই চলিবে। আর সেই চিহ্নিত গুলিটীকে হয় স্বীয় মুখবিবর মধ্যে নিপুণতার সহিত প্রবিষ্ট করাইয়া রাখা, নয় স্বীয় মুষ্টির মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখা চাই; এমন করিয়া রাখা চাই, যাহাতে অভিনেতা তাঁহার অভিপ্রায় নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত করিতে পারেন।

তদনন্তর সেই পূর্ব্ব কথিত দর্শক মহাশয় অভিনেতাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইতে অবলোকন করিয়া এবং পিস্তল ছুড়িতে তাঁহার ইঙ্গিত বা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি বিলক্ষণরূপে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়া ফেলিবেন। এক্ষণে তিনি ভাবিতেছিলেন যে, না জানি

পিস্তল ছুড়িয়া কি বিপদ্ উপস্থিত হয়, হয় ত মানুষটা মৃত্যুপথেই পরিধাবিত হয়? অন্যান্য দর্শক নিশ্চয়ও চিন্তা করিতেছিলেন, দেখি দেখি, কেমন করিয়া বা অভিনেতা ঐ পিস্তলের গুলিটী সদ্যঃ সদ্যঃই ছুড়িবামাত্র দন্তে করিয়া ধরে, কেমন করিয়াই বা উহার গাত্রের কোন স্থানে একটু মাত্র আঘাত লাগিবে না, উহার একটী লোমকূপেরও ব্যত্যয় হইবে না, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেখিই না কেন, কি কাণ্ড ঘটিয়া উঠে।

এদিকে সেই দর্শক মহাশয় ঐ পিস্তলটী আওয়াজ করিবা মাত্র, তাহার ধূমমালা শূন্যমার্গে বিস্তৃত হইয়া না পড়িতে পড়িতেই তৎক্ষণাৎ দেখিবেন যে, অভিনেতা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে প্রফুল্লতার সহিত পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার একটী কেশ পর্য্যন্ত ও স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায় নাই। আর তাঁহার দন্ত পাটী-দ্বয়ের মধ্যে একটী গুলি সংলগ্ন করা রহিয়াছে। দর্শক মহাশয়গণ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই অবাক্ ও অদ্ভুতমনা হইয়া পড়িবেন।

তাহার পর অভিনেতা রঙ্গ গৃহের অপর প্রান্ত হইতে দর্শকবর্গের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাঁহার দন্তপাটীর মধ্য হইতে ঐ গুলিটী বহির্গত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলিবেন,—"দেখুন, দর্শক মহানুভাবগণ! ইটী সেই চিহ্নিত গুলিকাটী কি না? কুহক বিদ্যা প্রভাবে ইহা আমার কোনরূপ হানি সংসাধিত করিতে সক্ষম হয় নাই, প্রত্যুত আমার দন্তপাটী দ্বয়ের মধ্যে যাইয়া সংলগ্ন হইয়াছিল।" দর্শকবর্গ ইহা সেই চিহ্নিত গুলিকাটীই বটে, বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। তাহার পর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ঐ গুলিটীকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন, অভিনেতা তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ গুলিটী প্রদর্শিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কেমন মহাশয়! দেখুন দেখি, ইটী সেই গুলিটী কি না? যে গুলিটী আপনি ইতঃপূর্ব্বে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন?" দর্শক মহাশয় উহা হস্তে করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক দেখিয়া টের পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবশ্যই বলিবেন যে,—হাঁ। ইহা আমার সেই পূর্ব্ব চিহ্নিত গুলিটীই বটে।

কোন কোন ঐন্দ্রজালিক অভিনেতা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিও

একবারে এই কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। পরন্তু আমাদিগের অভিমত এই যে, মাঝারী গোছের আকারের একটী মাত্র গুলি এই কার্য্যে ব্যবহৃত করিলে, বড় সুবিধা হইতে পারে। ইহা সুন্দররূপে সুকৌশল দ্বারা এই মায়া প্রক্রিয়াতে প্রযুজ্য করিতে পারা যায়, আর ইহা এইরূপে অধিকতম সুফল প্রসব করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পন্থা পরিগ্রহ করিয়া এই গুলিকা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। কোন কোন সুদক্ষ মায়াভিজ্ঞ অভিনেতা এই গুলিকাকে মুখবিবর অথবা দন্তপাটী দ্বয়ের মধ্য হইতে বহির্গত করিবার বিনিময়ে আর একটী কার্য্য করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অভিনেতা একখানি চীনের বাসনের রেকাব ঢালের আকার করিয়া ধরিয়া থাকেন। তিনি ঐ রেকাবের সম্মুখ ভাগের বিপরীত দিকে তাঁহার প্রথম অঙ্গুলিদ্বয় স্থাপিত করিয়া তাহার নিম্নদেশে ঐ গুলিকাটীকে অতি গুপ্তভাবে লুকায়িত করিয়া রাখেন। যখন কোন দর্শক মহাশয় কিম্বা অভিনেতার সহকারী এ ঐন্দ্রজালিক পিস্তলটী ছুড়িয়া ফেলিবেন, তখন অভিনেতা যার-পর নাই নিপুণতার ও তৎপরতার সহিত এ চীনের মাটীর রেকাব খানিকে ঢালের আকারে না ধরিয়া ঠিক সমান ভাবে সোজা করিয়া ধরিবেন এবং এ অবকাশের মধ্যে তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে লুকায়িত গুলিকাটীকে এ রেকাবের মধ্যে অঙ্গুলী দ্বয়ের নিম্নভাগ হইতে বহির্গত করিয়া রাখিয়া দিবেন। দর্শকবর্গ রেকাবের মধ্যে এ চিহ্নিত গুলিকাটীকে অবস্থিত হইতে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন।

এই পন্থা কখন কখন কোন কোন অভিনেতা নিতান্ত মনোমত বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাতে একটী সুগমতা আছে এই যে, অভিনেতা অনায়াসে দর্শকবর্গের নয়নে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া এ রেকাবখানিকে আনয়ন করিবার ব্যপদেশে মুহূর্ত্তেক কালের জন্য রঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ নেপথ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এইরূপ ছল করিয়া অবসর গ্রহণ করা এস্থলে যারপর নাই প্রয়োজনীয় ও বহু মূল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাহার কারণ এস্থলে স্পষ্টরূপে বিনির্দ্দিষ্ট হইতেছে,—

কখন কখন এমন গোলযোগও উপস্থিত হইয়া থাকে যে, ঐ পিস্তলটীতে অধিক পরিমাণে কাগজের নুটী প্রবিষ্ট করাইয়া যথেষ্টরূপে গাদা হইয়াছে, অথবা অন্য কোনরূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সেই নিমিত্তই ঐ হস্তস্থিত ক্ষুদ্র চুঙীটীর অভ্যন্তর হইতে গোপনে প্রয়োজন অনুসারে ঐ চিহ্নিত গুলিকাটীকে করতলের মধ্যে আনয়ন করা যাইতেছে না, কোন ক্রমেই অনেক নাড়া চাড়া করিলেও ঐ গুলিকাটী অভিনেতার ইচ্ছানুরূপে ক্ষুদ্র চুঙীটী হইতে বহির্গত হইয়া মুষ্টিমধ্যে নিপতিত হইতেছে না। অভিনেতা তখন এই মহা অপ্রস্তুততার মধ্যে পতিত হইতে পারেন। দর্শক মহোদয় বর্গের সম্মুখে এইরূপে অপ্রতিভ হওয়া অভিনেতার পক্ষে যারপর নাই হাস্যাস্পদ হইবার হেতু। অতএব, এই সম্ভব পর অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার জন্য অভিনেতা এস্থলে একটী সুগম উপায় পরিগ্রহ করিতে পারেন। অর্থাৎ ঐ ক্ষুদ্র চুঙীটীর যে দিক্ বন্ধ করা থাকিবে, সেই দিকের মধ্যখানে একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে। ঐ রন্ধ্রটী এরূপে বিনির্ম্মিত হওয়া চাই যে, উহার অভ্যন্তর দিয়া অনায়াসে একগাছী সূক্ষ্ম তার প্রবিষ্ট হইয়া যাতায়াত করিতে পারে।

তাহার পরে অভিনেতা রঙ্গ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নেপথ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবিলম্বে একটী ধাতুময় তার সংগ্রহ পুরঃসর ঐ ক্ষুদ্র চুঙীটীর সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া সেই আবদ্ধ গুলিকাটীর উপরে অভিঘাত প্রদান করিতে থাকিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ গুলিকাটী ঐ ক্ষুদ্র চুঙী হইতে স্খলিত হইয়া অভিনেতার করতলের উপরে নিপতিত হইবে। অভিনেতা তখন নেপথ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত রেকাবখানিকে লইয়া যাইবার ছলে সেই চুঙীর বিবরনির্ম্মুক্ত গুলিকাটীকে ঐ সঙ্গে রঙ্গস্থানে গোপন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এইরূপ পন্থা অবলম্বিত হইলে, অভিনেতার পক্ষে আর কোনরূপই বাধা বা বিপত্তির আশঙ্কা নাই। এই প্রকারে এই পরমকুহকময় ক্রীড়া অবহেলাক্রমেই সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াটী যার পর নাই আশ্চর্য্যাবহ, অদ্ভুততম ও কৌতুকপ্রদ বলিতে হইবে।

খরগোসের ক্রীড়া।

এই ঐন্দ্রজালিক খরগোসের ক্রীড়া প্রদর্শন কাণ্ড অতিশয় অদ্ভুত, বিস্ময়াবহ ও দৃষ্টিভ্রান্তিপ্রদ। ইহাতে অভিনেতার সবিশেষ নিপুণতা ও কার্য্যকারিতার আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মায়াব্যাপার যেরূপে নির্ব্বাহিত করিতে হয়, তাহা বিশিষ্ট প্রকারে ব্যক্ত হইতেছে :—

দর্শক মহোদয়বর্গের পুরোভাগে অভিনেতা উপনীত হইয়া অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক আড়ম্বর, বাদোদাম, মন্ত্রপাঠ আদি কার্য্য শেষ করিয়া দর্শকবর্গকে কহিবেন,—"মহোদয়গণ! প্রতীতি হইতেছে, আপনাদের মধ্য হইতে কোন এক মহাত্মা আমাকে একটী টুপী কিঞ্চিৎ ক্ষণের নিমিত্ত প্রদান করিয়া একটু উপকার করিতে পারেন। ভয় নাই, সে টুপীটী আপনাদের কখনই অপহৃত বা বিনষ্ট হইবে না।"

দর্শকবর্গ অবশ্যই বলিবেন হয় ত,—"আমাদের সকলের নিকটেই যে টুপী থাকিবে, এমন কি সম্ভব? তবে কোন দাড়ী চসমা চুরুট ছিক হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট্‌লান্ ওয়ালা সাহেব বাবুর নিকটে থাকিতে অবশ্যই পারে।"

অভিনেতা তৎক্ষণাৎ দর্শকবর্গের মধ্যে কোন এক কোয়ায়্ উপাধিধারী সাহেবী ধরণের 'বাবু' নামে চটা বাবুর নিকটে সভ্যতার পদ্ধতি যথাবিহিত বজায় রাখিয়া উপস্থিত হইয়া বলিবেন,—"মহোদয়! যদি অনুকম্পা করিয়া আপনার টুপীটী আমাকে কিঞ্চিৎকালের জন্য প্রদান পূর্ব্বক আমাকে উপকৃত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমি চিরকৃতজ্ঞ, বশম্বদ ও কৃতার্থ হইব, বলা বাহুল্য।"

সেই সাহেব বাবুটী অবশ্যই অভিনেতার সভ্যতার চক্ষুঃলজ্জার কৌতুকের বা স্বকীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আপনার টুপীটী ক্ষণকালের নিমিত্ত মস্তক হইতে খুলিয়া লইয়া প্রদান করিবেন। অভিনেতা তৎক্ষণাৎ সেই টুপীটীকে গ্রহণ করিয়া উহাকে কিঞ্চিৎক্ষণ আড়ম্বর সহকারে দুটী

একটী মায়ামন্ত্র পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। অভিনেতা তখন এ টুপীটী পরিদর্শক মহোদয় সকলকে প্রদর্শিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কেমন, মহাত্মগণ! আপনারা বলুন দেখি এ টুপীটীকে আপনারা কিরূপ দেখিতেছেন? এটী ফাঁকা?—না ইহাতে কোন দ্রব্য পরিপূর্ণ করা আছে?" পরিদর্শক সমূহ এ টুপীটীকে বিলক্ষণরূপে দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া অবশ্যই বোধ হয়, বলিবেন,—"কই না, ইহাতে ত কোন দ্রব্যই পরিপূর্ণ করা নাই। ইহাত সম্পূর্ণরূপেই খালি রহিয়াছে।"

তখন অভিনেতা বিলক্ষণরূপে ঐ টুপীটীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দর্শক বর্গকে বলিবেন,—"না, মহোদয়গণ! আমি দেখিতেছি এই টুপীটীর মধ্যে কোন একটী পদার্থ লুক্কায়িত করা রহিয়াছে, আপনারা ঠাওর করিয়া দেখিতে পান নাই।" অনন্তর যাঁহার টুপী, তাঁহাকে অভিনেতা বলিবেন,—"টুপীর অধিকারী মহাশয়! আপনি আপনার টুপীটী হইতে ঐ পদার্থটা তুলিয়া লউন দিকি। উটী কি পদার্থ লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছেন?" সেই টুপীর অধিকারী দর্শক মহাশয় অবশ্যই হয় ত বলিবেন,—"কই দেখি দিকি, আমি ত আমার টুপীটীর অভ্যন্তরে কোন দ্রব্যই গোপনে রক্ষিত করি নাই। আমি উত্তমরূপেও দেখিয়াছি, উহাতে কোন সামগ্রীই নাই, তবে কিরূপে কোথা হইতে উহার মধ্যে কি দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল?" এই কথা বলিয়া অবশ্যই সেই দর্শক মহোদয় তাঁহার টুপীটী বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া অবাক হইয়া বুঝিতে পারিবেন যে, হাঁ ত উহার মধ্যে কি একটা জিনিষ রহিয়াছে বটে। তিনি ঐ পদার্থটী টুপী হইতে উত্তোলন করিয়া তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিবেন যে, উহা একটী ডিম। দর্শকবর্গও ঐ অণ্ডটীকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইবেন।

এই অণ্ডটীকে টুপী হইতে অপসারিত করিতে না করিতেই অভিনেতা তৎক্ষণাৎ পরিদর্শক মহোদয়বর্গকে বলিবেন,—"মহোদয়গণ! আমি এক্ষণও এই টুপীর মধ্যে দেখিতেছি, কোন পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে। এই টুপীর অধিকারী মহাশয় এই টুপীর অভ্যন্তরে এক্ষণও আরো কি কি

সামগ্রী লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন।” তাহার পরে ঐ অভিনেতা সেই টুপীর অধিকারী মহোদয়কে বলিবেন,—“কেমন, মহাভাগ! আপনি আপনার টুপীর মধ্যে যাহা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তাহা এইবার অনুগ্রহ করিয়া বহির্গত করিয়া লউন।” টুপীর অধিকারী মহাশয় বিস্মিত ও কৌতুকী হইয়া অবশ্যই হয় ত বলিবেন,—“কই আমি ত আর কোন সামগ্রীই কখন টুপীর মধ্যে রাখি নাই। কই দেখিদিকি, কি জিনিষ আবার উহার ভিতরে আছে?” এই কথা বলিয়া ঐ টুপীর অধিকারী মহানুভাব তাঁহার টুপী অবশ্যই দেখিতে চাহিবেন। অভিনেতাও তাঁহাকে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ ঐ টুপীটী অবলোকন করাইবেন। টুপীর অধিকারী তখন দেখিবেন যে, তাঁহার টুপীর অভ্যন্তরে একটী জীবিত খরগোস অবস্থিতি করিতেছে। অভিনেতা তখন সমুদায় পরিদর্শক মহোদয়কে ঐ টুপীটীর মধ্যভাগ প্রদর্শিত করিবেন। পরিদর্শক মণ্ডলীও ঐ টুপীর মধ্যে একটী সজীব খরগোস উপবিষ্ট রহিয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই কুতূহলী আনন্দিত ও বিস্ময়যুক্ত হইবেন।

অনন্তর অভিনেতা ঐ খরগোসটীকে টুপীর মধ্যভাগ হইতে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়া দর্শকবর্গের পুরোভাগে রাখিবেন। অমনি ঐ খরগোস-টীকে বহির্গত করিয়া আনিতে না আনিতেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টুপীর অভ্যন্তর হইতে আর একটী খরগোস বহির্ভাগে অতি দ্রুত-বেগে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অভিনেতা তাহার পরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—“দেখুন মহাশয়রা! এখানে দুইটী খরগোস উপস্থিত রহিয়াছে। একটী আর একটীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। তা আপনারা এক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়া দিন যে, কোন্ খরগস কোন্ খরগসটীকে ভোজন করিবে।” অবশ্যই দর্শক মহোদয়গণ একটী খরগোসকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন যে, এইটীকে এইটী ভক্ষণ করিয়া ফেলুক।

তদনন্তর অভিনেতা তাঁহার ঐন্দ্রজালিক টেবিলের উপরিভাগে ঐ দুইটী খরগোসকে পরস্পরে পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া অবস্থিত করাইয়া রাখিবেন।

তাহার পর অভিনেতা যেমন এই খরগোসটীকে ঐ খরগোসটীর এপার্শ্ব হইতে ওপার্শ্বে ঘুরাইয়া রাখিতে যাইবেন, অমনি দর্শক মহোদয় সকলই দেখিতে পাইবেন যে, যে খরগোসটীকে তাঁহারা আর একটী খরগোসের ভক্ষ্য হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই খরগোসটী আর স্বস্থানে সংস্থিত নাই, একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ খরগোসটী কোন সময়ে কি উপায়ে সকলের লোচনে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া তিরোহিত হইল, তাহা কেহই কোনক্রমে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন না। সকলেই মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট খরগোসটীকে অপর খরগোসটী ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। আরও একটী বিশেষ আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহারা এই দেখিবেন যে ঐ অবশিষ্ট খরগোসটী সেই অন্তর্হিত খরগোসটীকে ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ আকারে বৃহৎ ও গঠনে স্থূল ও হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন অভিনেতাও আড়ম্বর করিয়া সকলকেই বলিবেন,— "দেখিলেন মহাভাগবর্গ সেই খরগোসটীকে ভক্ষণ করিয়া এই খরগোসটী কেমন মোটা হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণে আবার আর একটী মায়াকাণ্ড দেখুন। এই খরগোসটী সেই ভক্ষিত খরগোসটীকে ইহার উদর হইতে এইক্ষণে বহির্গত করিয়া দিবে, আপনারা নিঃসন্দেহই দেখিতে পাইবেন, সেই খরগোসটী ইহার উদর হইতে নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যেমন তেমনই জীবিতাবস্থায় আসিয়া অবস্থান ও বিচরণ করিতে থাকিবে। ইহার কোনরূপ অন্যথা কদাপিও হইবে না। আপনারা নিশ্চয়ই অবলোকন করিতে পাইবেন যে, ইহার একগাছী মাত্র লোমও স্বস্থান-বিচ্যুত হয় নাই। দেখুন, কুহক বিদ্যার শক্তি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিতে পারা যায়। কুহকবলে কোন্ কার্য্যই বা অসম্পাদিত থাকে? যতই কেন, অসাধারণ ও অলৌকিক ব্যাপার হউক না, কিছুই অনির্ব্বাহিত থাকিতে পারে না।"

এই কথা বলিয়া অভিনেতা তখন বহ্বাড়ম্বর, বাক্‌চাতুরী ও কার্য্য-কুশলিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ দৃশ্যমান খরগোসটীর উদরের অভ্যন্তর ভাগ হইতে সেই তিরোহিত খরগোসটীকে বহির্নিক্রান্ত করিয়া আনিতে সচেষ্ট

হইবেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অভিনেতা তখন কতকগুলি শস্যাদির ভুষি প্রভৃতি দ্রব্য অর্থাৎ ধানের তুঁষ চালের কুঁড়া গমের ভূষী বা ডালের খোসা ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ সংগৃহীত করিয়া আনিতে তাঁহার সহকারী ঐন্দ্রজালিককে আদেশ করিবেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঐ সহকারী মায়িক ব্যক্তি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় নেপথ্য হইতে পরিমাণ অনুযায়ী কতকগুলি ভুষি কুঁড়া তুঁষআদি পদার্থ সংকলিত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক ঐ কুহক মেজের উপরিভাগে রক্ষিত করিবেন। কিম্বা ঐ তুঁষ ভুষি আদি পদার্থগুলি সহকারী ব্যক্তি কোন একটী মায়াকেন্দরাক্ষ উপস্থিত আসিয়া রাখিয়া দিতে পারেন। ঐ শস্য আদির ভুষি প্রভৃতি পদার্থগুলি একটী সুবৃহৎ কাচময় আধারে করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ কাচ নির্ম্মিত পাত্রটী যেন পরিমাণে একটু সুবিস্তৃত থাকে অর্থাৎ উহা উচ্চতায় ১২ দ্বাদশ ইঞ্চ অথবা উহার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক বা অনুরূপ পরিমিতই হইয়া থাকে। আর ঐ তুঁষ প্রভৃতি শস্যাদির অবশিষ্ট অসার দ্রব্যগুলি যেন ঐ কাচময় পাত্রের কাণায় কাণায় পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া চাপাইয়া থাকে।

অনন্তর অভিনেতা ঐ দর্শকবিশেষের নিকট হইতে প্রার্থনা গৃহীত টুপটী গ্রহণ করিয়া পরিদর্শক মহোদয় সকলকে প্রদর্শন করিয়া বলিবেন,—"মহোদয়গণ! আপনারা অবলোকন করুন, এই টুপিটীর মধ্যে কোন পদার্থই লুক্কায়িত করা নাই। এইটী পূর্ব্বে যেমন শূন্য ছিল, এখনও সেমনি শূন্য করা রহিয়াছে।" দর্শকবর্গও দেখিবেন যে, হাঁ! উহার মধ্যে আর কোন পদার্থ নাই।

তাহার পর অভিনেতা ঐ টুপীটীকে উর্দ্ধদিকে অভিমুখ করিয়া অন্য একটী মায়া মেজের উপরিভাগে স্থাপিত করিবে। এমন করিয়া উহাকে রাখিতে হইবে, যেন উহা ঐ তুঁষাদি পরিপূর্ণ কাচময় পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হইয়া অবস্থিত হয়। অনন্তর অভিনেতা তাঁহার সহকারীকে একটী পিত্তলময় বৃহৎ আবরণ আনয়ন করিতে অনুমতি করিবেন। সহকারী কুহকী আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ একটী পিত্তলপ্রস্তুত সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত আবরণ নেপথ্য মধ্য হইতে সংগৃহীত করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক অভিনেতার হস্তে সমর্পিত করিবেন। অভিনেতা ঐ পিত্তল

নির্ম্মিত আচ্ছাদনটীকে গ্রহণ করতঃ ঐ শস্যাদির খোসা তুঁষ কুঁড়া ভুষি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ কাচময় আধারটীর উপরি ভাগে আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন। প্রথমতঃ ঐ কাচময় পাত্রস্থিত তুঁষ কুঁড়া আদি পদার্থগুলি যথার্থ তুঁষ কুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্য কি না, ইহা প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অভিনেতা ঐ কাচ প্রস্তুত পাত্রটী হইতে কিঞ্চিৎ মাত্র শস্যাদির তুঁষ কুঁড়া খোসা ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক ছড়াইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিবেন। অনন্তর অভিনেতা ঐ অবশিষ্ট দৃশ্যমান খরগোসটীকে গ্রহণ করিয়া, উহার দুইটী কর্ণ ধারণ পুরঃসর ঐ তুষ ভুষি আদি পূর্ণ কাচময় পাত্রের উপরিভাগে ঝুলাইয়া রাখিবেন। ঐ সময়ে অভিনেতা ঐ দৃশ্যমান খরগোসটীকে পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিবেন,—"অরে খরগোস! তুই যে নিরপরাধী খরগোসটীকে অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিস্ এক্ষণে তাহাকে তোর উদর হইতে বহির্গত করিয়া দে, নতুবা তোর এই দণ্ডেই প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিব।" এইরূপ ইহাকে বলিয়া অভিনেতা সেই তিরোহিত উদরসাৎকৃত খরগোসটীর উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—"অরে খরগোস! তুই ইহার উদরের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া আর কি করিবি? আর কতকালই বা থাকিবি? এক্ষণে ইহার উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়, শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হ, যদি আসিস তবে এই তুঁষ ভুষি কুঁড়া খোসা আদি দ্রব্যজাত পরিপূর্ণ কাচময় পাত্রের মধ্যে আসিয়া পড়। দেরী একটুও করিস্ না যেন"।—এই বলিয়া অভিনেতা ঐ দৃশ্যমান খরগোসটীর গাত্রে অল্পে অল্পে বারংবার অঙ্গুলীর আঘাত অর্থাৎ ঠোকর প্রদান করিতে থাকিবেন। অভিনেতা এস্থলে এরূপ ভাণ করিতে থাকিবেন যেন ঐ দৃশ্যমান খরগোসের উদরে ঐ ঠোকর প্রাপ্ত হইয়া সেই উদর নিহিত খরগোস্‌টী ক্রমশঃ বহিরাগত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ সময়ে অভিনেতা ঐ দৃশ্যমান খরগোসটীর কর্ণ যুগল ধারণ করতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্তে আস্তে ঝাঁকরাও দিতে থাকিবেন, যেন নিম্নদিকে ঝাঁকরা প্রাপ্ত হইয়া ঐ খরগোসের উদরস্থিত খরগোসটী উদর হইতে স্খলিত হইয়া ঐ তুঁষাদি পূর্ণ কাচময় পাত্রের মধ্যে পড়িয়া যায়।

অনন্তর অভিনেতা দর্শক মহোদয় সমূহকে একটু সভ্যতার বিধান অনুযায়ী বিনতি সহকারে বলিবেন,—"পরিদর্শক মহোদয়গণ! আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে একটু ক্ষমা করিয়া চিরবাধ্য করিবেন। এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্যটী কিঞ্চিৎ মৃদু গতিতে সম্পাদিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়াটী নির্ব্বাহ করিতে হইলেই একটু বিলম্বের প্রয়োজন ইহাতে হইয়া থাকে। এইরূপ বিলম্বের প্রকৃত কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই প্রথম খরগোসটীর উদর হইতে এই দ্বিতীয় খরগোসটী নিম্নদিকে এই তুঁষ ভূষি আদি পূর্ণ কাচময় পাত্রের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে, এই জন্যই যা কিছু একটু বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা। ফলতঃ যদি আমি এই ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য একটু অধিক সময় না গ্রহণ করি, তাহা হইলে একটী মহান্ দোষ উপস্থিত হইয়া যাইতে পারে। অতএব যাহাতে একটু দোষ না থাকে, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করাই আবশ্যক। সেই দোষটী এই যে, তাড়াতাড়ি এই প্রথম খরগোসের উদর হইতে এই দ্বিতীয় খরগোসটীকে বহির্গত করিলে, আমরা দেখিতে পাইব, ইহার হয় একটী চরণ, নয় একটী কর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আহা, তাহা হইলে বেচারী জন্মের মত খোঁড়া বা কর্ণ বিহীন হইয়া থাকিবে। মহাশয়গণ! আপনারাই কেন বিবেচনা করুন না, একটী জীবকে যাবজ্জীবন খঞ্জ বা শ্রবণ শক্তি শূন্য করাটা কি বৈধ, না সহৃদয় মহামনাঃ জনের উদারতাময় যুক্তির সঙ্গত ?

তাহার পরে ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিৎ মায়িক অভিনেতা ঐ সুবৃহৎ প্রথম খরগোসটীকে তাহার কর্ণযুগল ধারণ করিয়া আর একটু ঝাঁকরাইয়া লইয়া বলিতে থাকিবেন,—"হাঁ এত ক্ষণের পর এখন ঠিক হইয়াছে। দ্বিতীয় খরগোসটী এবার প্রথমটীর উদর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। এবারে বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপেই পড়িল। আর দেরী নাই।" তখন অভিনেতা সেই দ্বিতীয় খরগোসটীকে তাহার একটী নাম করণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিবেন,—(পাঠক মহাশয়! এখানে মনে করিয়া লউন, এই খরগোসটীর নাম যেন সুন্দরী) "সুন্দরি! তোমাকে আর বৃথা কষ্ট দিব না। তুমি এইবার ইহার এই উদররূপ কারাগৃহ হইতে পরিমুক্ত হইয়া আইস।" এই কথা

করিয়া অভিনেতা তৎক্ষণাৎ সেই খরগোসটীকে প্রথম খরগোসের উদর হইতে বহির্গত করিয়া দিবেন।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পিত্তলময় আবরণটী অভিনেতা অপসারিত করিয়া লইবেন। উহা অপসারিত করিয়া লইবা মাত্রই পরিদর্শকবর্গ সন্দর্শন করিতে পাইবেন যে, ঐ আবরণটীর অভ্যন্তরে যে শস্তের তুঁষ ভুষী কুঁড়া খোসা প্রভৃতি পূর্ণ একটী কাচময় আধারে আচ্ছাদিত ছিল, সেইটীতে আর এখন সে তুঁষ ভুষি কুঁড়া আদি পদার্থ কিছুই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কেবল উহাতে একটী কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আকারের খরগোস উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে, ইটী প্রকৃত পক্ষেই সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট ছোট খরগোস, যেটীকে এই বৃহৎ খরগোস ইতঃপূর্ব্বে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়া ছিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

তদনন্তর অভিনেতা সেই যে টুপীটী হ্যাট্ কোট্ ওয়ালা সাহেবী গোছের বাবুটীর সমীপ হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন, সেই টুপীটীকে নিম্নদিকে উল্‌টাইয়া ধরিবেন। অমনি ঐ টুপীটী হইতে, যে তুঁষ ভুষী খোসা কুঁড়া আদি পদার্থ অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেইগুলি সমস্তই অবলীলাক্রমে ঝুর ঝুর করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া যাইবে। পরিদর্শকবর্গ ইহা অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত আশ্চর্য্যান্বিত ও কুতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িবেন।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের এই ব্যাপার কি উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাহিত হইল তাহা অবগত হইবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ বোধ হয়, উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদের আগ্রহ চরিতার্থ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। তবে শ্রবণ করুন, ইহাতে এমন কিছু হাতী ঘোঁড়ার ন্যায় বৃহৎ ব্যাপার নাই, যাহা মানব শক্তি দ্বারা সুসম্পাদ্য হইতে পারে না। ইহা সমস্ত কৌশল দ্বারাই সুসাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে অলৌকিক কি অসাধ্য এমন কিছুই নাই। ইহা একবার বিদিত হইতে পারিলেই, যার-পর নাই সহজ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাতে অদ্ভুত আশ্চর্য্য বা অসামান্য কিছুই নাই। এবম্বিধ ভোজবিদ্যা আদি মায়া কার্য্য সমস্তই কৌশলে বা দ্রব্য গুণ যোগে সুনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠক মহোদয় বিশেষ মনঃ সন্নিবেশ সহকারে অনুধাবন করুন। প্রথমে অভিনেতা, রঙ্গ ক্ষেত্রে আসিবার কালে তাঁহার এক করতলে একটী হংস আদি কোন পক্ষীর ডিম্ব এবং তাঁহার ঐন্দ্রজালিক পরিচ্ছদের অর্থাৎ অঙ্গরাখার বক্ষঃস্থলের নিকটস্থিত দুই পার্শ্বের দুইটী গুপ্ত জেবের মধ্যে একটী একটী ক্ষুদ্র খরগোস লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া দর্শকবর্গের পুরোভাগে উপনীত হইবেন। এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্যের প্রথম কাণ্ডে এই দেখাইতে হইবে যে, অভিনেতা যেন ভাণ করিতে থাকিবেন, তিনি ঐ প্রার্থনা প্রাপ্ত টুপীটীর অভ্যন্তরে যেন কিছু পদার্থ অবলোকন করিতেছেন। পরন্তু কি দ্রব্য তিনি দেখিতে পাইতেছেন, তাহা তখন কদাপি প্রকাশিত করা হইবে না। অভিনেতা তাহার পরে ঐ টুপীর অধিকারী মহাশয়কে টুপীটী হইতে ঐ পদার্থটী তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিবেন। এ সময়ে দর্শক মাত্রেরই লোচন যুগল স্বভাবতঃই ঐ টুপীর দিকে সমাকৃষ্ট অবশ্য থাকিবে। তাঁহারা মহান্ আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, কি জিনিষই না জানি টুপীর মধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে। পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, এই সময়ই দর্শক বর্গের দর্শন ভ্রান্তি উৎপাদক করিবার অভিনেতার উপযুক্ত অবকাশ।

এই অবসরের মধ্যে পরমমায়িক অভিনেতা ঐ টুপীটীর মুখের দুই পার্শ্বের দুই প্রান্ত দুই হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলের উপরিভাগে সংলগ্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু ইহা যেন তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে করিতেছেন, তাহা পরিদর্শকেরা কোন ক্রমেই অবগত হইতে না পারেন। ঐ টুপীটী যেন অভিনেতার হস্ত আদি নাড়িতে হঠাৎ একবার বক্ষোদেশে স্পৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ছল বরাবর বজায় রাখা কর্ত্তব্য। এ টুপীটী বক্ষঃস্থলের নিকটে লইয়া গিয়া তাহার এক পার্শ্বের একটী পকেটের মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত একটী খরগোসকে অতীব সঙ্গোপনে টুপীর মধ্যভাগে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে।

তখন পরম কুহক পরায়ণ অভিনেতা ঐ খরগোসটীকে টুপী হইতে বহির্গত করিয়া তাঁহার পদতলের সমীপস্থ ভূমিতলে রাখিবেন। তাহার পর অভিনেতা

ঐপ্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিতীয় খরগোসটীকে টুপীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। যখন অভিনেতা একটী খরগোসকে অন্যটীর উদরে প্রবিষ্ট করাইবেন, তখন তিনি এ দুইটী খরগোসকে প্রথমে ঐন্দ্রজালিক টেবিলের উপরে উপবিষ্ট করাইবেন। ঐ কুহক মেজের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক খরগোস ক্রীড়ার জন্য মায়াময় ফাঁদ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করা আছে। পরিদর্শকেরা তাহা সন্দর্শন করিয়া মনে করিবেন যে, ঐ খরগোস দ্বয়কে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই অর্থাৎ কোন ক্রমেই উহারা যেন না পলাইয়া যাইতে পারে, এই জন্যই ঐ মায়া মেজের উপরিভাগে এই কুহকময় ফাঁদটী পাতা হইয়াছে। তদনন্তর মায়িক অভিনেতা পরিদর্শক মহোদয় বর্গের পার্শ্ববর্ত্তী ভাবে ঐ মেজের ধারে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাদ্ভাগের খরগোসটীকে সম্মুখ ভাগের খরগোসটীর আবরণের মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবেন। এই প্রক্রিয়াটী অতি শীঘ্র এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অর্থাৎ চক্ষুর পলক না ফেলিতে ফেলিতে সম্পাদিত করিয়া লইবেন। একটী খরগোসকে অপর খরগোসটীর আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত করিতে পারা যায়, এমনতর উপায় ঐন্দ্রজালিক ফাঁদের মধ্যেই প্রস্তুত করা আছে। ঐ কুহকময় ফাঁদের আর কোন রূপ প্রয়োজনই নাই, কেবল ঐ খরগোসটীকে অন্য খরগোসের উদরে বিনিহিত করিবার ছলে অন্তর্দ্ধান করিবার সুগম পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। এস্থলে পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এই যে খরগোসটীকে ঐ ফাঁদস্থিত আবরণের মধ্যে অন্তর্হিত করিয়া রাখা হইয়াছে, ঐ খরগোসটীকে কদাপি দর্শক মহাশয় সকলের সম্মুখে আর বহির্গত বা কোন ক্রমে প্রকাশিত করা হইবে না।

এস্থলে উৎকণ্ঠিত পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে ঐ শস্যাদি তুঁষ ভুষি কুঁড়া খোসা আদি পরিপূর্ণ কাচময় আধারের মধ্যে কি করিয়া ঐ খরগোসটী আবির্ভূত হইল। এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত করিবার জন্য সমস্তই সুস্পষ্ট করিয়া বিবৃত করা যাইতেছে।—ঐ শস্যাদির তুঁষ খোসা আদি পরিপূর্ণ কাচময় পাত্রে যে খরগোসটীকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহা অপর একটী স্বতন্ত্র খরগোস কৌশল

ক্রীমে সাধারণের অবিজ্ঞাত রূপে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠক মহোদয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন। একটী খরগোসের উদর হইতে আর একটী খরগোসকে কি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শস্যাদির তুঁষ কুঁড়া আদি পূর্ণ কাচময় পাত্রের অভ্যন্তরে নিপতিত করান গেল। আর দর্শক মহাশয় সকল যে খরগোসটীকে অপর খরগোসটীর উদর মধ্যে ভক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইটীকেই বা কিরূপে ঐ কুহকময় টেবিলের উপরিভাগে রাখিয়া সেই ঐন্দ্রজালিক খরগোসের ফাঁদের মধ্যস্থিত আবরণে আবরিত করিয়া গোপনে সাধারণের নয়ন যুগলে ধূলী নিক্ষেপের ন্যায় তিরোহিত বা অপসারিত করা হইল, তাহাও বোধ হয়, বুঝিয়া ফেলিতে পাঠক মহোদয় আর বাকী রাখিলেন না।

এস্থানে কেবল একটী কথা মাত্র পাঠক মহানুভবকে সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত করিয়া দিতে অবশিষ্ট আছে। সে কথাটী এই যে, ঐ কাচময় আধার স্থিত শস্যাদির তুঁষ ভুষী খোসা কুঁড়া প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ কেমন করিয়া ঐ দর্শক মহোদয় বর্গের মধ্যে স্থিত এক জনের নিকট হইতে প্রার্থনা পূর্ব্বক গৃহীত টুপীটীর অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াটী সম্পাদিত করিবার একটী অতি সহজ কৌশল আছে। পাঠক মহোদয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তখন বিবেচনা করিবেন যে, ইহার অপেক্ষা আর অনায়াস সাধ্য পন্থা কিছুই নাই। ইন্দ্রজাল তত্ত্ববিদ অভিনেতা পূর্ব্ব হইতেই অতি গোপনে একটী কৃষ্ণবর্ণ আল-পাকার কাপড়ে বিনির্ম্মিত থলীয়া উপাহৃত করিয়া রাখিবেন। ঐ আল্-পাকা কাহাকে কহে, তাহা বোধ করি পাঠক মহাশয় বর্গের মধ্যে সকলেই বিজ্ঞাত থাকিতে পারেন। এই আল্পাকা আর কিছুই নহে। ইহা কেবল ছাগ জাতীয় আল্পাকা নামক পশুর লোমপ্রস্তুত বস্ত্র। এই আল্পাকাকে দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যময় ভাগে বিচরণ করিতে প্রায়ই সন্দর্শন করা যায়। এক্ষণে পূর্ব্ব কথার অনুসরণ করা যাইতেছে। তাহার পর পরম মায়িক অভিনেতা ঐ আল্পাকার থলীয়াটীর মধ্য

ভাগ পূর্ব্ববৎ শস্যাদির তুঁষ কুঁড়া, ভুষী খোসা প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা পরিপূরিত করিয়া অতীব সংগোপনে রাখিবে। এই থলীয়াটী অভিনেতা তাঁহার ঐন্দ্রজালিক অঙ্গরক্ষিণীর নিম্নদিকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন। এই তুঁষ খোসা আদি পরিপূর্ণ আলপাকার থলীয়াটীকে অভিনেতাকে অতি গুপ্তভাব সুকৌশল সহকারে সেই টুপীটীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে। অভিনেতা টুপীটী অঙ্গুলী দ্বারা ঐ থলীয়ার পশ্চাৎ দিকের দুইটী কোণ টিপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে হস্তের কৌশল ক্রমে ঐ টুপীটীর মধ্যে ঐ থলীয়াস্থিত তুঁষ ভুষী খোসা কুড়া আদি পদার্থ গুলি ঢালিয়া দিবেন। তৎপরে ঐ থালী অর্থাৎ শস্যের তুঁষাদি শূন্য থলীয়াটীকে অভিনেতা চুপী চুপী কৌশল ক্রমে গুটাইয়া লইয়া সুবিধা অনুসারে স্বীয় যে কোন হস্তের মুষ্টির মধ্যে লুকায়িত করিয়া রাখিবেন। পরে অবসর বুঝিয়া ঐ থলীয়াটীকে গোপনে তিনি স্বীয় কোর্ত্তার পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিবেন। তৎপরে প্রকৃত সময়ে ঐ টুপীটী পরিদর্শক মহোদয় বর্গের সম্মুখে প্রদর্শিত করিলেই, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবেন যে, ঐ টুপীটীতে ঐ কাচময় আধার স্থিত সমস্ত তুঁষ কুঁড়া আদি দ্রব্য মায়া বলে উঠিয়া আসিয়াছে। আর তাহার পরিবর্ত্তে ঐ কাচময় আধারের মধ্যে সেই বৃহৎ খরগোসটীর ভক্ষিত ক্ষুদ্র খরগোসটী উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যাবহ ব্যাপার। দেখিতে ইহা যারপর নাই বিস্ময়প্রদ ও অদ্ভুত; কিন্তু একবার ইহার গূঢ়মর্ম্মটী অবগত হইতে পারিলে, ইহাকে আর তত অধিক বিস্ময়কর ও আশ্চর্য্যান্বিত বলিয়া প্রতীতি হইবে না। তখন ইহা অতি সহজ বিনির্ম্মাহ্য ও সুকৌশল পরিপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে।

এই ঐন্দ্রজালিক খরগোস ক্রীড়া কাণ্ডটী আরও বহুবিধ পন্থায় প্রদর্শিত করিতে পারযোয়। তাহা এক একটী করিয়া ক্রমশঃ নিম্নে সুবিবৃত হইতেছে,—

স্বাভাবিকই হউক বা অস্বাভাবিকই হউক যে কোন উপায় দ্বারাই হউক একটী খরগোসকে এই রূপে দর্শক মহোদয় বর্গের পুরোভাগে

আবির্ভূত করাইয়া এবং প্রধান ঐন্দ্রজালিক টেবিলের উপরিভাগে উহাকে সংস্থাপিত করিয়া রাখিবে। পরন্তু এস্থলে একটু সুকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ খরগোসটীকে ঐ মায়ামেজের পশ্চাদ্ ভাগের প্রান্তদিকের নিকটবর্ত্তী করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। আর উহাকে কিঞ্চিৎ ক্ষণের নিমিত্ত সেই কোন এক গ্রাহকের সমীপ হইতে প্রার্থনা গৃহীত টুপীটী দ্বারা আবরিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই সময়ে কুহকতত্ত্ববিৎ পরম মায়িক অভিনেতা এক শীট কাগজের জন্য অন্বেষণ করিতে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে থাকিবেন। অনন্তর যৎকালে ঐ কাগজ শীট টুকু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তৎকালে তাহা তিনি আর একটী মায়ামেজের উপরিভাগে বিস্তারিত করিয়া দিবেন। এই মায়া মেজটী যেন পূর্ব্বোক্ত প্রধান মায়া মেজের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আকারের হয় এবং প্রধান মেজের ঠিক পার্শ্ববর্ত্তিরূপে সংস্থাপিত করা থাকে।

তদনন্তর মায়াতত্ত্বাভিজ্ঞ অভিনেতা অতীব গুপ্তভাবে সুকৌশলে সে টুপীটীকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া ঐ খরগোসটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র মায়া টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাকে পূর্ব্ব কথিত কাগজ খানিতে উত্তমরূপে গুটাইয়া ও জড়াইয়া লইয়া একটী ক্ষুদ্র আকারের মোটা সোটা গোছের পুঁটলী বা গাঁটরী প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই স্থূলাকৃতি গাঁটরীটীকে হস্তে করিয়া গ্রহণ পুরঃসর অভিনেতা পরিদর্শক মহোদয় সমূহের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া সেই প্রধান কুহক টেবিলের দিকে অভিমুখ করিয়া বলিতে থাকিবেন,—"এক্ষণে পরিদর্শক মহাশয়গণ! যদি আপনারা আমাকে বিশেষ পরীক্ষার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনারা অবলোকন করিবেন, ঐ খরগোসটী এই কাগজ শীটের মধ্যভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অবার এই টুপীটীর অভ্যন্তর দেশে আবির্ভূত হইয়াছে।"

এই স্থলে পরিদর্শক মহোদয়দিগের প্রতীতি ও বিস্ময় উৎপাদনের নিমিত্ত অভিনেতা ঐ খরগোসে জড়ান কাগজের স্থূল ও ক্ষুদ্র পুঁটলীকে উভয় হস্ত দ্বারা সংঘর্ষিত করিয়া ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া

সকলকে প্রদর্শিত করাইবেন যে, আর কোথাও কিছু নাই, সে কাগজও নাই, সে খরগোসও নাই। সব ফাঁক। তাহার পর অভিনেতা ঐ টুপীটী কিঞ্চিৎ তুলিয়া ফেলিবেন ও দর্শক বর্গকে দেখাইয়া বলিবেন,—"দেখুন মহাশয়! এই টুপীটীর নিম্ন ভাগে সেই খরগোসটী যেমন তেমনই পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এস্থলে সুবোধ তীক্ষ্ণদর্শী ইঙ্গিতাকারতত্ত্বাভিজ্ঞ পাঠক মহাশয় তৎক্ষণাৎ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন যে, এই ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার মধ্যে প্রতি স্থলেই দুটী দুটী করিয়া খরগোস লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেখানে দেখিবেন, একটী মাত্র খরগোস লইয়া বহির্ভাগে প্রদর্শিত করা হইতেছে, সেই খানেই দেখিতে পাইবেন আর একটী খরগোস তাহার অন্তর্ভাগে নিম্নদেশে বা অন্য কোন অবিজ্ঞাত স্থানে সংগোপিত করা অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই এখানে পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, ঐ দুইটী খরগোসের মধ্যে একটীকে কৌশল ক্রমে ঐ টুপীর অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ঐ খরগোসটী পূর্ব্বোক্ত খরগোসের কুহকময় ফাঁদের সাহায্যেই বরাবর অবস্থিত আছে। দ্বিতীয় খরগোসটী ঠিক পরিমাণে আকারে গঠনে ও বর্ণে যেন প্রথম খরগোসটীর সহিত এক সমান হয়, নতুবা দর্শকগণের সমক্ষে সমস্ত বুজরুকীই ফাঁস হইয়া পড়িবে। ঐ দ্বিতীয় খরগোসটীকে একটী বাক্স অথবা একটী চুবড়ীর ভিতরে গোপন করিয়া সংরক্ষিত করিবে। ঐ বাক্সটী বা চুবড়ীটী ঠিক যেন সেই টুপীর পশ্চাদ্ভাগে থাকে। এই বাক্সটীর ডালা থাকিবে না। ক্রীড়া দেখাইবার জন্য যতক্ষণ না ঐ বাক্সটীর প্রয়োজন উপস্থিত হয়, ততক্ষণ উহাকে ঐ মায়া টেবিলের অন্তর্ভাগে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অন্তঃস্থিত সেই খরগোস কখনই অসময়ে দেখা দিতে সমর্থ হইবে না ও অভিনেতাও দর্শকবর্গের সমীপে হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবেন না।

তাহার পর অভিনেতা ঐ টুপীটীকে অল্প অল্প তুলিয়া ধরিয়া এরূপ ভান করিবেন, যেন উহার মধ্যদেশ হইতে সেই খরগোসটীকে বহির্দ্দেশে

আনীত করা হইতেছে। ঐ সময়ের মধ্যে সেই দ্বিতীয় খরগোসটীকে তিনি সেই লুক্কায়িত বাক্সটীর মধ্য হইতে গোপন ভাবে তুলিয়া লইয়া ঐ টুপীর মধ্যে স্থাপিত করিয়া দিবেন। এস্থলে কখনই পরিদর্শকবর্গ টের পাইবেন না যে, উহা অন্য একটী খরগোস। তাঁহারা স্বভাবতঃ বোধ করিতে থাকিবেন যে, যে খরগোসটীকে তাঁহারা দেখিয়াছেন, ইহাও সেইটী। পরে অভিনেতা টুপীর মধ্য হইতে ঐ খরগোসটীকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র টেবিলটীর উপরে রাখিয়া সেই কাগজ খানিতে লোক দেখান গোছের করিয়া জড়াইয়া ফেলিবেন। বাস্তবিক উহা যে কাগজে জড়ান হইল, তাহা কখনই পাঠক মহাভাগ বিবেচনা করিবেন না। অনন্তর কাগজ খানিতে খরগোসটীকে জড়াইয়া একটী পুঁটলী করা হইল। ফলতঃ ঐ কাগজের ভিতরে কিন্তু খরগোসটী নাই। কেবল দৃষ্টিভ্রমে নিপতিত হইয়া দর্শকবর্গ দেখিতেছেন যে, কাগজের পুঁটলীর অন্তরে খরগোসটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ পুঁটলীটীকে অভিনেতা ক্রমাগত চাপিতে থাকিবেন।

এস্থলে পাঠক মহোদয় বিবেচনা করিয়া লইবেন যে, ঐ প্রধান কুহক মেজের মধ্যস্থিত খরগোসের ঐন্দ্রজালিক ফাঁদের সাহায্যে ও তদুপরিস্থিত ঐ কাগজের পুঁটলীর আবরণ দ্বারা এই দৃষ্টিভ্রান্তি কেবল সমুৎপাদিত হইতেছে। ঐ কাগজের পুঁটলীর শেষ ভাগ ধরিয়া অভিনেতা এরূপে পাকাইয়া দিতে থাকিবেন, যেন তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পরিদর্শক মাত্রেই মনে করিতে পারেন যে, ঐ পুঁটলীর মধ্য ভাগে এক্ষণও খরগোসটী বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপে কপোত প্রভৃতি পক্ষী কি অপরাপর কোন জীব লইয়া এবম্বিধ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শিত করিতে পারা যায়। তাহাতে ইহার ন্যায় সমান ফল প্রসূত হইবে, নিঃসন্দেহ। ইহাতে কার্য্যকুশলতাই যথেষ্ট থাকিবে। কিঞ্চিৎও যে নির্ব্বাহ বিষয়ে অপটুতা উপস্থিত হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। এইরূপে অন্যান্য নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করা গিয়া থাকে।

পিস্তল দ্বারা বর্ত্তিকা জ্বালন।

একশত মধুখ বর্ত্তিকাকে যেরূপে একমাত্র পিস্তল ছোড়া দ্বারা প্রজ্বালিত করিতে পারা যায়, তাহার বিবরণ কথিত হইতেছে।

এই অতিশয় অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া বিবৃত করিতে আমরা অগ্রসর হইয়া প্রথমেই বলিতেছি যে, একশত মমবাতী একমাত্র পিস্তলের আওয়াজ দ্বারা জ্বালিতে হইবে। বাস্তবিক একশত বাতী মাত্রই কি জ্বালান যায়? তার কম বা বেশী কি জ্বালান যায় না? অবশ্যই যায়। তবে এই ক্রীড়ার একটী সাধারণ নাম বজায় রাখিবার জন্যই ওস্থলে একশত মাত্র মধূখ বর্ত্তিকার কথা উল্লিখিত হইল। পরন্তু যদি ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে, একশতর অধিক সংখ্যক বা অল্প সংখ্যক বর্ত্তিকাও প্রজ্বালিত করান যাইতে পারে।

এই ক্রীড়াতে বস্তুতঃ অধিক পরিমাণে একটী প্রাচীন বিজ্ঞানময় সুপরীক্ষিত কৌশল অভিনেতা কর্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই কৌশলটী আর কিছুই নয় কেবল প্রজ্বলনশীল তাড়িত পদার্থময় একটী বাক্‌স।

এক্ষণে তাড়িত যে কি পদার্থ, তাহার গুণ কি ও ধর্ম্ম কি? তাহা দ্বারা কি কি প্রয়োজন ও কার্য্য সংসাধিত হয় তাহা কথিত হইতেছে।

তড়িৎ শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। এই তড়িৎ শব্দ হইতেই তাড়িত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তড়িৎ হইতে সঞ্জাত, এইরূপ ইহার এক প্রকার অর্থ পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ভূমণ্ডলের ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এক প্রকার যে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে তাহার নাম তাড়িত। ইহা অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। ইহা হইতে অগ্নি, জ্যোতিঃ প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ, বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত, বজ্রশব্দ প্রভৃতিই ইহার কার্য্য। ইহার দুইটী শক্তি আছে— একটী তাড়িতাকর্ষণী ও অপরটী তাড়িতবিয়োজনী। পরিচালকতা ও অপরিচালকতা এই দুইটী গুণও ইহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত পদার্থেই

তাড়িত বর্ত্তমান আছে। আকাশে অনেক খণ্ড মেঘ উদিত হইলে, প্রত্যেক মেঘ খণ্ড হইতে প্রত্যেক মেঘ খণ্ডে, তাড়িত পদার্থ পরস্পর আকর্ষণ ও বিয়োজন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, গমনাগমন করিয়া থাকে এবং পৃথিবী হইতে মেঘে অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতেও ইহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে তাড়িতের গমনাগমন করার কালে ঐ দুইটী মেঘ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা ক্রমশঃ পরস্পর পরিমাণে সমান হইয়া আইসে। এক মেঘ হইতে মেঘান্তরে তাড়িত পদার্থের গমনাগমন কালে যে উৎকট জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, তাহাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বলা যায়া থাকে। ঐ দুই মেঘ খণ্ডের তাড়িত পদার্থের পরস্পর সংঘর্ষণে যে ঘোরতর শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মেঘগর্জ্জন বা বজ্রধ্বনি বলা যায়। তাড়িত হইতে যে ভীষণ মহান্ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, তাহাকে বজ্র শব্দে অভিহিত করা যায়। অপিচ, পৃথিবী হইতে মেঘে, অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত পদার্থ ঐরূপে প্রবিষ্ট হইবার কালে জ্যোতিঃ প্রকাশ, শব্দ উৎপত্তি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদ্গম হইয়া বিদ্যুদ্বিস্ফুরণ বজ্রনাদ বা মেঘ গর্জ্জন ও বজ্র এই তিনটীরই ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। মেঘ হইতে পৃথিবীতে বা পৃথিবী হইতে মেঘে তাড়িত পদার্থ প্রবিষ্ট হইবার কালে যে তাড়িতের সম্পাৎ বা আঘাত হইয়া থাকে, তাহাকে বজ্রপাৎ বা বজ্রাঘাত কহা যাইয়া থাকে। এই তাড়িত পদার্থ দ্বারা বিজ্ঞানের অনুবলে অধুনাতন অনেকবিধ প্রয়োজনোচিত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাড়িত বার্ত্তাবহ, বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি যন্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

এক্ষণে পাঠক মহোদয়কে একশত বাজীর প্রক্রিয়া স্পষ্টরূপে বিবৃত করিবার জন্য প্রথমে আমরা তাড়িত বাক্সের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত করিব। ইহার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

প্রথমতঃ একটী তাড়িত পদার্থ রক্ষণোপযোগী বাক্স সুপ্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার অভ্যন্তরে একটী জলজান বাষ্পে পরিপূর্ণ আধার সংযোজিত করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ জলজান বাষ্পময় পাত্রের সহিত আর একটী নল সংলগ্ন করা থাকিবে। এই নলটীকে প্রজ্বালক শব্দে অভিহিত

করা যাইতে পারা যায়। উহার সহিত আর দুইটী অতি পাতলা ধাতুময় তার প্রস্তুত করা থাকিবে। একটী দক্ষিণ দিকে ও অপরটী বামদিকে সংস্থাপিত করা থাকিবে। এই দুইটী ধাতব তন্ত্রের শেষভাগ খুব পরস্পরে নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। আপাততঃ দেখিলে, স্পষ্টরূপে বোধ হইবে, যেন ঐ প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন প্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটী তারের মধ্যে একটী তার একটী কাচময় আধারের উপরিভাগে সংস্থিত হইয়া অন্যটীর সহিত অসংমিলিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর অপর তন্ত্রটী একটী পিত্তল-ময় দণ্ডের উপরে সংস্থাপিত করা রহিয়াছে। ঐ পিত্তল নির্ম্মিত দণ্ডটী ভূমির সহিত নিম্নদেশে সংলগ্ন করা আছে।

যখন জলজান বাষ্প (Hydrogen Gas) ঐ প্রজ্বালক নল হইতে খালি হইয়া যায়, তখন ইহা সমান ভাবে ঠিক তাড়িত বাক্সের মধ্যস্থিত মধূথবর্ত্তিকার পলিতার উপরিভাগে নিপতিত হয়। এক্ষণে পাঠক মহোদয়কে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ঐ মম বাতীটী তাড়িত বাক্সের কোন্ স্থানে স্থাপিত করা আছে। ঐ মম বাতীটী পূর্ব্বোক্ত দুইটী ধাতুময় অতি পাতলা তারের অবিকল মধ্যভাগে উপবিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ এমন ভাবে বসান আছে যে, তাড়িত স্রোতঃ প্রবহণ কালে উহাতে অতি সহজেই যেন অগ্ন্যুৎপাৎ হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে জলজান বাষ্পকে প্রজ্বালক নল হইতে মুক্ত করাইয়া ঐ বাতীর পলিতার উপরে নিপতিত করা হইতেছে, ঠিক ঐ সময়ে যদি একবার তাড়িত প্রবাহ তাড়িত যন্ত্র বলে প্রধাবিত করাইয়া ঐ দক্ষিণ দিকের অতি পাতলা ধাতুময় তারের সহিত, অর্থাৎ যে তারটী কাচময় আধারে সংস্থিত হইয়া পরস্পর অসংমিলিত অবস্থায় রহিয়াছে, সেই তারটীর সহিত সংযোজিত করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি বৈদ্যুতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া ঐ তন্ত্রের বিপরীত ভাগে যাইবার কালে উহা এই জলজান বাষ্পের মধ্যভাগ দিয়া অতিক্রান্ত হইতে থাকিবে। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জলজান বাষ্পে স্পৃষ্ট হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহাতে অগ্ন্যুৎপাৎ হইয়া যাইবে। ঐ সঙ্গে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও বৈদ্যুতিক আলোক বিপুলতম জ্যোতির সহিত বিনির্গত

হইতে থাকিবে। এইরূপে ঐ দুই ধাতুময় অতি পাতলা তারের মধ্যবর্ত্তী মম বাতীটীর শলিতাতে অবলীলাক্রমে ঐ বৈদ্যুতিক বহ্নি শিখার অগ্রভাগ স্বতঃ সংস্পৃষ্ট হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ ঐ মম বাতীটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া অতি উৎকট চক্ষুর অসহ্য আলোকরাজী ও প্রবল কিরণমালা বিকীর্ণ করিতে থাকিবে।

এস্থলে যেমন এই একটী মম বাতী জ্বলিত করিবার প্রণালী ধারা বাহিক ক্রমে বিবৃত করা হইল, পাঠক মহোদয় ঐরূপে অপরাপর মমবাতী প্রজ্বালিত করিবার প্রক্রিয়াও বুঝিয়া লইবেন। একটী মমবাতী যেরূপে জ্বালান হইল অমনি দশটী পঞ্চাশটী একশতটী পাঁচশতটী বা এক সহস্রটী অথবা তাহার ঊর্দ্ধ যত ইচ্ছা ততটী মধূত্থবর্ত্তিকা অবিকল জ্বালান যাইতে পারে।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সারী সারী যত সংখ্যা বাতী জ্বালাইতে বাসনা হইবে, তত সংখ্যক জলজান বাষ্পে পূর্ণ আধার, প্রজ্বালক নল, দুইটী দুইটী পাতলা ধাতুময় তার, কাচময় আধার, পিত্তলময় দণ্ড ও দুই-তারের মধ্যবর্ত্তী করিয়া সংস্থাপিত মধূত্থবর্ত্তিকা সংগ্রহ করিয়া বিধান অনুযায়ী সাজাইয়া রাখিতে হইবে। এস্থলে একটী মাত্র জলজান বাষ্পের আধার রাখিলেও চলে, ইহাই সুবিধাজনক।

এস্থলে যদি মায়াতত্ত্ববিৎ অভিনেতার পরিদর্শক মহোদয়বর্গকে এক শতটী মমবাতী জ্বালাইয়া প্রদর্শিত করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি উহার উপযুক্ত উপকরণের আয়োজন করিবেন। একশতটী মমবাতীর উপযুক্ত উপকরণ ধরিতে পারে, এমনতর একটী বৃহৎ ও সুদীর্ঘ তাড়িত বাক্স তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া রাখিতে হইবে।

এস্থলে পাঠক মহাশয়সকলকে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া না দিলে দেখিতেছি আর চলিল না। এই দুইটী দুইটী করিয়া সুজ্জীকৃত অতি পাতলা তারগুলী সকলেই পরস্পর একত্র সংযুক্ত করা আছে। উহাদের কাচময় আধার গুলি সকলেই অসংমেলক অর্থাৎ ঐ যোড়া যোড়া তার গুলিকে পরস্পর অসংমিলিত করিয়া দিতেছে। কেবল শেষভাগের একটী

মাত্র কাচময় আধার অসংমেলক নহে। সমুদায় প্রজ্বালক নলগুলি কেবল একটী বৈদ্যুতিক সুদীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বৃহৎ নলের সহিত সংযোজিত করা আছে। ইহাতে করিয়া ঐ সমস্ত প্রজ্বালক নলগুলিতেই জলজান বাষ্পময় আধার হইতে ঐ বাষ্প উত্থিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আর প্রতি যুগল যুগল ধাতব তারের মধ্যভাগে এবং একটী একটী প্রজ্বালক নলের সম্মুখভাগে একটী একটী করিয়া মধুথবর্ত্তিকা সংস্থাপিত করা থাকিবে। এস্থলে তাড়িত স্রোতঃ প্রবাহিত করিবার জন্য একটী মাত্র যন্ত্র থাকার আবশ্যক হইয়া থাকে।

এই তাড়িত যন্ত্র প্রচালিত করিয়া মমবাতী গুলিতে অগ্ন্যুদ্দীপন করিবার কালে অগ্রে জলজান বাষ্প এক সাধারণ আধার হইতে সঞ্চালিত করিয়া প্রত্যেক প্রজ্বালক নলে পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ঠিক ঐ মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার তাড়িত স্রোতঃ প্রবাহিত করিবা মাত্রই উহা একটীমাত্র সংমেলক দণ্ডকে পরিবেষ্টিত করিতে না করিতেই তৎক্ষণাৎ সমুদায় সংমেলক দণ্ডে স্পৃষ্ট হইয়া যাইবে। অবিলম্বে অমনি প্রত্যেক প্রজ্বালক নল পূর্ণ জলজান বাষ্পভাগ ঐ তাড়িত স্রোতঃ দ্বারা বৈদ্যুতিক বহ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাইবে, তাহা হইলেই উহার সমীপবর্ত্তী মমবাতী গুলির পলিতা ঐ প্রজ্বলিত জলজান বাষ্পের সাহায্য প্রাপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। অমনি একবারে একশত মমবাতী হইতে প্রখর রশ্মিরাজীর সহিত মহান্ বৈদ্যুতিক আলোক উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকময় করিবে।

অতি শীঘ্র এই সমস্ত বাতী একবারে এক ইসারা মাত্রেই প্রজ্বালিত করাইবার জন্য একটী উপায় পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিলেই চলিবে। প্রত্যেক বাতীর পলিতাটীকে একটু সূচীর ন্যায় সরু করিয়া ও খানিকটা বাতীর মমের অংশ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে। ঐ পলিতাগুলির অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তারপিনের অভিষব (Spirits of Turpentine) দ্বারা আর্দ্র করিয়া রাখিতে হইবে। এই তারপিনের অভিষব পলিতাতে লাগাইতে হইলে, উষ্ট্রের বালধি নির্ম্মিত প্রসাধিকা অর্থাৎ ক্রশ (brush) দ্বারা লাগানই শ্রেষ্ঠতর পন্থা।

এখানে পাঠক মহোদয়কে বলিয়া দিতে হইবে যে, যদি অধিক সংখ্যক বাতী প্রজ্বালিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাড়িত প্রবাহ অধিকতম প্রমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাড়িত স্রোতঃ সঞ্চালনের শক্তি অল্প হইলে একবারে দুটী পাঁচটী বা দশটী মাত্র বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিবে, আর অবশিষ্ট বর্ত্তিকাগুলি যেমন তেমনিই থাকিবে। কারণ তাড়িত স্রোতকে একবার মাত্র প্রবাহিত করাইলে, উহাকে সেই তাড়িত বাক্সের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক বাতীর নিকটে যাইয়া প্রত্যেক বার বাধা পাইয়া থামিতে হইবে। প্রত্যেক বার থামিয়া প্রত্যেক বাতী জ্বালাইতে হইলে যদি তাড়িত স্রোতের বেগ অল্প হয়, তাহলে সমুদায় বাতীর নিকটে উহার পরিধাবিত হইতে শক্তি পর্য্যাপ্ত হইবে না। এইজন্য তাড়িত প্রবাহের বেগ অধিকতর করা আবশ্যক। তাহা হইলে প্রত্যেক বাতীর নিকটে থামিয়া বাধা পাইতে হইলেও তাড়িত স্রোতের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত না হইতে হইতেই একবারে সমুদায় বাতী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। পরিদর্শক মহোদয়বর্গের সন্নিধানে তাহা হইলে অভিনেতার আর অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণই থাকিবে না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক প্রকার সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক সংঘর্ষক যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত করা হইত। কিন্তু ইহা তত অধিক কার্য্যকারিতা শক্তি সম্পন্ন হইত না। এই যন্ত্র যতবড় শক্তি সমন্বিত হউক না কেন, যদি তদানীন্তন বায়ু বিশেষ একটু আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে যচারাচর এইরূপ অবস্থা ঘটিত যে, যতখানি পরিমাণে তাড়িত দ্রব উৎপন্ন করা হইত, সে সমস্ত তাহাই কার্য্যকালে অপর্য্যাপ্ত ও অনুপযোগী হইয়া পড়িত। দুটী একটী বাতী তাহা দ্বারা অনায়াসে জ্বালাইতে পারা যাইত। কিন্তু অভিনেতার অভিলাষানুযায়ী অনেকগুলি বাতী যুগপৎ প্রজ্বালিত করিতে পারা যাইত না। অনেক স্থলে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, অভিনেতা এই অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া সমাহিত করিতে গিয়া পরিদর্শক মহোদয় সমূহের সমীপে সম্পূর্ণ রূপে অসিদ্ধ ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন।

অধুনা এই কার্য্য সংসাধনের বিলক্ষণ একটী সহজ ও সুগম পন্থা

আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী অভিনব তাড়িত যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম বৈদ্যুতিক রজ্জু সমাকর্ষক যন্ত্র। এস্থলে যত অধিক বাতী জ্বালাইবার প্রয়োজন হইবে, ততদূর পরিমিত স্থানের উপযোগী, বৈদ্যুতিক রজ্জু বরাবর সংযোজিত করিয়া দিতে হইবে। ইহা দর্শকবর্গ যেন না অবগত হইতে পারেন। ইহা রজনী যোগে অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে সংসাধিত করা হইবে, বলা বাহুল্য। তাহা হইলে এই সমার্ষক তাড়িত রজ্জু প্রত্যেক বর্ত্তিকাতে সংযোজনা করিয়া দিলে, কাহারই টের পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে অভিনেতার এই ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শন ব্যাপারে অসফলকাম বা অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণই পরিলক্ষিত হইবে না। তিনি নিঃসংশয়িত চিত্তে এইক্ষণে এই কার্য্য অবলীলা ক্রমে করিতে পারিবেন। কারণ এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকারিতা ক্ষমতা তাঁহার মুষ্টিমধ্যেই সংবদ্ধ রহিল। তিনি যতগুলি বর্ত্তিকা জ্বালাইতে বাসনা করেন, ততগুলির পরিমিত স্থান অনুযায়ী তাড়িত সমাকর্ষক রজ্জু বর্দ্ধিত, বিস্তারিত ও সংযোজিত করিয়া দিলেই চলিবে।

এস্থলে পিস্তল একটী ছুড়িবা মাত্রই যে, সমস্ত বাতীগুলি জ্বলিয়া উঠিবে, বলা হইয়াছে, সেই পিস্তলটীর সহিত এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কোন সংশ্রবই নাই। এই কার্য্য কিরূপে প্রদর্শিত করিতে হইবে, তাহা এই স্থলে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে,—

প্রথমে অভিনেতা ও তাঁহার সহকারী অভিনেতা একত্র হইয়া পূর্ব্বকথিত তাড়িত বাক্স ও তদভ্যন্তরস্থ সজ্জীকৃত একশত মধুথবর্ত্তিকা রঙ্গ গৃহের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অতীব সংগোপনে আনুপূর্ব্বিক রূপে সমস্তই সুপ্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। নেপথ্যের অভ্যন্তরে ঐ রজ্জু সমাকর্ষক যন্ত্রটী গোপন করিয়া রাখা হইবে। তাড়িত রজ্জু উহা হইতে বিস্তারিত হইয়া তাড়িত বাক্সস্থিত প্রত্যেক বাতীতে সংযোজিত করা থাকিবে। সহকারী ঐ নেপথ্যের ভিতরে ঐ সমার্ষক তাড়িত রজ্জু যন্ত্রের মূল দেশে উপবিষ্ট হইয়া গুপ্তভাবে থাকিবেন। যেন অভিনেতার ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্রেই সহ-

কারী ঐন্দ্রজালিক তৎক্ষণাৎ তাড়িত যন্ত্র প্রচালিত করিয়া তাড়িত রজ্জু দ্বারা তাড়িত স্রোতঃ সঞ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত বর্ত্তিকাই যুগপৎ প্রজ্বালিত করিয়া দিতে পারেন।

অনন্তর অভিনেতা একটী পিস্তল সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে বারুদ গুলী প্রভৃতি রীতিমত ঠাসিয়া লইয়া ক্যাপ ট্যাগ চড়াইয়া পরিদর্শক মহোদয় বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—"দেখুন, মহোদয়বর্গ! এই স্থানে একশত মধূথবর্ত্তিকা সাজান রহিয়াছে। ইহাদের উপরে একটী পিস্তল ছুড়িয়া গুলিকা নিক্ষেপ করিবা মাত্রই ইহারা একবারে সমস্তই দপ্ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোক রাশি বিতরণ পুরঃসর সাধারণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকিবে।"

এই কথা কহিয়া অভিনেতা ঐ রঙ্গ গৃহের মধ্যস্থিত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুসজ্জীকৃত একশত মধূথবর্ত্তিকার দিকে অভিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া বিলক্ষণ রূপে উহার দিকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলটী ছুড়িয়া ফেলিবেন। অমনি ঐ পিস্তলের আওয়াজ শ্রবণ গোচর করিবা মাত্রই ইঙ্গিতজ্ঞ সহকারী ঐন্দ্রজালিক নেপথ্য হইতে গুপ্তভাবে তাড়িত রজ্জু দ্বারা তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিবেন। অমনি তৎক্ষণাৎ পিস্তলের ধূমমালা বিকীর্ণ ও অদৃষ্ট হইতে না হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাড়িত সংস্পর্শে সমস্ত বর্ত্তিকা যুগপৎ প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। পরিদর্শকবর্গ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত, তুষ্ট ও কৌতুকান্বিত হইয়া পড়িবেন।

অধুনা পাঠক মহোদয়বর্গের চিত্ত বিনোদন করিবার নিমিত্ত আমরা অপর অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড বিবৃত করিতে যথাবিহিত অধ্যবসায় পরতন্ত্র হইতেছি।

ঐন্দ্রজালিক উপদেবতা ক্রীড়া প্রদর্শন।

এই ঐন্দ্রজালিক ঔপদৈবিক প্রক্রিয়াটী অতীব মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রের সাহায্যে যত প্রকার দৃষ্টি ভ্রান্তি মূলক দৃশ্য উৎপাদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সুকৌশল

সম্পন্ন। ইহা দ্বারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, ব্রহ্মদৈত্য, মামুন্দো জিনি, ডাকিনী, রাক্ষসী, শঙ্খচুন্নী, প্রেতিনী, পিশাচী, পরী প্রভৃতি সম্পর্কীয় সকল প্রকার কুহক কাণ্ড সংসাধন করিয়া সহৃদয় সজ্জনগণের মানস হরণ করিতে পারা যায়।

এই মায়াময় ভূত বা প্রেতিনীর অপচ্ছায়াময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিলে পরিদর্শক মহোদয়বর্গের মনে দৃঢ় ধারণা ও গাঢ় বিশ্বাস হইবে যে, ইহা যথার্থই ভূত, প্রেত, দৈত্য আদি কোন একটা উপদেবতার আবির্ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা যে মিথ্যা কুহক কৃত দৃষ্টিভ্রান্তি মাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইবে না। কারণ, এই কাণ্ড দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রের প্রভাবে এবম্প্রকার সত্যরূপে সাধারণের মনঃপ্রতীতি জন্মাইয়া দিতে পারে যে, তাহাতে আর কাহারও কোনরূপ অবিশ্বাস ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিবার কোনরূপ কারণই বর্ত্তমান থাকে না।

পাঠক মহোদয়! মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক অবলোকন করুন।—রঙ্গ গৃহের মধ্যে কুহক প্রদর্শন স্থলে দুইটী মনুষ্য যোদ্ধৃবেশে বিচরণ করিতেছে। এই দুইটী লোক পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিতেছে, যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে, প্রতিদিকে পরস্পর যাতায়াত করিতেছে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালন করিতেছে। ইহাদের দুই জনের মধ্যে এক জনের হস্তে একখানি করবাল রহিয়াছে। দুইটীকেই মানুষ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু দুইটীর ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ। বাস্তবিক একটীকে দেখা যাইতেছে, শোণিত মাংসময় দেহধারী অবিকল মনুষ্য। অন্যটীকে ভৌতিক ছায়াময় স্পর্শ বোধ শূন্য নিষ্প্রভ মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেবযোনি বিশেষ।

রক্তমাংসময় দেহধারী মনুষ্যটী এই অপচ্ছায়াময় ভূতের সহিত বিলক্ষণ একটা বাহু যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। এই হাতাহাতী লড়াইয়ে মনুষ্যটী যতই যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করিতেছেন ততই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। ইনি ভূতের গাত্রে সাধ্য অনুসারে যত পারিতেছেন, ততই তাঁহার হস্তস্থিত তরবারী প্রহার করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে এই ভূতের শরীরে কিছুই বাধ্যকর হানি হইতেছে না। দেখুন, কি আশ্চর্য্য! পাঠক মহানুভাব!

এই মনুষ্যটীর তরোয়ালখানি প্রতি আঘাতেই ভূতের দেহের মধ্যভাগ দিয়া কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভূতের দেহ পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই সম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে। যেন একখানি বাষ্পময় মেঘ বা ধূমমালার অভ্যন্তর দিয়া এই মনুষ্যের করবালখানি গমনাগমন করিতেছে। ইহাতে ধূমরাজীর বা বাষ্প সংঘাতের কিছুই হইতেছে না, উহা যেমন তেমনই পূর্ব্বাকারে রহিয়াছে। দেখুন এই ছায়াময় আকৃতি, তাহার দেহে তরবারী আঘাত জনিত যে কোনরূপ হানি হইয়াছে, তাহার কণামাত্র লক্ষণও প্রকাশ করিতেছে না। দেখুন, ভূতটী যেমন তেমনই রহিয়াছে। ঐ মানুষটী যতই তেড়ে তেড়ে গিয়া ভূতকে স্বীয় তরবারীর আঘাত করিতেছেন, ততই ঐ ভূত তাহা তৃণ জ্ঞান বোধ করিয়া নানারূপ ভাঁড়ামীর সহিত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে করিতে করিতে উড়াইয়া দিতেছে। এই মিথ্যা হাতাহাতী যুদ্ধে মনুষ্যটী ক্রমশঃ ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু ভূতের কিছুই হয় নাই। উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। পাঠক মহাত্মাগ! এইবারে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করুন দিকি, ঐ ছায়াময় ধূম্রাকার দেহবিশিষ্ট উপদেবতা ক্রমশঃ পাতলা হইয়া একবারেই বাতাসের সহিত মিশাইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঐ মনুষ্যটী রঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে পরম ভীতের ন্যায় একাকী ভেকোর মত স্তব্ধ ও অবাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এবারে পাঠক মহাশয়! দেখুন দিকি ঐ রঙ্গক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে সেই ভূতটী সহসা আবার আবির্ভূত হইয়া পড়িল। দেখুন, উহা ক্রমশঃ উহার বিপক্ষ অস্ত্রধারী মনুষ্যের দিকে কেমন অগ্রসর হইতেছে। দেখুন, মনুষ্যের সহিত উহার আবার কেমন হস্ত যুদ্ধ ঘোরতররূপে বাধিয়া গেল। ঐ মনুষ্যটী ভূতকে যতই স্বীয় করবালের আঘাত করিতে যাইতেছেন, ততই ভূত তাহা নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া অতি ক্রম করিয়া ফেলিতেছে। একবার একবার মনুষ্যটী ঐ উপদেবতার অমানুষিক ভৌতিক শক্তি দ্বারা আহত হইয়া অভিভূত প্রায় হইয়া পড়িতেছে; আবার চৈতন্য লাভ করিয়া দ্বিগুণ বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। দেখুন দেখুন, কি অদ্ভুত কাণ্ড, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঐ মনুষ্যটীকে অবশেষে যুদ্ধে পরাভূত ও

সংজ্ঞাশূন্য করিয়া চিৎপাত করিয়া ফেলিয়া ভূতটা সহসা তিরোহিত হইয়া শূন্যমার্গে মিলাইয়া গেল।

এই মায়াময় মিথ্যা কাল্পনিক ছায়াবিশিষ্ট ভূত দেহ প্রস্তুত করিবার ব্যাপার কেবল একটী দৃষ্টি বিদ্যার অনুমোদিত নিয়মের উপরেই নির্ভর করে। আমরা এক্ষণে পাঠক মহাশয়কে ঐ দৃষ্টিবিজ্ঞান (Optics) সম্বন্ধ নিয়ম ও তদনুগত কৌশল আদি সমস্ত কাণ্ডই পরিষ্কৃতরূপে বিবৃত করিয়া দিতেছি; আর এই প্রক্রিয়াটী কিরূপেই বা এই ভোজবিদ্যার মধ্যে অশেষ চাতুরীর সহিত প্রযুক্ত করিয়া রঙ্গস্থলে নানাবিধ আশ্চর্য্য কাণ্ড প্রদর্শিত করিতে পারা যায়, তাহাও ক্রমশঃ বিবৃত করিয়া দিতেছি।

এবিষয় অতি সহজে বোধগম্য হইতে পারে, এমনতর একটী ব্যাখা আমরা করিয়া দিব। পাঠক মহাশয় অনায়াসেই তাহা বুঝিয়া উঠিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

পরম মায়াবিৎ অভিনেতাকে প্রথমে রঙ্গগৃহের নেপথ্য ভাগকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই দুই অংশই অতি গোপনীয় ভাবে সুরক্ষিত করা হইবে। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ ইহা অনুসন্ধান করিয়া কোন ক্রমেই যেন অবগত হইতে না পারেন। নেপথ্যের প্রথম অংশে সহকারী অভিনেতা স্বয়ং থাকিবেন। তাঁহার নিকটে দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রটী রক্ষিত থাকিবে। তিনি ঐন্দ্রজালিক ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার কালে ঐ দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রটীকে পরিচালিত করিতে থাকিবেন। আর নেপথ্যের দ্বিতীয় ভাগে আর একজন সহকারী অভিনেতা ভূত সাজিয়া ঠিক ঐ দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি সঞ্চালিত করিতে থাকিবে। আর রঙ্গগৃহে অভিনেতা স্বয়ং অবস্থান করিবেন। তাঁহার সহিত ঐ ভূতের যুদ্ধ আদি ক্রীড়া সংঘটিত হইবে। নেপথ্যের দ্বিতীয় অংশে যে দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা ভূত সাজিয়া স্বকীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালন করিতেছেন, সেই ব্যক্তির ছায়া দৃষ্টি যন্ত্রের অনুবলে প্রতিফলিত হইয়া রঙ্গগৃহে নিপতিত হইতে থাকিবে। ঐ দ্বিতীয় অভিনেতা নেপথ্যের দ্বিতীয় অংশে থাকিয়া যেরূপে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি চালনা করিতে থাকিবেন, রঙ্গ-

ক্ষেত্রে তাঁহার ছায়াও অবিকল সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনার অভিনয় করিতে থাকিবে। অভিনেতা এই ছায়ার সঙ্গেই বাহুযুদ্ধ করিতে থাকিবেন। এই ছায়াকেই পরিদর্শকবর্গ ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকিবেন। এই ছায়াকে প্রাচীর আদি কোন পদার্থের গাত্রে যেরূপে ছায়া নিপতিত হইতে দেখা যায়, সেরূপ দেখাইবে না। ইহা রঙ্গ ক্ষেত্রে পুরুভরে অবিকল মনুষ্যের আকৃতির ন্যায় অবস্থিত হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। কিরূপ যন্ত্র আদির সাহায্যে কিরূপ প্রক্রিয়ার যোগে ও কিরূপ কৌশলের অনুসরণে এই ঐন্দ্রজালিক কৌতুক প্রদর্শন সুনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা এস্থলে ক্রমশঃ বিবৃত করিতেছি।

এই দৃষ্টি বিজ্ঞান যন্ত্রটী কিরূপে প্রস্তুত উপবিষ্ট ও বিন্যস্ত করিতে হইবে, তাহা পাঠক মহাশয় শ্রবণ করুন। প্রথমে একটী টেবল্ সংগৃহীত করিয়া স্থিরভাবে বসাইতে হইবে, যেন উহা উঁচু নীচু ভাবে বসিয়া না নড়ে চড়ে। ঐ টেবলটীর উপরিভাগে বাসন প্রস্তুত হয় যে কাঁচে, সেই কাঁচ এক খণ্ড বক্র ভাবে রাখিতে হইবে। ঐ কাঁচে যেন রূপালীর কার্য্য করা না থাকে। উহা এরূপ বক্রভাবে বসাইতে হইবে যে, উহার মস্তকদেশ ঊর্দ্ধভাগে সংস্থাপিত করা থাকে। যদ্যপি এবম্বিধ কাচ খণ্ড না প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে এই জানালাতে সচরাচর যেরূপ কাঁচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা একখণ্ড এই কার্য্যে প্রয়োগ করিলেও চলিবে। কিন্তু এই কাঁচখানি বেশ সুপরিষ্কৃত হওয়া চাই। যেন ইহাতে কোনরূপ কলঙ্ক দাগ, মলিনতা, বায়ুবুদ্বুদ আদি চিহ্ন না থাকে। এই কাঁচ খণ্ডের দৈর্ঘ্যও যে পরিমাণের, বিস্তারও সেই পরিমাণের হওয়া চাই। ইহা ১০ দশ ইঞ্চ পরিমিত হইলেই যথেষ্ট হইবে। পাঠক মহাশয়! এস্থলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, এইরূপ ঐন্দ্রজালিক ভৌতিক ক্রীড়ার ব্যাপার রজনীযোগেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

তাহার পরে একটী প্রদীপ্ত মমবাতী সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রথম সহকারী অভিনেতা সেই টেবিলটীর উপরে বসাইবেন। পাঠক! এখানে বুঝিবেন যে, এই টেবিল, দৃষ্টিবিজ্ঞান যন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত সামিগ্রীই নেপথ্যের

প্রথম অংশে থাকিবে। প্রথম সহকারী অভিনেতা এই টেবিলটীকে সম্মুখ ভাগে রাখিয়া একটী চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া ঐ যন্ত্রটীকে পরিচালিত করিতে থাকিবেন। নেপথ্যের দ্বিতীয় অংশের অভিমুখে এই যন্ত্রটীকে স্থাপিত করিয়া প্রথম সহকারী অভিনেতার উপবেশন করা কর্ত্তব্য। টেবিলের উপরে সহকারীর সম্মুখভাগে সেই কাঁচখানি স্থাপিত করা থাকিবে। সেই কাঁচখণ্ড ও সহকারীর সম্মুখভাগ, এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঐ বাতীটীকে বসাইয়া দিতে হইবে। সেই কাঁচখণ্ড হইতে প্রজ্বলিত মমবাতীটী প্রায় ৩ তিন ইঞ্চ পরিমিত দূরে সংস্থিত হইয়া থাকিবে। এই স্থানের অর্থাৎ ঐ মমবাতীটীর পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ প্রথম সহকারীর অব্যবহিত পুরোভাগে একখানি পুস্তক সোজাভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিবে। এই পুস্তকখানিতে কি কার্য্য সংসাধিত হইবে, পাঠক মহোদয়, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ পুস্তকখানির কার্য্য এমন আর কিছুই না, কেবল একটী পর্দ্দার প্রয়োজন উহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে।

এক্ষণে নেপথ্যের প্রথম অংশ মধ্যে প্রথম সহকারী অভিনেতা চৌকীর উপরিভাগে উপবেশনপূর্ব্বক টেবিলের সম্মুখভাগে থাকিয়া ঐ পুস্তকখানির বিপরীত দিকের অন্তরাল হইতে উপরিভাগ দিয়া ঐ কাঁচখণ্ডের দিকে অবলোকন করিবেন। তিনি ঐ গ্লাসের মধ্যভাগ দিয়া দেখিতে পাইবেন যে, ঐ প্রজ্বলিত মমবাতীটীর উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়া কাঁচ দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া ঐ কাঁচ খণ্ডের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ সম্মুখভাগে প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃত মমবাতীটীকে সহকারী দেখিতে পাইবেন না, কারণ উহা তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে পুস্তকখানি দ্বারা আবরিত করা রহিয়াছে। প্রকৃত বাতীটী হইতে কাঁচখণ্ড যতদূরে আছে, সেই কাঁচখণ্ড হইতে ঐ প্রদীপ্ত বাতীর প্রতিবিম্বটীও ঠিক ততদূরে ঐ কাঁচখণ্ডের অপর দিকে সংস্থিত আছে বলিয়া প্রতীতি হইবে। তখন তাঁহার বোধ হবে, ঐ বাতীটী উহার প্রকৃত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ দৃশ্যমান স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়কে ইহার একটী উদাহরণ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে

হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক বিষয়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সকলেই বোধ হয় এরূপ দেখিয়া থাকিবেন, কলের গাড়ীতে করিয়া কোন সময় ঘোর অন্ধকারময়ী কৃষ্ণপক্ষের রজনীযোগে পর্য্যটন করিতে করিতে পরিলক্ষিত হয় যে, গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একটী তাহা অপেক্ষা অল্পতর ক্ষীণ, কিন্তু তদ্রূপ, আলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ আলোকটী আর কিছুই নহে, কোন মূল আলোকের প্রতিচ্ছায়া তাহার পার্শ্বস্থ কাচখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া ঐ রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

ঐরূপে অবস্থান করিয়া প্রথম সহকারী অভিনেতা ঐ প্রকৃত মমবাতীটীর নিকটবর্ত্তী পুস্তকখানির পশ্চাদ্ভাগ হইতে দর্শন করিতে করিতে যদি তিনি তাঁহার হস্ত ঐ কাঁচের পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার অঙ্গুলিসকল অবিকল ঐ কাঁচখণ্ডের অপর পার্শ্বস্থ সেই প্রকৃত মমবাতীর প্রতিবিম্বময় আলোক দিয়া অতিক্রান্ত হইতেছে। ঐ প্রতিচ্ছায়াময় আলোকটীকে পূর্ব্বে প্রকৃত ও স্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছিল, এক্ষণে উহাকে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ এবং স্পর্শ দ্বারা অবোধগম্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে।

যদি প্রথম সহকারী অভিনেতা ঐ প্রকৃত মমবাতীর পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে ঠিক তদ্রূপ করিয়া কোন একটী শ্বেতবর্ণ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট পদার্থ সংস্থাপিত করেন, তাহা হইলে তিনি, যেমন রঙ্গ ক্ষেত্রস্থ ভূতের মায়াময় ছায়ার কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ঠিক তেমনতর ভূতের জল-ছবির ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার পুরোভাগস্থিত নেপথ্যের দ্বিতীয় অংশে দেখিতে পাইবেন। পাঠকমহোদয়কে পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত করা গিয়াছে যে, নেপথ্যের দ্বিতীয় ভাগে দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা ভূত সাজিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার উপরে এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট পদার্থের আলোক গিয়া নিপতিত হইবে। তাহা হইলে যন্ত্রবলে তাঁহার অত্যুজ্জ্বল স্বচ্ছ ও স্পর্শ দ্বারা অবোধ্য প্রতিচ্ছায়া ভূতের আকারে রঙ্গক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া পড়িবে।

পাঠক মহাশয়! এস্থলে আপনার বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, ঐ গৃহের মধ্যে অন্য কোন আলোক থাকিবে না, কেবল এই ভূত প্রদর্শিনী

ক্রীড়ার জন্য যে আলোকটীর আবশ্যক সেইটী থাকিতে পারিবে, আর কিছুই নয়।

উপরিলিখিত কারখানাটী পাঠক মহোদয়কে এবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি।—যাহাতে রূপালীর কাজ করা নাই, এমনতর একখণ্ড কাচ এমন রূপে স্থাপিত করিতে হইবে যে, যাহাতে উহা উভয়দিক হইতে সম পরিমাণে আলোক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারে, এবং উহার উপরিভাগের কোন দিক হইতে যেন কোন ক্রমেই কোন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক মহাশয় অনায়াসেই অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন। শার্শীওয়ালা জানালার শার্শীর চতুষ্কোণ পতর বা পরকোলার কাচখণ্ডগুলি গৃহের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ হইতে সমান পরিমাণে আলোক সমষ্টি পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি ঐ পরকোলার এক দিক্ অন্য দিক অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার যে দিক মৃদু আলোকপ্রাপ্ত, সেই দিকের স্বচ্ছতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু সেই দিকে যে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিলক্ষণ রূপেই তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারিবে। যেমন পরিমাণে পরকোলার ঐ দিক আলোক প্রাপ্ত হইবে তেমন পরিমাণেই সেই পদার্থগত প্রতিচ্ছায়ার প্রতিফলনও বিকাশিত হইতে থাকিবে; অর্থাৎ আলোক যত পরিমাণে কম পতিত হইবে অন্ধকার তত পরিমাণেই অল্প বা অধিক রূপে আবির্ভূত হইয়া রূপালীকরা কাচ খণ্ডের সম্পূর্ণ কার্য্য করিতে থাকিবে।

"এক্ষণে আমরা, কেমন করিয়া এই প্রক্রিয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রয়োগ পূর্ব্বক ভূতের ক্রীড়া বা জীবিত অপচ্ছায়ার দৃশ্য প্রদর্শিত করিতে পারা যায়, তাহা পাঠক মহোদয়বর্গকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পরতন্ত্র হইতেছি।

পাঠক মহোদয়! অবলোকন করুন,—রঙ্গক্ষেত্রে ভূত আর রক্তমাংসময় দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির কি কাণ্ড হইতেছে। উহা কেমন করিয়া সংসাধিত করা যায়, তাহা শ্রবণ করুন। যাহার পৃষ্ঠদেশে রূপালীর কার্য্য করা নাই, এমনতর এক খণ্ড অতি বৃহৎ কাচ পরিদর্শক মহোদয়বর্গ এবং অভিনেতা ও

সহকারী অভিনেতৃগণের মধ্যবর্ত্তী করিয়া কেমন তির্য্যগ্‌ভাবে সমকোণী অবস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐটী ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য আদি উপদেব সম্বন্ধীয় ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার মৌলিক উপায়। রঙ্গভূমির ঠিক নিম্নভাগে একটী প্রকোষ্ঠ আছে, দেখিতেছেন। ওটী নেপথ্যের দ্বিতীয় অংশ। ঐ স্থানে ঠিক সেই পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সমীপবর্ত্তী বক্রভাবে অবস্থাপিত কাচখানির সম্মুখভাগে একটী মানুষ কেমন ভূত সাজিয়া রহিয়াছে। ও ব্যক্তি সেই দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা, যথার্থই ভূত। উহার সর্ব্ব শরীর শ্বেতবর্ণ বস্ত্রখণ্ডে সমাবৃত রহিয়াছে। উহা আবার দৃষ্টিবিজ্ঞান যন্ত্রস্থ অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা সুপ্রদীপ্ত হইতেছে। এই স্থলে পাঠক মহোদয়! বুঝিবেন,—এই কৌতুক প্রদর্শনে কেবল যে তাড়িত আলোক দ্বারা কার্য্য শেষ হইতে পারে, এমন নহে। ইহাতে অম্লজান ও উদজান বাষ্প সংশ্লিষ্ট আলোকও (oxy-hydrogen light) বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে। এইরূপে সমস্ত উপকরণ যথাবিহিত রূপে যথাস্থানে সজ্জীকৃত হইলে, এই দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা, যিনি ভূতের বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিচ্ছায়া ঐ কাচখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া বিপরীত দিকে রঙ্গগৃহের উপরিভাগে প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে, পরিদর্শক মহাশয়গণ সেই প্রতিচ্ছায়াকে প্রকৃত ভূত যোনি বলিয়াই অবধারণ করিতেছেন।

এই ভূতকে রঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে কেবল পরিদর্শক সকলেই সন্দর্শন করিতে পাইবেন। অভিনেতা ইহাকে কদাপি দেখিতে পাইবেন না। ইহার কারণ, পূর্ব্বে পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের বিধিই এইরূপ হইতেছে। এই নিমিত্ত অভিনেতা এই ভূতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অনবধানতা বশতঃ যেখানে ইচ্ছা সেখানে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত না করেন। তা হলে উহা ভূতের উপরে পতিত না হইয়া অন্য স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইলে দর্শক মহোদয়বর্গের সমীপে তাঁহাকে যার পর নাই অপ্রস্তুত ও কিম্ভূত কিমাকার গোছের হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঐ জন্য অভিনেতা কৌশল ও চাতুরীর সহিত অবলোকন করিতে থাকিবেন যে, রঙ্গক্ষেত্রের কোন্ স্থানে পরিদর্শকবর্গের দৃষ্টি বিনিপাতিত হইতেছে, তিনি

ঠিক সেই স্থল লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে থাকিবেন। তাহা হইলেই অবিকল ভূতের সহিত যুদ্ধ করা হইতে থাকিবে।

এই কৌতুকটী সফলরূপে দেখাইবার জন্য কতকগুলি বিষয়ে অভিনেতাকে বিশেষরূপে মনঃসন্নিবেশ করিতে হইবে।—

প্রথমতঃ রঙ্গগৃহের সম্মুখভাগস্থ বৃহৎ কাচখানি যত দূর সম্ভব তত দূর স্বচ্ছ হওয়া চাই, অর্থাৎ পরিদর্শক মহোদয় নিকর যেন ইহাকে কাচ বলিয়া বিজ্ঞাত হইতে না পারেন। একটু সামান্য মাত্র দাগ থাকিলেও দর্শকবর্গ উহাকে কাচ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাই বলিতেছি, যেন খুব নির্ম্মল হয়।

দ্বিতীয়তঃ রঙ্গক্ষেত্রটী অতি অস্ফুটরূপে আলোকিত করা থাকিবে। আর নেপথ্যের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যিনি ভূত সাজিয়া রহিয়াছেন, সেই দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা যার পর নাই তীব্র ও উজ্জ্বল বিভাসমন্বিত আলোকের মধ্যে অবস্থিত হইয়া আপনাকে অতুল দীপ্তিমান্ দেখাইবেন। এরূপ হইলে ঐ স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রতিবিম্ব বিলক্ষণরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভূতটীকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, যিনি ভূত সাজিয়াছেন, তিনি যেন সর্ব্বদাই একটু বক্রভাবে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়াকে রঙ্গক্ষেত্রের মধ্যে ঠিক সরলভাবে অবস্থিত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইটীর উপরে যেন তিনি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখেন।

চতুর্থতঃ। একটী প্রাকৃত নিয়ম এই হইতেছে যে, কোন সমতল আদর্শের উপরে কোন পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইলে, তাহার উল্টা দিক সকলকে ঠিক সোজা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার বাম ভাগকে দক্ষিণ ভাগ ও দক্ষিণ ভাগকে বাম ভাগ দেখাইয়া থাকে। এক্ষণে ভূতের অভিনয় যিনি করিতেছেন, তাঁহাকে ঐরূপ বিপরীত গোছের করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরিচালিত করিতে হইবে। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, ভূতের দক্ষিণ হস্তে তরবারী ধরাইয়া পরিচালিত করিতে করিতে অভিনেতার সহিত বাহু যুদ্ধ করা দেখাইতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীয় বাম হস্তে করবাল ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, রঙ্গগৃহের নিম্নভাগে যে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটী আছে, যাহার মধ্যে থাকিয়া দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শিত করিতেছেন, সেইটী যেন উত্তমরূপে কোন প্রকার যার পর নাই ঘন কৃষ্ণবর্ণ লেপ পদার্থে অভিরঞ্জিত বা অনুলিপ্ত করা থাকে। এস্থলে কৃষ্ণবর্ণ মখমল কাপড় অথবা অন্য কোন প্রকার পাতলা পশমী কাপড় প্রয়োগ করিলে চলিতে পারে। এই প্রকার বস্ত্র দ্বারা এই প্রকোষ্ঠটীকে সর্ব্বতোভাবে মুড়িয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

ষষ্ঠতঃ। রঙ্গগৃহ ও পরিদর্শকদিগের উপবেশন স্থানের মধ্যবর্ত্তী কাচখণ্ডের পরিমাণ নির্ণীত করিয়া দিতে হইবে। ভূত রঙ্গক্ষেত্রের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহার পুরোভাগে একখানি পাতলা তক্তা সরলভাবে স্থাপিত করিয়া দিবে। ঐ তক্তাখানি যেন ভূতের আকারের সহিত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান পরিমাণের হয়। তাহার পর এক এক গাছী রজ্জু এই তক্তাখানির নিম্নভাগের উভয় পার্শ্বে বদ্ধ করিয়া রঙ্গগৃহের মেঝের উপর দিয়া ঐ তক্তাখানিকে রঙ্গগৃহের প্রান্তভাগে, অর্থাৎ পরিদর্শকদিগের আসনের সন্নিধানে লইয়া যাইতে হইবে। ঐ তক্তাখানির উপরিভাগে আর একগাছি দড়ী বাঁধিয়া দিতে হইবে। ঐ তক্তাখানি দ্বারা রঙ্গগৃহের প্রান্তে এইরূপে একটী কোণ সৃষ্ট হইবে। উহা দ্বারাই ঐ বৃহৎ স্বচ্ছ কাচখানির দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিনির্ণীত হইবে। ঐ তিনগাছি রজ্জু দ্বারা পরিদর্শকদ্বয়ের দৃষ্টি রেখার সীমা বিনির্দ্ধারিত হইবে। তাহা হইলে পরিদর্শক নিবহের চক্ষু ঐ কাচখণ্ডের উপরেই বিনিবদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা ঐ কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া ছায়াময় আকৃতি বিশিষ্ট ভূতকে অনায়াসেই পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

এই ভূত প্রদর্শন ক্রীড়াটী অতি আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়প্রদ, কিন্তু এটী সংসাধিত করা যে-সে লোকের কর্ম্ম নহে। যাঁহারা পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই এই ব্যাপার বিশেষ রূপে বুঝিতে ও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন।

ভৌতিক কুহক।

এই ভৌতিক কুহকক্রীড়া প্রদর্শন দ্বারা নানা প্রকার অমানুষিক কাণ্ড সুনির্ব্বাহ করা যায়। ইহা দ্বারা অভিনেতা স্বয়ং বাতাস অপেক্ষা লঘু হইতে পারেন, গৃহের মধ্যে হস্ত পদ বা কৃত্রিম পক্ষ আদি সঞ্চালন ব্যতিরেকে উড়িতে উড়িতে শূন্যপথে ছাদের নিম্নভাগে উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে পারেন এবং জলে যেরূপে ভাসমান হওয়া যায়, সেইরূপে দর্শক-বর্গের উপরিভাগ দিয়া শূন্যভরে চারিদিকে বিচরণ করিতেও পারেন।

এই কাণ্ড দেখাইবার নিমিত্ত কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন আছে। মায়ারজ্জু, কুহক গৃহ, খঞ্জনী, ঘণ্টা, সেতার প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্যের সাহায্য ইহাতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কার্য্যে অভিনেতার কৌশল, উপস্থিত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকাই প্রয়োজনীয়। নেপথ্য হইতে রঙ্গক্ষেত্রে অভিনেতৃগণের প্রবিষ্ট হইবার তিনটী দ্বার থাকা চাই।

এই ভৌতিক কুহক দ্বারা আরও অনেক প্রকার অলৌকিক কাণ্ড সংসাধিত করিতে পারা যায়। অভিনেতাকে এক গাছী রজ্জু দ্বারা কোন এক খানি চেয়ারে, জানালার গরাদেতে বা দ্বারের কপাটে দর্শক মহোদয়বর্গের মধ্যে কোন একজন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত পঁ্যাচে পঁ্যাচে পাকে পাকে জড়াইয়া সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি মুহূর্ত্তমধ্যে একটুও চেষ্টা না করিয়া অঙ্গুলিস্পর্শ ব্যতিরেকে তাহা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া স্বাধীন ভাবে পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই অবস্থান করিতে থাকিবেন। কেমন করিয়া অভিনেতার দেহ ও বন্ধনদণ্ড হইতে রজ্জু আপনা আপনিই খুলিয়া যায়, তাহা পরিদর্শকবর্গের মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই যে, ধরিয়া বলিয়া দেন।

এই ঔপদৈবিক মায়া দ্বারা আরও এক অতীব অপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে।—যেখানে কোন ক্রমেই কোনরূপ জন-মানবের সমাগম নাই, এতাদৃশ এক নির্জ্জন গৃহের মধ্যে কোন মানবহস্তের সহায়তা ব্যতিরেকে কোনরূপ অবলম্বন বিহীন হইয়া শূন্যমার্গে অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে করিতে কতকগুলি বেহালা (বাহুলীন বাদ্যযন্ত্র) অতি মধুর, অতি সুন্দর ও

অতি মনোরমরূপে বাজিতে থাকিবে। যার পর নাই বিশুদ্ধ রাগ তাল মান লয়ের সহিত এই বাদ্য সম্পাদিত হইতে থাকিবে। এই বেহলাগুলি আপনা আপনি শূন্যস্তরে উড়িয়া উড়িয়া দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজিয়া বাজিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিবে, কখন উপরে উঠিবে, কখন নীচে অবরোহণ করিবে, কখন বাম পার্শ্বে, কখন দক্ষিণ পার্শ্বে চলিয়া যাইবে, এইরূপে কখন পুরোভাগে অগ্রসর হইবে, কখন বা পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইবে, কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে নাচিতে থাকিবে। ইহারা নানাবিধ গতি অবলম্বন করিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে,—কখন অবিরত ঘূর্ণায়মান অথবা কখন অনবরত উৎপ্লুত, উৎক্ষিপ্ত বা সমাবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। কখন বা শূন্যের মধ্যেই অবিরামরূপে ডিগবাজী খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কখন বা একটী বেহালা নীরব হইয়া চুপি চুপি অতীব সঙ্গোপনে উড্ডীন হইতে হইতে আসিয়া কোন পরিদর্শকের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিবে, কাহারও পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিয়া অমনি ধাঁ করিয়া বাজিতে থাকিবে। এই সময়ে একটী বেহালা থামিবে, অন্যটী বাজিবে, অপরটী থামিবে, আর কোন একটী বাজিতে থাকিবে। কিন্তু তা বলিয়া ইহারা যে এলো মেলো রকমে বাজিতে থাকিবে, তা নহে; সকলেই যখন বাজিবে, তখন সমবেত স্বরে একতানরূপে বাজিতে থাকিবে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া পরিদর্শকবর্গ যারপর নাই অবাক্, বিস্মিত, অদ্ভুতমনা ও কৌতূহলান্বিত হইয়া যাইবেন। তাঁহারা ভাবিতে থাকিবেন যে, উঃ! কি ঔপদৈবিক শক্তিতেই এই অদ্ভুত ও মানুষের সাধ্যাতীত কাণ্ড না জানি নির্ব্বাহিত হইতেছে!

এইরূপে বীণা, সপ্তস্বরী, কানুন, সেতার, গিটার, জিথার, তানপূরি, বীণ, একতারা, এশ্‌রাজ্, শারঙ্গ প্রভৃতি তন্ত্রীবাদ্য, জলতরঙ্গ, হার্ম্মোনিয়ম্, আর্গিন, পিয়ানাফর্টী, বেণু, মুরলী, ফ্লুট, ফ্লাজিওরেট, ক্ল্যারিয়েনেট প্রভৃতি বায়ববাদ্য সমুদায়েরই এক প্রকার কুহক কাণ্ড প্রদর্শিত করা যাইতে পারে।

এই পরম কুহকময় ভৌতিক শক্তি দ্বারা আরও কতিপয় প্রকার শূন্যমার্গ বিহরণশীল কৌতুক প্রদর্শন করিতে পারা যায়। মানবের কঙ্কাল-মালা (Skeleton) সারী সারী কতকগুলি বীভৎস, ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত বেশে

রজনীযোগে কোন অস্পষ্ট আলোকময় গৃহের অভ্যন্তরে সহসা শূন্যদেশে কোন গোপনীয় স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে, তাহা সন্দর্শন করিয়া কোন্ রক্তমাংসময় দেহবিশিষ্ট মানুষের হৃদয়মণ্ডলে না মহা-ভীতির সঞ্চার হয়? সেই কঙ্কালগুলিকে কাহার না মূর্ত্তিমান্ ভূত বা পিশাচ বলিয়া প্রতীতি হইবে? বাস্তবিক এ সকল ভূত যোনি নয়, ইহারা প্রকৃতই মানবকঙ্কাল। অভিনেতারা কখন কখন প্রকৃত মানবকঙ্কাল না প্রাপ্ত হইলে, কাষ্ঠ, ধাতু, অস্থি বা তাদৃশ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট কঙ্কাল প্রস্তুত করিয়া লয়েন। ঐই কঙ্কাল সকলের প্রতি গ্রন্থি পিত্তলময় তন্ত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া দেওয়া থাকে। এই সকল কঙ্কাল অভিনেতার সুকৌশলে, দক্ষতায় ও কার্য্যকারিতা গুণে নানাবিধ ভৌতিক কুহক কাণ্ড প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়। ইহারা মায়ার অনুবলে শূন্যমার্গে নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গগৃহের মধ্যে সঞ্চরণশীল হয়। ইহাঁদের কোনরূপ অবলম্বন আছে বলিয়া কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না। যে সময়ে পরিদর্শকবর্গ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অবাক্, ভীত, আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়া এই ভৌতিক কুহক কাণ্ড অবলোকন করিতেছেন, এই অবসরে গোপনে গৃহের এক কোণ হইতে এক ভূতের আকার সম্পন্ন কঙ্কাল আবির্ভূত হইয়া শূন্য ভরে আগমনপূর্ব্বক এক পরিদর্শক মহোদয়ের চেয়ারের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল, কোন কঙ্কাল মালা বিকট মূর্ত্তিতে যেখানে পরিদর্শক মহোদয় সকল অন্যমনস্ক হইয়া উপবিষ্ট আছেন, ঠিক সেই টেবিলের নিম্নদেশ বা পার্শ্বভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া কোন পরিদর্শকের মস্তকদেশ দুর্দ্দর্শ হস্ত বাড়াইয়া স্পর্শ করিল, বা শূন্যভরে উৎকট ভঙ্গীতে নাচিতে থাকিল। ইহা অবলোকন করিয়া পরিদর্শক মণ্ডলী যার পর নাই ভীত, চমকিত, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় বা জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবেন, বলা বাহুল্য। এ দিকে কতকগুলি কঙ্কাল রঙ্গগৃহের চতুর্দ্দিক হইতে আবির্ভূত হইয়া হস্তে নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, বাদ্য প্রভৃতি সামগ্রী গ্রহণ পুরঃসর শূন্যভরে নাচিতে নাচিতে আসিয়া ছাদের কিঞ্চিৎ নিম্নে অথচ গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একত্র সমবেত হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে, কখন বা তাহারা রঙ্গগৃহের

মধ্যস্থল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পরস্পর পৃথগ্‌রূপে রঙ্গগৃহের চতুষ্পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক হস্ত পদাদি তুলিয়া কখন বা প্রসারিত কখন বা সঙ্কুচিত করিয়া বিকটভঙ্গী সহকারে নৃত্যমান হইবে, কখন বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে, কখন বা ঊর্দ্ধে অবরোহণ, কখন বা নিম্নে আরোহণ, কখন বা পুরোগমন, কখন বা পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন, কখন বা পার্শ্ববিবর্ত্তন, কখন বা ঘূর্ণন, কখন বা উৎপ্লবন করিতে থাকিবে। কখন বা সকলে এক বারেই আবির্ভূত, কখন বা সকলে এক বারেই তিরোহিত হইতে থাকিবে, কখন বা এক একটী আবির্ভূত ও এক একটী করিয়া অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। পরিদর্শক মহোদয় সমুদায় এই সকলকে প্রকৃত ভূত বলিয়া যার পর নাই আশঙ্কিত, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। যাঁহারা ভূতযোনি আছে বলিয়া কখনই বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও কুতূহলী হইয়া ভূতযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন। ক্ষীণশিরা ও তরলরক্তময় দেহ বিশিষ্ট এবং মস্তিষ্ক বিকারবান্ ব্যক্তি এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলে অবশ্যই প্রকৃত ভূত বলিয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়িবেন। অতএব তাঁহাদের এরূপ ক্রীড়া দর্শন করিতে যাওয়া অবিধেয়। তবে তাঁহারা ইহা দেখিতে পারেন, যদি তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এবম্বিধ ক্রীড়ার মৌলিক কারণ অবগত হইয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনরূপ আপৎপাতের আশঙ্কা সংঘটিত হইতে পারে না।

এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিদ্বারা আরও অনেক প্রকার অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ কাণ্ড প্রদর্শিত করিতে পারা যায়, সে সকল ক্রমশঃ পশ্চাৎ সুবিবৃত করা যাইবে।

এবম্বিধ আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সমূহ নানাবিধ যন্ত্র কৌশল ও দ্রব্য গুণদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ যতই কেন তীক্ষ্ণচক্ষুর সহিত আগ্রহান্বিত হইয়া অভিনেতা সহকারী ঐন্দ্রজালিক ও রঙ্গক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন না, ততই তাঁহারা কোন ক্রমেই কোনরূপ সন্ধান এই সকল ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া হইতে বহির্গত করিতে সমর্থ হইবেন না। পরিদর্শক মহানুভব সকল রঙ্গগৃহের অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া

স্থূল অবধি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান করিলেও কোন প্রকারে কিছুই অবগত হইতে একটুকুও সক্ষম হইবেন না। তাঁহারা রঙ্গ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত টেবিল, চেয়ার, পর্দ্দা, কাপড়, দড়ীদড়া, পেরেক, তক্তা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সমস্তই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখুন, দেয়ালের গাত্র টোকা মারিয়া বাজান, গালিচা, দুলিচা আদি তুলিয়া ফেলুন, কেদারাগুলি উলটাইয়া দিন, এইরূপ যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন, তথাপি এই কুহকময় কাণ্ডের মূল তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিবেন না।

এইরূপ ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শিত করিতে হইলে, ঐন্দ্রজালিককে প্রথমতঃ অনেকগুলি নানাবিধ চিত্রপূর্ণ নানা প্রকার দৃশ্যপট প্রস্তুত করিয়া অনেকগুলি উপর্য্যুপরি নানা প্রকার দৃশ্যস্থানের মধ্যে প্রদর্শিত করিতে হইবে। এই দৃশ্যস্থানগুলিকে একটী মধ্যম গোছের বিস্তারবিশিষ্ট গৃহের মধ্যভাগ হইতেই দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যেই এক এক রকম ক্রীড়া দেখাইতে হইবে। কখন হাতাহাতী দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, কখন নৃত্য, কখন ভৈরব মূর্ত্তি ইত্যাদি নানাবিধ দৃশ্য প্রদর্শন এবং কখন কখন ক্রীড়মান কঙ্কালময় ভূতযোনি সকলকে দুটী একটী কথা বার্ত্তা কহান, ইহাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে ঐন্দ্রজালিক অভিনেতা অথবা তাঁহার সহকারী অভিনেতা সকল যেন এই ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে সহসা কোনরূপ বিশৃঙ্খল না হইয়া পড়েন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরিদর্শক মহাভাগগণের সম্মুখে অপ্রতিভ ও দাঁড়াইয়া মাটী হইতে হইবে। অভিনেতৃবর্গকে সর্ব্বদা এমনতর প্রভূত হাস্যের আধারভূত ক্রীড়া সঙ্কল দেখাইতে হইবে যে, যে সকল সন্দর্শন করিয়া পরিদর্শক মাত্রেই যার পর নাই উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বেদম্ হইয়া কখন এ পার্শ্বে কখন ও পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িতে থাকিবেন। আবার কখন কখন এরূপ জুগুপ্সিত ভীতিপ্রদ ও অদ্ভুত কারখানা দেখাইতে হইবে যে, দর্শকবর্গ তাহা অবলোকন করিয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যক্ষ প্রকৃত ঔপদৈবিক ব্যাপার মনে করিয়া ঘৃণা, ভয় ও বিস্ময়ের সহিত বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবেন।

পাঠক মহাশয়! এস্থলে বুঝিতেই ত পারিতেছেন, ভূত ফূত সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রাণীর জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইলে, তাহার দেহস্থিত রস, তাপ, বায়ু, বাষ্প, মাংস, অস্থি আদি পদার্থ সমূহ ক্রমশঃ কালে পঞ্চ মহাভূতে বিলীন হইয়া যায়। জীবনীশক্তিকেই আত্মা প্রাণ আদি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। দেহ বিধ্বংস হইয়া যাইলে, দেহস্থ পঞ্চভূতও পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় ও সেই দেহস্থ পঞ্চভূতের সমষ্টীভূত শক্তি অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মাও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। দেহ বা প্রাণ বিনষ্ট আর স্পষ্ট হয় না, একরূপ হইতে অন্য রূপে পরিণত হয় মাত্র। পূর্ব্বেও ইহা পঞ্চভূত মাত্র ছিল, পরেও পঞ্চভূত মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। আত্মাও যখন রহিল না, তখন ভূত, প্রেত, উপদেব, দেব আদি আলাহিদা একটা কিছু আর রহিল না। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে পঞ্চভূতের একত্র সমবায় বা সংশ্লেষ কোন সময়ে উপস্থিত হইলে, দেহের উৎপত্তি ও দেহস্থ জীবনীশক্তির অর্থাৎ প্রাণের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। আবার ঐরূপে প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে দেহস্থ পঞ্চভূত অর্থাৎ দেহ নির্ম্মাণের উপাদান সকলের পরস্পর বিশ্লেষ সংঘটিত হইলে, সেই দেহের ধ্বংস অর্থাৎ বিকার বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং দেহস্থ জৈবনিকতা অর্থাৎ আত্মারও বিলোপ সাধন হইয়া থাকে। আবার কালক্রমে ঐ প্রকারে ঘটনাবলে যদি কোনরূপ পঞ্চভূতের পরস্পর সংমেলন উপনীত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকারে একটী দেহ ও সেই দেহস্থিত একটী জীবনীশক্তি, এই দুইটী জড়াইয়া একটা প্রাণী সৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই বলি, পাঠক মহাশয়! এ সকল খালি পঞ্চভূতের রূপান্তর। জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু এ সমস্তই রূপান্তর মাত্র। পৃথক যে কোন ভূত, পরী, জিনি, মামদ, দেব আদির অস্তিত্ব আছে, তাহা মনের কোণেও স্থান দিবেন না।

এক্ষণে ইন্দ্রজালক্রীড়ার মধ্যে ভূত, প্রেত, আত্মা, উপদেব, দেব আদি সমন্বিত অলৌকিক কাণ্ড সকল প্রদর্শন করার মৌলিক কারণ কেবল কুহকীর উপস্থিতমতিত্ব, শীঘ্রহস্ততা, নানা কৌশলাভিজ্ঞতা, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র চালন পটুতা, দৃষ্টিভ্রান্তিপারগতা প্রভৃতি। বিবেচনা করিয়া একবার, পাঠক মহাশয় দেখুন, যখন মায়িক অভিনেতা শূন্যমার্গে অবলম্বন ব্যতীত রজ্জু-

ক্রীড়াও নর্ত্তনশীল, বাহুলীন, ত্রিতন্ত্রী, শারঙ্গ, এশরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে থাকেন, তখন পরিদর্শকবর্গকে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া দিতে থাকেন যে, এই মহা বিস্ময়াবহ মায়াব্যাপার কেবল কোন অলৌকিকশক্তি অর্থাৎ আত্মার আবির্ভাব দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হইতেছে। এই দড়ীর বা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ভৌতিকশক্তি অর্থাৎ আত্মার (spirit) আবির্ভাব হইয়াছে। এই সমস্ত মায়া কাণ্ড ভূতচালা বিদ্যায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে (Spiritualism) অধিকার থাকিলেই যে কোন মানবই সম্পাদিত করিতে পারেন। বাস্তবিক, পাঠক মহোদয়! আপনি বুঝিবেন, পরিদর্শক নিচয়কে ঠকাইবার জন্যই কেবল অভিনেতা এই জুয়াচুরীর মতলব করিয়াছেন, প্রবঞ্চনার ও প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়াছেন। বস্তুতঃ ভৌতিক বিদ্যা, আত্মা আনয়ন প্রভৃতি কারখানা সকলই ফাঁকি, কেবল plan of cheating, আল্‌নাস্কারের আস্‌মানে হাব্‌লী বানানর ন্যায় মিথ্যা বুজরুকী মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই সকল অদ্ভুত মায়িক ক্রীড়া শুদ্ধ কৌশল ও পদার্থগুণ দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। অভিনেতার এরূপ মিথ্যা ভাণ কেবল পরিদর্শকদিগের সমীপ হইতে অধিক দর্শনী টাকা আদায় করিবার নিমিত্তই করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য।

এক্ষণে গুটিকতক প্রধান প্রধান উপদৈবিক কুহক ক্রীড়ার মূল মর্ম্ম পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে বিলক্ষণরূপে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতেছে।—

ভৌতিক কুহক গৃহ।

এই ভৌতিক মায়া কুটীর এইরূপে অভিনেতাকে বাছিয়া লইতে হইবে যে, উহার মধ্যে যেন প্রায় ৬০ ষাট বা ৮০ আশী জন লোক ধরিতে পারে। ইহার মধ্যে সারী সারী রেলিং করিয়া একটী একটী বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। একটী বিভাগ দর্শকদিগের, একটী বিভাগ রঙ্গ প্রদর্শনের, একটী বিভাগ অভিনেতা ও সহকারী বর্গের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিনির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই রেলিংএর গরাদেগুলি ২ দুই বা ২॥০ আড়াই হস্ত পরিমিত উচ্চ

হইলেই যথেষ্ট হইবে। এই গৃহটীকে দুইটী সমান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। একটী প্রকোষ্ঠে পরিদর্শক মহোদয় সকলে স্ব স্ব বিনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন। আর একটী প্রকোষ্ঠ এই ঐন্দ্রজালিক ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য বিনির্দ্দিষ্ট থাকিবে। উপরে বলা হইয়াছে যে, দুইটী বিভাগ থাকা চাই, তাহার একটীতে রঙ্গ প্রদর্শন হইবে ও অন্যটীতে অভিনেতৃবর্গ থাকিবেন। সেই দুইটী বিভাগই এই অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠের মধ্যে পড়িবে।

এই গৃহের মধ্যে পরিদর্শকদিগের উপবেশনের জন্য যে সকল আসন প্রদত্ত হইবে, সেইগুলি এরূপ প্রশস্ত হয়, যেন, তাহাতে দুটী কি তিনটী মানুষ পর্য্যাপ্তরূপে বসিতে বা দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হয়। এই মায়া গৃহের পার্শ্বগুলি আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিন্যাস করা চাই। ইহার অভ্যন্তর ভাগের পার্শ্ব দেশটীতে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ঝোলান থাকিবে। কি কি বাদন যন্ত্র বিন্যস্ত করিতে হইবে, তাহা পাঠক মহাশয় ত বুঝিতে পারিলেন? অর্থাৎ তন্ত্রীবাদ্যের মধ্যে গুইটার সেতার জিথার তেতারা বা ত্রিতন্ত্রী, পরিবাদিনী, সপ্তস্বরা, একতারা, বাহুলীন বা বেহালা, কাত্যায়ন বা কানুন, তানপূরা বা তুম্বুরু, বীণ্ বা বীণা, এশ্‌রাজ, শারঙ্গ, পিণাক, দোতারা, রবাব বা শারঙ্গী প্রভৃতি হইলেই যথেষ্ট হইবে। খঞ্জনী, করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা, ঘড়ী প্রভৃতি, ঢোলক, পাখোয়াজ, ডাঁয়না, বাঁয়া, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, মাদল ইত্যাদি, শৃঙ্গ, বংশী, শঙ্খ, মুরলী, ফ্লুট, ফ্ল্যাজিয়োরেট, ক্ল্যারিয়োনেট, কন্‌সার্টিনা, পিয়োনো, অর্গ্যান, হার্মোনীয়ম্ প্রভৃতি অপরাপর বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র সকল সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

এই গৃহের তিনদিকে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ দ্বার থাকা চাই। ভৌতিক মায়া কাণ্ড প্রদর্শন করিবার কালে যখন যেমন আবশ্যক পড়িবে, তখন তেমন ঐ তিনটী দ্বারকে যেন উদ্‌ঘাটিত অথবা মুদিত করিতে পারা যায়। এই উপায় দ্বারা পরিদর্শক সাধারণের চক্ষুঃ হইতে আত্মা আনয়নের উপযোগী মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিকে (Medium) আবরিত অর্থাৎ সংরক্ষিত করিতে পারা যায়।

এই মায়া ক্রীড়া আরম্ভ করিবার অগ্রে অভিনেতা এই ভৌতিক কুহক গৃহের মধ্যে রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত দর্শকমহোদয় বর্গের উপবেশন করিবার বিনির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের মধ্যে দর্শকদিগকে চতুর্দ্দিকে এরূপ কৌশলক্রমে গোলাকার করিয়া বসাইয়া দিবেন যে, তাহার মধ্যে বহির্দ্দেশ হইতে কোন প্রকার ব্যাঘাত উৎপাৎ বা বাধা দর্শক মহোদয়বর্গকে অতিক্রম করিয়া রঙ্গস্থলের অন্তর্ভাগে ঠিক আসিয়া উপনীত হইতে না পারে।

এইরূপে ভৌতিক মায়া গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। এবিষয়ে আর অধিক বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই, ইহাতেই পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

ভৌতিক মায়া রজ্জুবন্ধন ও উন্মোচন ক্রীড়া।

এই ভৌতিক মায়ারজ্জু ক্রীড়া দ্বারা অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা এই দুই জনকে টেবিল, বেঞ্চ বা চেয়ারের সহিত দুই গাছি রজ্জু দ্বারা অনেক প্যাঁচ ও অনেক গেরো দিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধন করিয়া দিলে উহাঁরা মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধন খুলিয়া পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতে থাকিবেন। আবার তাহার বিপরীতে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা এই উভয়ে কোন টেবল চেয়ার আদিতে এরূপ ভাবে দৃঢ়রূপে আষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া থাকিবেন যে, কাঁহারও ক্ষমতা হইবে না যে, তাঁহাদিগকে সেই বন্ধন দশা হইতে পরিমুক্ত করেন। উহাঁদিগকে কেহই বন্ধন করেন নাই, উহাঁরা আপনা আপনিই ঐরূপ বন্ধন দশায় বিনিপতিত হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে উহাঁরা আপনা আপনিই বিমুক্ত হইয়া আগেকার ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে থাকিবেন।

এই মায়া কাণ্ড সম্পন্ন করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাতে অভিনেতাকে ও সহকারী অভিনেতাকে বিলক্ষণরূপে নানা প্রকার বন্ধন, দড়ীর প্যাঁচ ও গেরো বাঁধা কার্য্যে পটু ও অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহাঁদের নিপুণতার উপরেই এই কার্য্যের পারগতা বা অপারগতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

যে রজ্জু দুগাছী দ্বারা অভিনেতাকে ও সহকারী অভিনেতাকে বন্ধন করিতে হইবে, সেই রজ্জু গাছীকে অগ্রে সুপরীক্ষিত করিয়া দেখাইবার জন্য দর্শকবর্গের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহা যেমন প্রকৃত দড়ী হইয়া থাকে, তেমনই। উহা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে, তিনি কখনই পরের সহায়তা ব্যতিরেকে উহা স্বয়ং খুলিতে পারিবেন না।

তাঁহার পর অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা উভয়ে পরীক্ষিত হইবার জন্য পরিদর্শক মহোদয় নিকরের সমীপে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা এই দুই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, এই উভয়ের নিকটে এমনতর কোন কিছু যন্ত্র তন্ত্র লুক্কায়িত করা নাই, যাহার সাহায্যের উপরে নির্ভর করিয়া ইহাঁরা ইহাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থ সুদৃঢ় বন্ধন বিমোচন করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

তদনন্তর ঐ দুইজন কুহকী মায়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, যে দুইখানি কেদেরার সহিত তাঁহাদিগকে বদ্ধ করা হইবে, সেই দুইখানি কেদেরার উপরে যাইয়া উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর আর একজন সহকারী অভিনেতা আসিয়া ঐ দুইজনকে সেই নির্দ্দিষ্ট কুহকরজ্জু দ্বারা নানাবিধ প্যাচ দিয়া পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে চেয়ারের চারি পায়ার সহিত ও পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিতে থাকিবেন। প্রত্যেক জনের চেয়ারের সহিত হাতে পায়ে পৃষ্ঠে ঘাড়ে গর্দ্দানে এক করিয়া বাঁধিতে থাকিবেন। এই সময়ে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা এবম্বিধ বন্ধন দশায় নিপতিত হইয়া যার পর নাই কপট ব্যথা জনক ক্লেশ অনুভব করিতে থাকিবেন। এই স্থলে দ্বিতীয় অভিনেতা একপ্রকার ফাঁসা গেরো ব্যবহার করিবেন। তাহা আপাততঃ দেখিতে অতি কঠিন, কাহারও বাবারও সাধ্য নাই যে, তাহা কোন ক্রমে খুলিয়া ফেলে। কিন্তু এই গেরোর বিষয় যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি অবলীলাক্রমে চক্ষুঃ বুঝাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে খুলিয়া ফেলিতে পারেন। দড়ীর প্রান্তভাগ ধরিয়া এক টান মারিলেই ইহা আপনা আপনিই খুলিয়া যায়।

দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতাকে অভিনেতার ও সহকারী অভিনেতার শরীরের সকল স্থানেই এইরূপ ফাঁসা গেরো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই বন্ধন করা দুইগাছি দড়ীর প্রান্তভাগটী কৌশল ক্রমে অভিনেতার ও প্রথম সহকারী অভিনেতার স্কন্ধের উপরিভাগ দিয়া মুখের নিকটে বাড়াইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। বন্ধন দশা প্রাপ্ত ঐ দুই ব্যক্তি ইহার প্রান্তভাগটী স্বীয় দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া এক টান দিলেই, তাঁহার শরীরস্থ সমস্ত বন্ধন নিমেষ পাতের মধ্যে স্বতঃ আলুলায়িত হইয়া খুলিয়া পড়িবে। উহাঁরা দুইজনে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ রঙ্গ প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া পরিদর্শক মহোদয়বর্গের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। দর্শক-নিচয় এই কাণ্ড কারখানা দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত কৌতুকী ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িবেন।

এই প্রকার ফাঁসা গেরোকে ইংরাজীতে "Sailor's knot" অর্থাৎ "নাবিকের গেরো" কহে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা সেই মায়া রজ্জু দুইগাছী কত বড় লম্বা, তাহা একবার মাপিয়া লইবেন। তাহার পর তিনি এক এক জন করিয়া ঐ দুই অভিনেতাকে কেদেরার সহিত ফাঁসা গেরো দিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ফেলিবেন। তিনি ঐ দুই কুহকী ব্যক্তির দুই হস্ত তির্য্যক্‌ভাবে পরস্পর উপরো উপরি পাতিত করিয়া পৃষ্ঠের দিকে লইয়া গিয়া পিছমোড়া করিয়া চেয়ারের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সুদৃঢ়-রূপে বাঁধিয়া ফেলিবেন। তাঁহাদের চরণযুগল ত্যার্চাভাবে পরস্পর রাখিয়া চেয়ারের দুই খুরার সহিত টাইট করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। বাস্তবিক এই অভিনেতাকে ও সহকারী অভিনেতাকে এরূপ করিয়া দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা বন্ধন করিবেন যে, তাহা অবলোকন করিয়া পরিদর্শকমহোদয়-বর্গ মনে করিবেন যে, এইরূপ বন্ধন কোন ক্রমেই কাহার দ্বারা কদাপি বিমুক্ত হইবার নহে। অনেক চেষ্টা করিলেও কেহ ইহা খুলিয়া দিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। ইহাঁরা অবশ্যই ইহাঁদিগকে খুলিয়া দিবার জন্য কাহারও সাহার্য্য প্রার্থনা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মায়া কুটীরটীর তিনটী দ্বার আছে।

ইহার মধ্যভাগে একজন মনুষ্য দণ্ডায়মান হইলে, তাহার উচ্চতার পরিমাণ যতখানি হয়, সেই পরিমাণ উচ্চ একটী চতুষ্কোণ ফুকোর কাটা আছে। এই সময়ে রঙ্গগৃহের পার্শ্ব দ্বারগুলি প্রথমতঃ যুগপৎ বন্ধ করা হয়। তাহার পরে পরিশেষতঃ মধ্যখানে দ্বারটী বন্ধ করা হয়। এই দ্বারটী বন্ধ করিতে না করিতেই ঐ উল্লিখিত ফুকোরটী দিয়া পরিদর্শক মহোদয়বর্গ দেখিতে পাইবেন যে, দক্ষিণভাগে যে মায়া তত্ত্ববিৎ অভিনেতাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির বন্ধন নির্মুক্ত হস্ত যুগল বহির্গত হইয়া রহিয়াছে। ইহির মধ্যে ঐ ব্যক্তি কেমন করিয়া তাঁহার হস্তস্থ সুদৃঢ় কঠিন বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন ? এখনও তাঁহার হস্ত যুগলে কঠোর বন্ধনের কর্কশদাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হস্তদ্বয় এক্ষণেও ফাঁসা গেরোর চোটে রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

পরিদর্শক মহাশয়েরা এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। তাঁহাদিগের বিস্ময় পরিমাণের অতীত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তাঁহারা এ ব্যপার সত্য সত্যই দেখিতেছেন, কি স্বপ্নই দেখিতেছেন, অথবা তাঁহাদের চক্ষুতেই কিরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা তাঁহারা এরূপ কেন দেখিবেন, এই ভাবনাই তৎকালে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিবে। তাঁহারা আড়ে আড়ে প্রত্যেকেই দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের পার্শ্ববর্ত্তী পরিদর্শকেরও কি ঠিক এইরূপ বোধ হইতেছে, তিনিও কি এইরূপ দেখিতেছেন ? প্রত্যেক পরিদর্শকেরই এবম্বিধ অবস্থায় পতিত হইয়া তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। অবশেষে তাঁহারা সকলেই মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইনি কি করিয়া ইহাঁর দৃঢ়বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন, তাহা আমরা কোন ক্রমেই ধরিতে পারিব না। তবে কাযেকাযেই তাঁহারা অভিনেতাকে বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদ দিতে ও প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন।

কিঞ্চিৎ ক্ষণ্ পরে ঐ ভৌতিক কুহক কুটীরের তিনটী দ্বারই খুলিয়া দেওয়া হইল। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ সকলেই দেখিলেন যে, ঐ দুইজন পরম কুহক তত্ত্ববিৎ অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা সেই দৃঢ় বন্ধন হইতে

মুক্তি লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ববৎ স্বাধীন ভাবে রঙ্গস্থান হইতে বহির্গত হইয়া পরিদর্শকবর্গের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আবার সাধারণ সকলকে দেখাইবার জন্য সেই দুগাছি দড়ীও হস্তে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁদিগকে ঐ দুইগাছী দড়ী দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতার প্রায় ১০ দশ মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের বন্ধন খুলিয়া আসিতে এক মিনিটের অধিক কালও ব্যয়িত হয় নাই।

এইরূপে এই প্রথম বন্ধন ক্রীড়া প্রদর্শন করা শেষ হইল। পরে দ্বিতীয় প্রকার ভৌতিক মায়া বন্ধন কৌতুক এবার প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐন্দ্রজালিকেরা উদ্যুক্ত হইবেন। ইহা কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা ক্রমশঃ বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

ঐ অভিনেতা ও প্রথম সহকারী অভিনেতা পুনর্ব্বার সেই ভৌতিক মায়া গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয় সহকারী অভিনেতা অমনি তাঁহাদের প্রত্যেকের পায়ের উপরে সেই দুইগাছী দড়ী জড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া বহির্দ্দেশে পরিদর্শকদিগের কাছে চলিয়া আসিলেন। পরিদর্শকেরা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ঐ ঘরের মধ্যে ঐ দুইজন মায়িক ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই গুপ্তভাবে উহার কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন না। তাহার পর সেই রঙ্গগৃহটীর অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত আলোকই নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হইল; কেবল দর্শকবর্গের প্রকোষ্ঠই পূর্ব্ববৎ আলোকিত করা রহিল। রঙ্গ কুটীরের দ্বার কয়টীও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুই মিনিট অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই রঙ্গগৃহের ঐ দ্বার গুলিকে খুলিয়া দেওয়া হইল। রঙ্গগৃহ পুনর্ব্বার আলোকিত করিয়া দেওয়া হইল। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ এবার দেখিতে পাইলেন যে, ঐ দুইজন পরম মায়া বিদ্যাভিজ্ঞ ঐন্দ্রজালিক তাঁহাদের স্ব স্ব কাষ্ঠাসনের সহিত ঐ দুইগাছি দড়ী দ্বারা হস্তদ্বয়ের সহিত পীছমোড়া হইয়া বদ্ধ রহিয়াছেন। এইরূপ বন্ধন দশা তাঁহারা অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়াই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বন্ধন পরিদর্শক মহোদয় সকল বিলক্ষণ

রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা অতি দৃঢ় বন্ধন, কাহারও ক্ষমতা নাই যে, উহা কোন্ ক্রমে খুলিয়া ফেলেন। এই বন্ধনী পূর্ব্বেকারের ন্যায়ই অনেক গুলি প্যাঁচে জড়ান ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যতক্ষণ ধরিয়া এই ক্রীড়া চলিতেছে, ততক্ষণ ধরিয়াই পরিদর্শক মহোদয়বর্গ প্রত্যেকেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসু সুতীক্ষ্ণ চক্ষুঃ রঙ্গগৃহের উপরে ও চতুর্দ্দিকে বরাবর সমান ভাবে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই ইহার কোনরূপ মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাদের স্থির প্রত্যয় ছিল যে, কোন স্থান হইতে অন্য কোন সহকারী অভিনেতা অতীব সংগোপনে ও সুকৌশলে কোনরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন, তা না হলে এরূপ ঘটনা সকল সম্পন্ন করা যার পর নাই দুরূহ হইয়া পড়িত। পরন্তু তাঁহারা অধুনা বিশেষ অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে, কোন স্থান হইতে কাহা দ্বারা কোনরূপ বিশেষ সাহায্য কোন ক্রমেই অভিনেতা ও সহকারী ঐন্দ্রজালিক প্রাপ্ত হইতেছেন না। অগত্যা তাঁহারা ইহার কোনরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে পরাস্ত মানিয়া বসিলেন। আর সেই ভৌতিক মায়া কুটীরের অন্তঃ প্রকোষ্ঠের ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের সকল স্থলেই সমান ভাবে অতিশয় উজ্জ্বল আলোক রাজীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে দর্শকদিগের নয়ন নিতান্ত অকৃতকর্ম্মা গোচেরও হইয়াছিল না। সে আলোক সমষ্টির মধ্যে দর্শকেরা বিশেষ তত্ত্ব লইয়াও মায়া ক্রীড়ার কিছুই গূঢ়ত্ব প্রকাশ করিতে পারগ হইলেন না।

পাঠক মহোদয়! দেখুন, রঙ্গগৃহের কপাট তিনটী আবার কাহারও সাহায্য ব্যতীত আপনা আপনিই মুদ্রিত হইয়া গেল। ঐ দেখুন, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে কপাট তিনটী স্বতঃ খুলিয়া গেল। ঐ দুইজন ঐন্দ্রজালিক দড়ী দুইগাছী হস্তে করিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে রঙ্গগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন। উহাঁদের গাত্রে আর সে দৃঢ় বন্ধন নাই, সব খুলিয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন, দুইখানি কেদারা যেমন তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে। রঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে কেহই ছিলেন না যে, তিনি উহাঁদের বন্ধন খুলিয়া দিয়াছেন। অথচ, দেখুন, মুহূর্ত্তের মধ্যে উহাঁরা বন্ধন দশা

হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে বহিঃপ্রকোষ্ঠে পরিদর্শক মহানুভাব সকলের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার!!

আবার দেখুন, পাঠক মহোদয়! এবার রঙ্গগৃহের মধ্যে কি অভিনব কাণ্ড একটা বাঁধিয়া গেল। শুনিতে যেন পাওয়া যাইতেছে, উহার ভিতর হইতে নানাবিধ শব্দ আগত হইতেছে। দেখুন একবার, কি স্থূল স্থূল ব্যাপার থানাই চাগিয়া উঠিয়াছে।

ভৌতিক মায়া বাদ্যযন্ত্র ক্রীড়া।

কি মহান্ আশ্চর্য্য কারখানাই ঘটিয়াছে। অন্তঃ প্রকোষ্ঠস্থ রঙ্গগৃহ বিভাগের তিনটী দ্বারই আপনা হইতে মুদিত হইতে না হইতে উহার একটী আপনা আপনিই উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আলোক সকল সম্পূর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিতে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ দেখুন, কিরূপ কাণ্ডই চলিতেছে।

রঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে একটী মহান্ অদ্ভুত রকমের কন্সার্ট বসিয়া গিয়াছে। অতি মধুর অথচ ভীষণ সমবেত বাদ্য হইতেছে। যেরূপ চোটে ঐক্যতান বাদন চলিতেছে, তাহাতে দর্শক মহোদয়বর্গ অবাক্, আপ্লুত চিত্ত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা শ্রবণ গোচর করিতেছেন, যেন কত রকম সুমধুর মনঃপ্রাণহর রাগ তাল লয় মান বিশুদ্ধ বাদন শব্দ স্রোতঃ তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কলেবরে স্ফীত হইয়া মায়া কুটীর পরিপ্লুত করিয়া চারিদিকে পরিধাবিত হইয়া পড়িতেছে।

দর্শক মহোদয়বর্গ দেখিতেছেন, পূর্ব্বে বাদ্যযন্ত্রগুলি যে যে স্থানে সুরক্ষিত করা ছিল, এক্ষণে সে সে স্থানে আর কেহই নাই, সকলগুলিই স্বস্থান বিচ্যুত হইয়া রঙ্গগৃহের মধ্যে শূন্যভরে বাজিতে বাজিতে নাচিতেছে। কেহ যে বাজাইতেছে, তাহা নহে। ইহাও দর্শকবর্গ স্বচক্ষেই অবেক্ষণ করিতেছেন। উহা কেমন তালে তালে সুমধুর বাজিতেছে। বাদ্যযন্ত্রগুলি কেমন হেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া, কখন আগে,

কখন পাছে যাইতেছে, কখন এ পাশ, কখন ও পাশ করিতেছে, কখন উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে নামিতেছে, কখন একত্র হইতেছে, কখন ছড়াইয়া পড়িতেছে, কখন মিলিত, কখন পৃথক্ হইয়া ঘুরিতেছে। বাদ্যযন্ত্রগুলিতে কেমন বাজনার আঘাত তালে তালে সবলে পড়িতেছে। কে বাজায় তার ঠিক নাই। কে শূন্যমার্গে চালনা করে, তারও ঠিক নাই। কি বিস্ময়াবহ ও কুতূহলপ্রদ ব্যাপার।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বাহুলীর ধনুকগাছী অবিরত সংঘর্ষিত হইতেছে। ত্রিতন্ত্রী পিড়িং পিড়িং করিতে ভুলিয়াও বিরত হইতেছে না, তানপূরাতে ম্যাও অ্যাঁও গ্যাঁও অ্যাঁও গম্ভীর শব্দ অবিরত উঠিয়া কর্ণরন্ধ্রে অমৃত প্রবাহ ঢালিয়া দিতেছে। করতাল ঘণ্টা ও মন্দিরা তিনটী মিলিত হইয়া দিব্য ঝন্নন ঠন্নন শব্দে তাল দিয়া সময়ের সামঞ্জস্য রাখিতেছে। বাঁশী কেমন সুন্দর বাজিয়া মধুরাশি উদগীরণ করিয়া হৃদয় হরণ করিতেছে। ঢোলক পাখোয়াজগুলি উল্টী পাল্টী খাইয়া তাক্‌তলাং ধিক্‌ধ্বাং দিদিতাক্ দাঁও ইত্যাদি শব্দে সুদূরস্থিত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। কন্‌সার্টিনা ও হার্ম্মোনিয়ম্ উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বী মিলিত হইয়া নাচিতে নাচিতে বাজিয়া বাজিয়া দর্শকমহোদয় চয়ের মনঃ প্রাণকে নাচাইয়া তুলিতেছে। জলতরঙ্গের বাটী ঢঙ্গে ঢঙ্গে বাজিয়া উঠিয়া রঙ্গের তরঙ্গ ছুটাইতেছে। ঐ দেখুন আবার একটী করিয়া বাজনা বাজিতেছে, আবার একটী করিয়া বাজনা থামিতেছে। ঐ সবগুলি একবারে থামিয়া গেল, আবার সবগুলি একবারে সারী সারী বাজিয়াও গেল।

এইবারে রঙ্গগৃহের দ্বারগুলি আপনা আপনিই মুদিয়া গেল। বাজনার শব্দ সমস্তই থামিয়া গিয়াছে। সমস্তই গভীর নিঃশব্দ। প্রকৃতি স্তব্ধ; অণুমাত্র শব্দ কোথাও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এতদূর নীরবতা মায়াকুটীরে আবির্ভূত হইল যে, একটী অতি ক্ষুদ্র সূচীর সম্পাৎ হইলেও, বোধ হয়, যেন তাহার শব্দ অনায়াসে শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। ঐ দেখুন, অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা রঙ্গ প্রকোষ্ঠের দ্বারত্রয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ দেখিতেছেন,—রঙ্গগৃহের প্রাচীরের গাত্রে

বাদ্যযন্ত্রগুলি প্রত্যেকেই পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই সংলগ্ন হইয়া ঝোঝুল্যমান রহিয়াছে।

দর্শকবর্গ এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন। কে যে উহাদের বাজনা হইতে নিবৃত্ত করিল, কেমন করিয়া উহারা আপনা আপনি পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই দেয়ালের গায়ে গিয়া সংলগ্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে ঝুলিয়া রহিল; ইহা কাহার সাধ্য যে বুঝিতে পারে। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কথা সাধারণে অতি অল্পই শুনিয়াছেন এবং এবম্বিধ অলৌকিক কাণ্ড সকল অতি কমই দেখিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গ আর একটী বাজনা সম্বন্ধে অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করুন, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যাবহ।

প্রকারান্তরে কুহক বাদ্য বাদন।

পরিদর্শক মহোদয়বর্গ দেখিতেছেন,—অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা উভয়ে সেই দুইগাছী মায়ারজ্জু গ্রহণ পুরঃসর রঙ্গগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি রঙ্গ প্রকোষ্ঠের তিনটী দ্বার ঝপাৎ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল। চক্ষুর নিমেষ না পতিত হইতে হইতে আবার ঐ দ্বার ত্রয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। পরিদর্শক মহোদয়বর্গ এবার দেখিতে পাইলেন যে, ঐ দুইজন কুহকী আবার কোথায় গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন, আর আপনা আপনি দৃঢ়রূপে আষ্টে পৃষ্ঠে পিছমোড়া হইয়া সেই দুইগাছী দড়ী দ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

আবার রঙ্গগৃহের দ্বার ত্রয় পড়িয়া গেল। রঙ্গক্ষেত্রের মধ্যে কি হইতেছে, তাহা পরিদর্শক বর্গের মধ্যে কেহই কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। রঙ্গগৃহের দ্বার না পড়িতে পড়িতে তাহার মধ্যস্থ সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি সমবেত স্বরে বাজিতে লাগিল। পাঠকমহাশয়! আপনার মনে আছে ত? বোধ করি, বেশ জানেন,—ঐ দুই মায়িক ব্যক্তি চেয়ারের সহিত বিলক্ষণরূপে বদ্ধ রহিয়াছেন, রঙ্গগৃহের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই। কে তবে ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাইতেছেন?—কেহই না। আর ঐ

বাদ্যযন্ত্রগুলি প্রাচীরের গাত্রে টাঙান রহিয়াছে, তবে কেমন করিয়া উহারা আপনা আপনি বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে?

পরক্ষণেই পরিদর্শক মহোদয়বর্গ অবলোকন করিলেন,—রঙ্গগৃহের তিনটী দ্বার সাঁ করিয়া খুলিয়া গেল। অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা পূর্ব্ববৎ চেয়ারের সহিত দিব্য দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছেন। যেখানকার যেমন দড়ীর প্যাঁচ, যেখানকার যেমন পাক, তেমনই রহিয়াছে। যেখানকার যেমন গেরো, সেখানকার তেমনই হইয়া বজায় রহিয়াছে। তাহার এক চুল ব্যত্যয় হয় নাই। আর বাদ্যযন্ত্র সকলই থামিয়া গিয়াছে, সেখানে পূর্ণ নীরবতা যেন চিরকালের জন্যই রাজত্ব ফাঁদিয়া বসিয়াছে। আর গাঢ় নিস্তব্ধতাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাদ্যযন্ত্রগুলিও পূর্ব্ববৎ প্রাচীরের গাত্রে লগ্ন হইয়া, ঝুলিয়া রহিয়াছে। কেহই বা উহাদের বাজাইল, আর কেহই বা উহাদের পূর্ব্ববৎ দেয়ালের গায়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিল।

এইরূপ অদ্ভুত ক্রীড়া পরিদর্শক মহাশয় সকলে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই মুগ্ধ, ব্যতিব্যস্ত ও ভূতযোনির বা আত্মার প্রতি দৃঢ় বিশ্বস্ত হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক এরূপ অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিলে, কাহার না মানসক্ষেত্রে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়?

আবার ইহার উপরে আরও একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড এই সংঘটিত হইয়া থাকে যে, যখন পূর্ব্ববৎ রঙ্গগৃহের দ্বারগুলি বন্ধ করা রহিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা এই দুইজন চেয়ারের সহিত বদ্ধ করা রহিয়াছেন, আর সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি, সকলে সমবেত হইয়া একতান স্বরে বাজিতেছে, ঠিক সেই সময়ে ধাঁ করিয়া সমুদায় বাজনার শব্দ থামিয়া গেল। সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ নিঃশব্দতা বিরাজমান হইল। অমনি দেখা গেল, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত খোলা একটী সম্পূর্ণ লম্বা মানব হস্ত সেই রঙ্গগৃহের একটী বন্ধ করা দ্বারের মধ্যস্থিত গবাক্ষের অর্থাৎ ফোকরের মধ্যভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া একটী পিত্তলময় ঘণ্টা সজোরে ধরিয়া উচ্চরবে ঠটং ঠটং ঠটং করিয়া বাজাইতে লাগিল।

আবার ঠিক ঐ সময়ে, যখন শুনা যাইতেছে যে ঘণ্টাটী বাজিয়া বাজিয়া

তাহার ঘোরতর শব্দে, পরিদর্শক বর্গের শ্রবণ পথ অবরুদ্ধ করিতেছে, তখন যদি পরিদর্শক মহোদয় নিচয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ত্বরিত গতিতে যাইয়া অভিনেতাদের অসতর্কিতভাবে পূর্ব্বরূপে ধাঁ করিয়া রঙ্গগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সকলেই নিরীক্ষণ করিতে পাইবেন, সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি নীরবভাবে পূর্ব্ববৎ রঙ্গগৃহের প্রাচীরের গাত্রে টাঙান রহিয়াছে; আর সেই দুইজন পরম মায়া বিদ্যাবিৎ ব্যক্তি পূর্ব্বেকার ন্যায় নিঃস্পন্দ ভাবে স্ব স্ব আসনের সহিত দৃঢ়রূপে আষ্টে পৃষ্ঠে পিছমোড়া করিয়া বাঁধা রহিয়াছেন।

আবার রঙ্গগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আগেকার ন্যায় সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি সংমিলিত হইয়া সমবেত স্বরে পূর্ণমাত্রায় শ্রোতৃবর্গের মনঃপ্রাণ খুলিয়া দিয়া বাজিতে লাগিল। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে রঙ্গগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইল। অমনি বাজনার শব্দ সকল কোথায় যে নিবিয়া গেল তাহার আর কিছুই ঠিক ঠিকানা রহিল না। আর ঐ দুইজন কুহকী স্বীয় স্বীয় কেদেরার সহিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য বিহীনরূপে অবস্থান করিতেছেন। ঐরূপে পুনঃ পুনঃ দ্বার মুদিত করিলে, বাজনা সকল বাজিতে থাকিবে এবং উদ্‌ঘাটিত করিলে বাজনা গুলি বন্ধ হইয়া যেখানকার সেইখানেই অবস্থান করিবে ও ঐন্দ্রজালিকদ্বয় সুদৃঢ়রূপে যেমন বদ্ধ নিস্তব্ধ ও গতিবিহীন, তেমন নিস্তব্ধ গতিবিহীন ও বদ্ধই থাকিবে।

পাঠক মহোদয়গণ! মার্জ্জনা করিবেন, আপনাদের আমি এতক্ষণ হইল, বলিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। কিছু মনে করিবেন না। এবার বলিতেছি, ভাল করিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন।

প্রতিবারেই এই ভৌতিক কারখানা প্রদর্শিত করিবার সময়ে রঙ্গগৃহের দ্বারের কপাটের মধ্যস্থিত সেই ফোকরটার ভিতর দিয়া একটী রণশৃঙ্গ আর একটী ঘণ্টা ঠিক পরিদর্শক মহোদয় নিচয়ের পদের সমীপে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

পাঠকবর্গ! মনে করুন। এ কাণ্ড করে কে?—রঙ্গ প্রকোষ্ঠের

অভ্যন্তর ভাগে এমন আর কেহই নাই, যাহা কর্ত্তৃক এই কার্য্য সমাহিত হইতে পারে। আর সেই স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হস্ত খানাই বা কাহার? কেহ উহা ফোকর দিয়া বহিঃনিক্রান্ত করিতেছে? কেই বা বাজনাগুলি অমন সুন্দর করিয়া বাজায়? আবার পূর্ব্বস্থানে ওগুলিকে যেমন তেমনি টাঙাইয়া রাখিয়া দেয়? কেই বা মায়া তত্ত্ববিৎ ঐন্দ্রজালিক দুইজনকে দৃঢ়রূপে অন্য কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখে? কেই বা তাঁহাদিগকে খুলিয়া দেয়? কোন্ ব্যক্তিই বা বাদ্যযন্ত্রগুলিকে অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যপথে রাখিয়া উড়াইয়া উড়াইয়া নাচাইয়া নাচাইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া বাজাইতে থাকে? কোনক্রমেই আপনারা ইহা ঠাওর করিতে পারেন না। এই কাণ্ড নির্ব্বাহিত করা মানব ক্ষমতার অতীত। তবেই ইহা অমানুষিক ব্যাপার। সুতরাং ইহাকে ভৌতিক প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? অতএব ইহা ভূত (Ghost) আত্মা (Spirit) বা দানব (Genii) সকল দ্বারা হইতেছে বলিয়া স্থির মীমাংসা করিতে হইবে। কেমন বটে? ইহা না বলিয়া আর কি বলিতে আপনি বাধ্য? বস্তুতঃ এসব ভূত আত্মা, দৈত্য, প্রেত, মামুন্দ, জিনী, ডাকিনী, পরী, ভূতিনী প্রেতিনী প্রভৃতির শক্তিতে বা সহায়তায় যে সম্পন্ন হইতেছে তাহা কখনই মনে করিবেন না। এসব কেবল কৌশল ফিকির ও পদার্থ গুণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ সকলের সুড়ুক সন্ধান পরে পরে বিশেষরূপে আপনাদের বিবৃত করিয়া দিতেছি।

পাঠক মহোদয়! এই অবসরে এস্থলে আপনাকে আর একটী কথা বলিয়া লইব।—পরিদর্শক মহোদয় সকলের এই সকল কাণ্ড সন্দর্শন করিয়া মনে বিশেষ প্রত্যয়ের উদ্‌ভাবন হইল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা ঐন্দ্রজালিকদিগের মধ্য হইতে একজন ঐন্দ্রজালিককে পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইয়া রঙ্গগৃহের মধ্যে ঐ দুইজন অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতার ঠিক মধ্যস্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহার পরে পরিদর্শক মহোদয়বর্গের মধ্য হইতে এক জনকে প্রতিনিধিরূপে বাছিয়া লইয়া এই তিন জনের মধ্যভাগে বসাইয়া দেওয়া হইল। এই প্রতিনিধি ব্যক্তিকে এস্থানে উপবিষ্ট

করাইয়া দিবার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তিনি স্বচক্ষে সতর্কভাবে দেখিবেন যে, ঐ দুইজন ঐন্দ্রজালিক আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া কোন ক্রমে কাহারও নিকট হইতে কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হন কি না? আর ঐ তৃতীয় ঐন্দ্রজালিককে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতার মধ্যভাগে বসাইবার তাৎপর্য্য এই যে, এই দুইজন কুহকী যেন পরস্পরে বাদ্যবাদন ও বন্ধন মোচন সম্পর্কে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ না করিতে পারেন, এইটী তিনি বসিয়া চৌকী দিবেন ও যদি উহাঁরা পরস্পর কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী করিয়া রাখিলে, অবশ্য তাঁহা দ্বারা বাধা জন্মিতে পারিবে। আর যদি এই তৃতীয় ঐন্দ্রজালিক কোনক্রমে এই অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতাকে স্বয়ংই কোনরূপ সাহায্য প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার এক হস্ত অভিনেতার স্কন্ধে ও অপর হস্ত সহকারী অভিনেতার জানু দেশে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে করিয়া পরিদর্শক মহোদয়বর্গের এই প্রত্যয় হইল যে, যদি অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা পরস্পর কোনরূপ সাহায্য কোনক্রমে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৃতীয় ঐন্দ্রজালিক এবম্বিধ নিবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া অবশ্যই কোনরূপ নাড়া চাড়াতে অবগত হইতে পারিবেন। তাহা হইলে প্রতিনিধি মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন।

তদনন্তর যেমন রঙ্গগৃহের দ্বার সকল মুদিত করিয়া দেওয়া হইল, অমনি অতিশয় উচ্চৈঃশব্দে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একবারে বাজিয়া উঠিল। যতগুলি বাজনা দেয়ালের গাত্রে টাঙান ছিল, সবগুলি কি একবারে বাজিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! পরিদর্শক মহোদয়বর্গ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবার তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত বাদ্যশব্দ শেষ হইয়া গেল। সম্পূর্ণ শব্দ শূন্যতা রঙ্গক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল। অমনি রঙ্গ প্রকোষ্ঠের দ্বার কয়টী উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া হইল। রঙ্গ বিভাগের অভ্যন্তর ভাগে এক অত্যাশ্চর্য্যকাণ্ড সংঘটিত হইয়া রহিয়াছে। দর্শকমহোদয় চয় তাহা সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই বিস্মিত মুগ্ধ ও অবাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কুতূহল বৃত্তি উত্তরোত্তর সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রঙ্গগৃহের মধ্যে এক মহান্ অদ্ভুতকাণ্ড বিরাজমান। তৃতীয় ঐন্দ্রজালিক মহাশয়ের পোড়া কপাল! তাঁহার অসৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? কোথায় তিনি ঐন্দ্রজালিকবর্গকে চৌকী দিতে বসিয়াছেন! না তাঁহার দুর্দ্দশা দেখে কে? তাঁহার চৌকী দেওয়া দূরে থাক, তিনি স্বয়ং বন্দীর অবস্থায় নিপতিত। পাঠকমহোদয়! আশ্চর্য্যের কাহিনী শ্রবণ করুন, প্রতিনিধি মহাশয়ের পকেটে যে তাঁহার সখের রুমালখানি ছিল, সেখানি আর এখন তাঁহারা পকেটে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, সেখানি স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার মস্তক দেশে উত্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার শিরোভাগ ঐ রুমালখানি দ্বারা বিলক্ষণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। আর দেয়ালের গায়ে যে পঞ্জরী যোড়াটী ঝুলিতেছিল, তাহা তাঁহার মাথার তাজ হইয়া দাঁড়াইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার গলাবন্ধটী, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে অভিনেতা উপবিষ্ট আছেন, ঠিক তাঁহার ঘাড়ের চতুপার্শ্বে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করা রহিয়াছে। আর তাঁহার চস্‌মাখানি, তাঁহার বাম পার্শ্বে যে সহকারী অভিনেতা উপবিষ্ট আছেন, ঠিক তাঁহার নাকের উপরিভাগে স্থাপিত করা রহিয়াছে। অধিকন্তু, তাঁহার ঘড়ীটী তাঁহার জেবের ভিতর হইতে অন্য লোকের জেবের ভিতরে, আবার সে জেব হইতে অপর জনের জেবের অভ্যন্তরে এইরূপে ৮ আট বা ১০ দশ জেবের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আর প্রতিনিধি মহাশয়কে ততদূর গোলযোগের মধ্যে নিপতিত হইতে হয় নাই। তিনি যেমন তেমনই আছেন। তখন পরিদর্শক মহোদয় সকলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং যাঁহার যেরূপ মনে আসিতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ কূট প্রশ্ন ও তাঁহার সহিত ফাকিজুকী সিদ্ধান্ত গোছের তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

প্রতিনিধি মহাশয় তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত করিলেন যে, তিনি রঙ্গ প্রকোষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কেবল এই অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাকের উপরে যেন কে অলক্ষিত ভাবে ঈষৎ কাতুর কুতুর ও

গুড়্ গুড়ি দিতেছে, আর যুগপৎ সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার পকেটের মধ্যভাগে তাঁহার যে রুমালখানি ছিল তিনি সেইখানি দ্বারা মস্তক দেশে সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার চস্‌মাখানি যেন গুপ্তভাবে অপহৃত হইল, এই ঘটনা ভিন্ন তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন না।

ইতিমধ্যে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা, এই দুইটীকে পরিদৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের বাহু কনুই কবজী ও করতল শুদ্ধ হস্তদ্বয় পার্শ্বা পার্শ্বী ভাবে থাকিয়া পৃষ্ঠদেশে পিছমোড়া হইয়া আছে পৃষ্ঠে তাঁহারা বিনিবদ্ধ রহিয়াছেন।

ইহির মধ্যে পরিদর্শক মহোদয়বর্গ সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এক ফিকির উদ্‌ভাবন করিয়া ফেলিলেন যে, কিঞ্চিৎ ময়দা বেশ করিয়া জলদিয়া গুলিয়া ঐ দুইজন কুহকীর হস্তে ঢালিয়া দেওয়া যাউক। যদি উহাঁরা কোনরূপে হস্তদ্বারা কোন কৌশলে গোপনে বন্ধন মোচন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে অবশ্যই এই গোধূম চূর্ণদ্রব রজ্জুক্তে পরিচ্ছদে বা শরীরের কোন না কোন এক স্থানে সংলগ্ন হইবেই হইবে। তাহা হইলে উহাদের সকল পন্থাই নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যাইবে।

ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ ময়দার গোলা দুইজন মায়িকের করতলে ঢালিয়া দিলেন, তাহার পরে রঙ্গগৃহের দ্বার কতিপয় মুদিত করিয়া দেওয়া হইল। কি আশ্চর্য্যের কথা বলিব, দ্বার কয়েকটা বন্ধ করিতে না করিতেই অমনি সেই দুই পরম কুহক তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির গাত্রের অঙ্গরাখা দুইটী গাত্র হইতে খুলিয়া আসিয়া, পাঠক মহাশয়! আপনার মনে পড়ে কি? সেই রঙ্গক্ষেত্রের সম্মুখ দেশে যে একটী দ্বার আছে, ঠিক তাহার একজন মানুষের মস্তক পরিমিত উচ্চস্থানে যে একটী ফুকোর আছে, সেই ফুকোরটীর মাঝখান দিয়া গলিয়া আসিয়া পরিদর্শক মহাশয় বর্গের সম্মুখে ধপাস করিয়া পড়িল, সেই দুইটা আঙরাখার গায়ে একটু মাত্র ময়দার কি আর কিছুর দাগ আদোপেই নাই। আবার সে দুইটী অঙ্গরক্ষিণী তৎক্ষণাৎ সেই গবাক্ষপথ দিয়া উঠিয়া রঙ্গ প্রকোষ্ঠের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরিদর্শক মহোদয়বর্গ ইহা দেখিয়া অবাক্ বিস্মিত ও কুতূহলী হইয়া

পড়িলেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে, আষ্টে পৃষ্ঠে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছেন, কেমন করিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গরাখা খুলিয়া ফেলিলেন, ও ফুকোর দিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া আবার আমাদিগের সমীপ হইতে তুলিয়া লইয়া গেলেন? রঙ্গবিভাগের অভ্যন্তরে অপর কোন ব্যক্তি নাই যে, তিনি এই সব কাণ্ড স্বয়ং অতর্কিত ভাবে করিলেন। অতএব দেখিতে হইল, কাণ্ড কারখানাটাই বা কি?

তৎক্ষণাৎ রঙ্গগৃহের দ্বার তিনটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলা হইল। দেখা গেল, কুহকী দুইজনের গাত্রে অঙ্গরক্ষিণী দুইটী পূর্ব্ববৎ সুপরিহিতই রহিয়াছে। আর রজ্জুও যেমন তেমনই আবদ্ধ রহিয়াছে, একটীমাত্র গেরোও সরিয়া পড়ে নাই। ঐ গ্রন্থিগুলিও সম্যকৃরূপে পরীক্ষিত করিয়া দেখা হইল, উহারা আবার নূতনরূপে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না? পরীক্ষা করিয়া স্থির হইল, গাঁটগুলি আগেকার মতন যেমন তেমনই দৃঢ়বদ্ধ আছে, একটুমাত্রও শ্লথ হইয়া পড়ে নাই।

রঙ্গগৃহের দ্বার সকল পুনর্ব্বার আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুই মিনিট না অতিবাহিত হইতে হইতেই সেই দুইজন অভিনেতা এবং সহকারী অভিনেতা রঙ্গবিভাগের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বন্ধনদশাপরিমুক্ত হইয়া অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহারা পরিদর্শক মহোদয়নিচয়ের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক দেখাইলেন যে, তাঁহাদের করতলে ময়দা গোলা যেমন তেমনই আছে, উহা একটুমাত্র বিকৃত হয় নাই। তাঁহাদের জামা যোড়ায় এক বিন্দু পরিমিতও ময়দাগোলার দাগ ভুলিয়াও লাগে নাই। পাঠক মহাশয়কে পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হয় নাই যে, এই দুই কুহকবিদ্যাজ্ঞ ব্যক্তির পরিচ্ছদ সমস্তই কৃষ্ণবর্ণে অভিরঞ্জিত।

এই ব্যাপার কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহা কুহকতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কাহারই ক্ষমতা নাই যে, সুপরিজ্ঞাত হইয়া সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া দেন।

এক্ষণে অন্য প্রকার ভৌতিক কাণ্ডের গূঢ় মর্ম্ম কথিত হইতেছে :—

অন্ধকারময় ভৌতিক দৃশ্য।

এই প্রকার ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে হইলে, দৃশ্যস্থানের দ্রব্যাদির কিঞ্চিৎ বিশিষ্টরূপ আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতে হয়। রঙ্গ-ক্ষেত্রের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র গোছের টেবিল সংস্থাপিত করিতে হইবে। তাহার উপরিভাগে দুইটী সেতার এবং এক যোড়া খঞ্জনী সংন্যস্ত করিবে।

এই সকল আয়োজন করা হইতেছে, এই অবসরের মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী অন্য রঙ্গবিভাগের অভ্যন্তরে অভিনেতা ও সহকারী অভিনেতা দুইজন একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। এই সব বন্দোবস্ত শেষ হইবামাত্রই এই দুইজন কুহকী অতি ত্বরিত গতিতে ঐ টেবিলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ টেবিলটীর দুই পার্শ্বে সম্মুখাসম্মুখী করিয়া যে দুই খানি কেদেরা বসান ছিল, সেই দুইখানি কেদেরাতে ইহাঁরা আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই দুইজন ঐন্দ্রজালিকের চরণের নিকট এক একটী করিয়া দড়ীর তাল পাকান পড়িয়া রহিয়াছে।

কুহকীরা তাহার পরে পরিদর্শক মহোদয়বর্গকে এই টেবিলটির চারি পার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। দর্শকগণের মধ্য হইতে কমবেশী চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া টেবিলের চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ বা একটু তফাতে থাকিয়া কি ব্যাপার ঘটে, তাহা দেখিতে লাগিলেন। কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ বা অন্যত্র বসিয়া থাকিলেন।

এই স্থলে আত্মা আনয়ন ব্যাপারের মহা ধূম পড়িয়া গেল। পাঠক মহোদয়! গোড়া থেকেই বুঝে রাখিবেন, আত্মানয়ন ফয়ন সর্ব্বৈব মিথ্যা। যেন আত্মানয়নের ফাঁদে পড়িয়া আপনি না ঠকিয়া জান। আত্মাও নাই, আত্মা আনয়ন করিবার লোকও নাই। সবই ফাঁকী, কৌশলই মূল পদার্থ।

কুহকবিদ্যাভিজ্ঞ দুইজন উল্লিখিত পরিদর্শকবর্গকে লইয়া আত্মা আনয়ন করিতে বসিলেন। ঐ দুইজন কুহকী ও চৌদ্দ বা পনর জন দর্শক টেবিলের

উপরে করতল সংন্যস্ত ও পরস্পরে মিলিত করিয়া টেবিলটীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিলেন। টেবিলটীর উপরে শৃঙ্খলাবদ্ধবৎ করতলসমষ্টির একটী সুদুর্ভেদ্য পরিধি যেন প্রস্তুত হইয়া গেল।

পাঠক মহাশয়ের অবশ্য স্মরণ আছে যে, সচরাচর রজনীযোগেই এই সকল ভৌতিকক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সময়ে রঙ্গগৃহের কি অভ্যন্তরে কি বহির্ভাগে কোথাও পরমাণুমাত্র আলোকের আবির্ভাব নাই। কেবল উহার দুই পার্শ্বে দুইটী বাষ্পবর্ত্তিকা দপদপ্ করিয়া বিমল ও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। ঐ দুইটী আলোকের পার্শ্বদেশে কেবল দুইজন অপর সহকারী কুহকী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সেখানে থাকিবার কারণ কি, তাহা পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন ত? তাঁহাদের ওরূপ করিয়া থাকিবার আর বিশেষ কিছুরই প্রয়োজন নাই; তাঁহাদের কেবল ঐ দুইটী আলোককে আবশ্যক অনুসারে কথন ঊর্দ্ধভাগে আরোহিত, কথন বা নিম্নভাগে অবরোহিত করিতে হইবে, এইমাত্র।

একজন ঐন্দ্রজালিক রঙ্গগৃহকে অন্ধকারাবৃত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমনি দুইজন সহকারী কুহকী বাষ্পালোকের শক্তি অতি লঘু করিয়া দিলেন। অমনি রঙ্গগৃহ দুই মিনিটের মতন প্রায় অন্ধকারময় হইয়া গেল। রঙ্গক্ষেত্র পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ। পরিদর্শকবর্গ, যাঁহারা অভিনেতা ও সহকারীকে লইয়া করতল শৃঙ্খলিত করিয়া গোলাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা অতি সতর্ক হইয়া কর্ণ খাড়া করিয়া সন্দিহানভাবে অতীব মনঃসন্নিবেশের সহিত অনুসন্ধানেচ্ছু নয়নে অবস্থিত রহিয়াছেন, অভিনেতারা কি কৌশল গোপনে অবলম্বনপূর্ব্বক কি কার্য্য করেন, তাহাই দেখিতেছেন। তাহাদের পরিচ্ছদের ঈষৎ শব্দ, একটুমাত্র নড়া চড়া ঘটিলেই, তাঁহারা টের পাইবেন ও ধরিয়া ফেলিবেন। এই অবসরে বাষ্পালোক পুনর্ব্বার সবলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অভিনেতৃদ্বয়কে অমনি দেখা গেল, তাঁহাদের হাতে, পায়ে, পৃষ্ঠে, দেহে জাল বোনার ন্যায় গেরো দিয়া শক্ত দড়ী দ্বারা কেদারায় বদ্ধ করা রহিয়াছেন। তাঁহাদের হাত দুখানি পশ্চাদ্ভাগে পিছ মোড়া করিয়া কেদারায় ঠেসান

দিবার কাঠের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধা রহিয়াছে। কেদেরা দুখানাও টেবিলের সঙ্গে খুব আবদ্ধ রহিয়াছে। দর্শকেরা পরীক্ষা করিলেন, কোন প্রতারণা বা কৌশল তার মধ্যে খুঁজে পেলেন না।

পুনর্ব্বার গৃহ তমোময় হল। টেবিলের উপরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ছিল, তাহা মধুর স্বরে বাজিতে লাগিল। আবার যেমন গৃহ আলোকিত হল, সব বাজনা থামিয়া গেল। দেখা গেল, যেখানের বাজনা সেখানেই আছে। একটু চল বিচল হয়নি। আর কুহকীরা যেমন বাঁধা তেমনিই আছেন।

দর্শকনিবহ মনে করিলেন, ভূত বা আত্মার এই সকল কার্য্য। নাস্তিকদের মনে কতকটা ভূত টূত থাকা গোছের বিশ্বাসও জন্মাইল।

আরো দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য দর্শকবর্গ মায়িকদের করতল, মণিবন্ধ, কফোণি ও বাহুদেশে যে সকল গেরো বন্ধন করা আছে, তাহার উপরে গালা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া একটী মোহরের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিলেন। আর সেতার, খঞ্জরী প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ ফস্ফর দ্রব মাখাইয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ ইহা উজ্জ্বল, অন্ধকারেও দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বাদ্যযন্ত্রগুলি কোনরূপে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে, অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে ও ধরা পড়িবে।

গৃহ আবার তমঃপূর্ণ হল। বাদ্যযন্ত্রগুলি স্থানান্তরিত হয়ে, নানাশব্দে বাজিতে লাগিল। তাহারা শূন্যভরে উজ্জ্বলতম বিচিত্র রেখায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া নানাবিধ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক রঙ্গগৃহময় বেড়াইয়া দর্শকবর্গের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুরস্বরে বাজিতে লাগিল। কোন একটী সেতার এক দর্শকের কেশ স্পর্শ করিল, কোন একটী বেহালা কাহার জামাটীতে গাত্র ঘষিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কোন যন্ত্রটী একবারে ছাদতলে লগ্ন বা কাহারও গাত্রে স্পৃষ্ট হল না। দর্শকেরা ক্রমাগতই মাথা, ঘাড় সরাইয়া লইতেছেন, পাছে কোন যন্ত্র তাঁর উপরে এসে পড়িয়া কোনরূপ আঘাত প্রদান করে।

তাহার পর যেই গৃহ আলোকিত হল, অমনি যেখানে যে বাদ্যযন্ত্র ছিল, তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে তাহা আসিয়া নীরব হইয়া দর্শকদের অঙ্কদেশে

নিপতিত হইয়া রহিল। আর মায়িকদের গালার দেওয়া হস্তের গেরো পরীক্ষা করিয়া দেখা হল, উহা যেমন তেমনই আছে।

ইহার গূঢ় মর্ম্ম জানিবার জন্য দর্শকগণ আরো একটী উপায় অবলম্বন করিলেন। একশিট কাগজ প্রত্যেক কুহকীর পদতলে রাখা হল এবং প্রত্যেকের জুতার সীমারেখা ঐ কাগজে একটী পেন্‌সিল দিয়া অঙ্কিত করিয়া লওয়া হল। যদি তাঁহারা কোন কৌশলে বন্ধনমুক্ত হইয়া তাঁহাদের আসন হইতে উঠেন, তাহলে এই কাগজ খণ্ডদ্বারা অনায়াসে পা একটু সরিয়া গেলেই, বুজরুকী ধরা পড়িবে। আর এক দর্শক আসিয়া একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা মায়িকদের জানুদেশের নিম্নে স্থাপিত করিয়া দিলেন।

গৃহ অন্ধকৃত করা হল। দুচারি মিনিট পরেই বাদ্য যন্ত্র সমস্তই বিচিত্র শব্দে বাজিতে বাজিতে শূন্যভরে নানা গতিতে নাচিতে লাগিল। এই কাণ্ড চলিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, একজন হ্যাট কোট পেণ্টুলান ওয়ালা সাহেব বাবু দর্শকের টুপিটী খানিক দূরে মাথা হইতে খুলিয়া উড়িয়া গেল। আর একজন অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার মাথা চুলকাইয়া কে যেন দিয়া গেল। আর একজনের বোধ হল, যেন কে এসে তাঁর হাত ধরিয়া নাড়িয়া গেল। সে বসন খণ্ড আর মায়িকের জানুতে নাই, কে যেন লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আর একজন পরিদর্শক দেখিলেন, তার কোলে কোথা থেকে এক খণ্ড কাপড় আসিয়া পড়িয়াছে।

পুনর্ব্বার গৃহ আলোকিত করা হল। দেখা গেল ঐন্দ্রজালিক দ্বয় পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনই অবস্থায় আছেন। সেই গালা মোহরের ছাপ পরীক্ষা করা হল, তাহা যেমন তেমনই আছে। কাগজ খণ্ড দেখা হল, তা যেমন তেমনই আছে। তার উপর থেকে জুতা এক চুল তফাত হইয়া সরিয়া যায় নাই।

দর্শকবর্গ অবাক্ ও বিস্মিত হলেন। দেখিলেন, অভিনেতৃ দ্বয়ের গাত্রে একখানি বস্ত্র আবৃত করা আছে, মাথায় আবার একটী টুপী দেওয়া হইয়াছে, নাকে এক যোড়া চসমাও রয়েছে। কে এসে দিয়ে গেল, এঁদের ত হাত পা সব বাঁধা। এসব জিনিস আবার কোন কোন দর্শক

মহাশয়েরই অধিকৃত। তাঁহাদের নিকট হইতেই বা একবারে কেমন করে, লওয়া হল ?? দেখা গেল, ঐন্দ্রজালিক একজনের একটা জামা তাঁহার গাত্র হইতে খুলিয়া গিয়া একজন দর্শকের অঙ্কদেশে পতিত রহিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড। সকলেই এই আত্মা আনয়ন ও ভৌতিক কাণ্ড বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন।

ভৌতিক মায়া কার্য্য যে যে উপায়ে সম্পাদিত হয়, তাহার উপদেশ ও কৌশল।

এই সকল ভৌতিক কাণ্ড সম্পাদিত করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিকেরা প্রয়োজন উপযোগী নানাবিধ সজ্জা সরঞ্জাম ও আসবাব যোগাড় করিয়া রাখেন। কেহ কেহ আর কিছুই রাখেন না; কেবল কতিপয় গাছী দড়ী। রঙ্গগৃহের মধ্যে বেশী ঐন্দ্রজালিক উপাদান এমন কিছুই নাই। আবশ্যক হইলে, দুইখানা কেদেরা ও একখানা সাধারণ রকমের যবনিকা রাখা হয়। আর বেশীর ভাগ কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রও থাকে।

তুলা হইতে যে সূত্র কাটিয়া লওয়া যায়। সেই সূত্র দ্বারা ঐ দড়ীগুলি রচিত হইয়াছে। এই গুলি লম্বে সচরাচর প্রায় দশফুট হইয়া থাকে।

এই ভৌতিক ক্রীড়া আরম্ভ করিবার সময়ে রঙ্গগৃহের চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা ঐ দুইজন আত্মা আনয়নকারী ঐন্দ্রজালিকের সহিত টেবলটীর চতুপার্শ্বে উপবেশন করেন। তাহা হইলে একটী আত্মানয়নোপযোগী চৌম্বকীয় বৃত্ত প্রস্তুত হইবে। এই ব্যাপারটী করিবার কারণ এই যে কেবল বহির্দ্দেশ হইতে কোন দর্শক অনুসন্ধান দ্বারা কোন প্রকারে এই কার্য্যের গূঢ় বুজরকী ভাঙ্গিয়া না দেন। ঐ নিমিত্ত সম্মুখভাগে যে সকল দর্শক বসিয়া আছেন, উঁহাদেরও ঐরূপ পরস্পর করতল টেবিলের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া রাখিতে বলা হয়।

অনন্তর দুইজন অভিনেতা ও সহকারী রঙ্গগৃহে কেদেরায় বসিবেন।

হাতে ৩ গাছা দড়ী থাকিবে। তাঁদের বন্ধন করিবার জন্য একটী লোকও স্থির করা হবে। সে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দুইহাত পেছন দিকে লইয়া যাইয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। এমন প্যাঁচ দিয়া গেরো দিয়া দিলেন যে, কাহারো বাবারও সাধ্য নাই যে, তাহা খুলিয়া ফেলে। তার পা জানু ও উরু চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হল।

যখন কুহকী দ্বয়কে বাঁধা হচ্ছে, তখন তাঁহারা কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন ভাবে কৌশল ক্রমে উচ্চনীচ করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা সমস্ত গেরো ও প্যাচ অনায়াসে খোলা যাইতে পারে। এই সময়ে তাঁহারা বড়ই জোরে বাঁধা হইতেছে, বড়ই লাগিতেছে, প্রাণ যায়, এখানটা ফেটে গেল, ওখানটা কেটে গেল, এই বলিয়া ভাণ করিয়া মিছামিছী চেঁচাইতে থাকিবেন। ইহাতে বন্ধনকারী কখনই আর কঠোররূপে তাঁহাদিগকে বাঁধিতে পারিবেন না।

যখন বন্ধন শেষ করিয়া দর্শক স্বস্থানে গেলেন, তখন রঙ্গগৃহের দ্বার দেওয়া হল। অভিনেতা ও সহকারী এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৌশল দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, দুই চারি মিনিটের মধ্যে সমস্ত গেরো ও প্যাঁচ অনায়াসেই খুলিয়া গেল। ইহা কেবল অবয়ব বিশেষের বাঁধিবার কালীন ফেরাণ ঘোরাণ করিয়া রাখা ও কৌশল ক্রমে উচ্চ নীচ করিয়া দেওয়া। তার পর এই সকল উচ্চ নীচ ও ফেরাণ ঘোরাণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঠিক্ সোজা হইয়া বসিলে যেখানকার যে দড়ীর প্যাঁচ ও গেরো আপনা আপনিই শিথিল ও সরল হইয়া খুলিয়া পড়িবে।

এই সকল দড়ী খুলিবার কৌশল দর্শকেরা স্বচক্ষে দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। ইহা দেখা অপেক্ষা বর্ণনা করা কিছু কঠিন। আকর্ষণ, সংকোচন ও পরিচালন করিবার ক্রমই ইহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঐ গেরো গুলির মধ্যে এমন একটী গেরো প্রথমতঃ বিস্তৃত করিয়া লইতে হইবে, যেটী অনায়াসেই খোলা যাইতে পারে। একটী হস্ত প্রথমে খুলিতে পারিলেই অন্য হস্তও বন্ধনের জন্য আর কোন চিন্তা নাই। যখন বন্ধনকারী তাঁহাদিগের হস্তদ্বয় বাঁধিতেছিলেন, তখন তাঁহারা

এমন একটী কৌশল করিয়া হস্তের অঙ্গুলীগুলি বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলীটী গোলাকার ভাবে প্রসারিত করিয়া রাখিবেন, যেন ঠিক স্ত্রীলোকেদের বালা পরাইতে গেলে যেমন অঙ্গুলীগুলি লম্বা ও গোলাকার ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তেমনই তাঁহাদের অঙ্গুলীগুলি ও হস্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহাতে বালা খোলার ন্যায় হস্ত হইতে অনায়াসে দড়ীর প্যাচ ও গেরো খুলিয়া আসিবে।

ঐরূপে একটী হস্ত খুলিলেই অভিনেতা তাহা সেই পূর্ব্ব কথিত ফোকর দিয়া দর্শকবর্গকে দেখাইবে। ঐ অবকাশে দুইজনে ফিকির দ্বারা আর দুটী হস্ত খুলিয়া ফেলিবেন। এঁদের মধ্যে এই সকল বন্ধন খুলিতে যিনি খুব চতুর ও চালাক, অগ্রে তিনি নিজ বন্ধন খুলিয়া ফেলিবেন। পরে অপরটীর বন্ধন তিনি খুলিয়া দিবেন। তবেই হইল, এঁদের মধ্যে একজন কার্য্যে পটু হইলেই চলিবে।

আর যখন রঙ্গগৃহের মধ্যে কুহকীর আপনা আপনি পরস্পরে পিছমোড়া হইয়া বদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা এমন একটী সহজ বন্ধন করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবশ্যক অনুসারে বন্ধন দিতে ও খুলিতে অনায়াসেই পারা যায়।

ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ফাঁসা গেরো বা নাবিক গ্রন্থির (Sailor's knot) ব্যবহারই অধিক প্রয়োজনীয়। যেন ইচ্ছা করিলেই ঐ গেরোর দড়ী প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়।

এই গেরোর দুইটীর প্রান্ত খোলা থাকিবে। খোলা দুইগাছী দড়ী দ্বারা কেদেরার সহিত চরণ ও উরু বন্ধন করিতে হইবে। এইরূপ বন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই চেয়ারের দুইপার্শ্বে দুইটী গর্ত্ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ হস্তাদিও বাঁধিয়া দিবে। শেষে দড়ীর প্রান্তভাগ ধরিয়া একটান মারিলেই অল্পক্ষণ মধ্যে সমস্ত আলগা হইয়াই আপনিই খুলিয়া আসিবে। দর্শকেরা মনে করিবেন, ভূত বা আত্মা দ্বারাই একার্য্য হইতেছে।

এইরূপে রঙ্গগৃহের দ্বার মুদিত করিলেই অভিনেতারা তাঁহাদের বদ্ধ

হস্ত কিঞ্চিৎ আলগা করিয়া লইয়া অমনি সেই নিকটবর্ত্তী দোদুল্যমান বেহালা, সেতার, খঞ্জনী, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য সমাবেত স্বরে বাজাইতে থাকিবেন। শুদ্ধ হস্ত দ্বারাই যে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, তাহা নহে। পদাঘাত দ্বারাও অনেক বিধ বাদ্যক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ ক্ষণ বাজনার পর বাদ্যযন্ত্র গুলি যেমন পূর্ব্বে ছিল, তেমনই নীরব অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিয়া কুহকীদ্বয় আবার শিথিল বন্ধন সকল দৃঢ় করিয়া পূর্ব্ববৎ বদ্ধ অবস্থায় রহিলেন। আবার যেমন রঙ্গগৃহের দ্বার সকল উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, অমনি পূর্ব্বের ন্যায় মায়িক দ্বয় বিনিবদ্ধ ও বাদ্যযন্ত্র সকল প্রাচীরের গায়ে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আর যে প্রতিনিধি দুই কুহকীর মধ্যে বসিয়া উহাদের কাণ্ড কারখানা চৌকী দিতেছিলেন, যার এক হস্ত এক কুহকীর স্কন্ধে আর এক হস্ত আর এক কুহকীর জানুদেশে বদ্ধ ছিল, তাঁহার, দুইজন কুহকী তাঁহাদের বন্ধন শিথিল করিয়া কৌশল ক্রমে অনায়াসে চক্ষুদ্বয় হইতে চসমাখানি খুলিয়া লইয়া তাঁহার পকেটের মধ্য হইতে রুমালখানি লইয়া বাঁধিয়া দিলেন। আর টুপী মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া খঞ্জনীটা তার পরিবর্ত্তে বসাইয়া দিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব কথিতবৎ অন্যান্য কার্য্যও হইয়া গেল। প্রতিনিধি মহাশয়ের হস্তদ্বয় বদ্ধ ছিল, তিনি এসব কিছু ধরিতে পারেন নাই, আর এত শীঘ্র এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল যে, তিনি এ সকলের কিছুই অবগত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আর সে সময়ে গ্যাস্ নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অন্ধকারের মধ্যে সন্দেহর ব্যাপার কিছুই লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অভিনেতাদের হস্তে ময়দা গুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেও তাঁহাদিগের গূঢ় কৌশল কোনরূপে ধরিতে পারা যায় নাই। ইহার গোপনীয় মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

ময়দা গুলিয়া অভিনেতাদের করতলে মাখাইয়া দেওয়া হইল, কারণ তাঁহারা হস্ত দ্বারা কোনরূপে যদি গেরো খুলিয়া দড়ী এলাইয়া ফেলেন,

তাহা হইলে ময়দা গোলার দাগ অবশ্য দড়ীতে লাগিবে, সুতরাং এই বিষয়ে ভূতের কোনরূপ সাহায্য নাই স্পষ্টই প্রতীত হইবে। কুহকী দ্বয় হস্তের গেরো অল্পে অল্পে সরাইয়া দড়ীর বন্ধন খুলিবার উদ্যোগ করিবেন। একজনের হস্ত খুলিলেই আর একজনের সাহায্য অনায়াসেই হইতে পারে। পাছে ময়দার দাগ রজ্জুতে বা পরিচ্ছদে লাগে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের জামার দুইদিকের দুই পকেটে দুটী জিনিষ লুক্কায়িত করা আছে। একটী জিনিষ একখানি রুমাল আর একটী জিনিষ একটী ক্ষুদ্র টীনের কৌটায় কিঞ্চিৎ ময়দা গোলা। অভিনেতা এক্ষণে সেই পকেটস্থিত রুমালখানিতে বেশ করিয়া স্বীয় করতল মুছিয়া ফেলিয়া আপনার ও সহকারীর দড়ীর বন্ধন সমস্তই খুলিয়া দিলেন, পূর্ব্বোক্ত দ্বারের ফোকর দিয়া হস্তদ্বয় বহির্গত করিয়া দর্শকবর্গকে দেখাইলেন এবং সমস্ত বাজনা লইয়া সুন্দর সমবেত বাদ্য করিলেন। তাহার পর তাঁহারা বাজনা থামাইয়া পূর্ব্ববৎ পরস্পরের সাহায্যে সেই পকেটের অভ্যন্তরস্থ কৌটার ময়দা গোলা দ্বারা পরস্পরের হস্ত ম্রক্ষিত করিয়া লইলেন। পরে রঙ্গগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দর্শকেরা দেখিলেন, উহাঁরা পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনিই বন্ধন হইতে পরিমুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের হস্তে ময়দা গোলা অবিকল অবিকৃত ভাবেই রহিয়াছে।

এক্ষণে অন্ধকারময় ভৌতিক দৃশ্য কিরূপে সম্পাদিত হইল, তাহা বিবৃত হইতেছে,—

ইহা ফাঁসা গেরোর উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দুইজন মায়িক দর্শকবর্গকে লইয়া আত্মানয়নের ব্যাপার ফাঁদিয়া কুহক মেজের চতুপার্শ্বে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। মেজের উপরে বাদ্য যন্ত্র সকল রহিয়াছে। মায়িক দ্বয়ের পায়ের কাছে গেরোওয়ালা দড়ীর তাল পড়িয়া রহিয়াছে। টেবিলের উপরিভাগে সকলে মিলিয়া করতল শ্রেণীর শৃঙ্খলাকারে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া একটী চুম্বক সমাকর্ষক শক্তি সম্পন্ন বৃত্ত রচনা করিয়া বসিয়া আছেন। বাষ্পালোক যেই স্বল্প শক্তিময় করিয়া গৃহ প্রায় তমোময় করা হইল, আবার উহার বিপরীতে যেই অধিক শক্তিময়

করিয়া গৃহ প্রদীপ্ত করা হইল, অমনি তাঁহারা পূর্ব্ব কথিত প্রণালী অনুসারে একে একে বন্ধনমোচন, বাদ্যবাদন পুনর্বদ্ধ হওন প্রভৃতি ক্রিয়া সংসাধিত করিয়া লইলেন।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যখন কুহকী দ্বয়ের গেরোগুলিতে গালা বা মোম গলাইয়া মোহরের ছাপ করিয়া দেওয়া হইল, তখন তাঁহারা সেই মুদ্রাঙ্কণ অবিকৃত ভাবে রাখিয়া কি উপায়ে উপরি উক্ত কার্য্য সকল সমাধা করিতে সমর্থ হইলেন? ইহা অতি সহজ উপায়। ইহাতে কৌশল কেবল সেই বন্ধন দড়ীর ছুটী প্রান্ত খোলা থাকিবে। তাহার দ্বারাই সব কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আর মম গলাইয়া ঠিক গেরোর মধ্যভাগে নিপুণতার সহিত ঢালিয়া দিতে হইবে। এমন করিয়া দিতে হইবে যে, গেরোর ভিতর দিয়া রজ্জু আনাগোনা করিলে মোহরের কোন হানি হইবে না। যখন মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের পোঁচা ঐ গেরোর গলাটী ঘরার ভিতরে দেওয়া যাইবে, তখন যেন গেরোটী ঠিক্ কবজার উপরেই থাকে। দর্শক যখন মোম গলাইয়া গেরোর উপরে ঢালিতে থাকিবেন, তখন অভিনেতা বলিবেন, "মহাশয়! সাবধান কেবল মোম গেরোর উপরেই ঢালিবেন, দেখিবেন যেন হাতের উপরে কোন স্থানে না পড়ে। এ কৌশলটী মন্দ নয়। ফিকির করিয়া মোমটুকু গেরোর মধ্যভাগেই অবিকল ফেলা হইল। কনিষ্ঠাঙ্গুলি যত পরিমাণে স্থূল গেরোটীও তত পরিমাণে স্থূল হওয়া চাই। এইরূপ হইলেই অনায়াসে এবম্বিধ মায়া ক্রীড়া সুসাধিত হইবে।

অন্যান্য অদ্ভুত ও অমানুষিক গোছের ঔপদৈবিক ক্রীড়াও এই প্রকারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আর এক কথা পুনঃ পুনঃ কত অধিক বার বলিব। পাঠকবর্গই বুঝিয়া লইবেন।

বাদ্যযন্ত্র সঞ্চালন ও বাদন, পদতলের নিম্নে এক শীট কাগজ রাখা অঙ্গরাখা খোলা ও পরা প্রভৃতি কার্য্যও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

আর ফস্‌ফর মাখান সেতার খঞ্জনী প্রভৃতি ক্রীড়াও অতি সহজ ব্যাপার। ঐ সকল যন্ত্রে যে পরিমাণে ফস্ফর মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার এতদূর প্রদীপনী শক্তি নাই যে, যন্ত্রগুলির নিকটবর্ত্তী পদার্থ সকল তদ্দ্বারা

সমালোকিত হইয়া পড়ে। অভিনেতা স্বীয় বন্ধন মোচন করিয়া অতিসহজে ঐ যন্ত্রগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া সঞ্চালন করিতে ও কখন কখন বাজাইতে থাকিবেন। গৃহ অন্ধকারময়। দর্শকেরা কিছুই অবগত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা কেবল বাদ্যযন্ত্র গুলির ফস্ফর সমুদ্দীপ্ত বিবিধ গতি রেখাই অবলোকন করিতে থাকিবেন।

অভিনেতার এই প্রকার কার্য্য কলাপ সম্পাদন জন্য একটী বিশেষ শক্তির অধিকারী হইতে হইবে। এই প্রকার শক্তি সম্পন্ন সকলেই হইতে পারেন না। ব্যক্তি বিশেষে অবস্থা ভেদে পতিত ও অভ্যস্ত হইয়া এবম্বিধ শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই শক্তির নাম "নক্তংলোকী" (Nyctalopia)। এই শক্তি জন্মাইলে, মৃদু বা ঈষৎ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শক্তি যাহার থাকে সেই ব্যক্তি দিনের বেলায় তীব্র আলোকের মধ্যে তত স্পষ্ট দেখিতে পায় না। দীর্ঘকাল যাহারা কারাগৃহে রুদ্ধ থাকে, তাহাদের প্রায় অন্ধকারময় কুটীরের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে অভিনেতা দ্বয় স্ব স্ব বন্ধন মোচন করিয়া ফস্ফর দীপ্ত বাদ্যযন্ত্র গুলি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্ধকারের মধ্যে দর্শকদিগের কখন মস্তকের উপরে, কখন পার্শ্বে, কখন গৃহের মধ্যে, নিকটে, দূরে, পার্শ্বে আন্দোলিত করিতে থাকিবেন, কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে চালিত করিতে থাকিবেন ও কখন বাজাইতেও থাকিবেন। দর্শকবর্গ ইহার কিছুই অন্ধকারে প্রতারিত হইয়া অবগত হইতে পারিবেন না।

আর আলোকিত গৃহের মধ্যে শূন্যে মানব কঙ্কাল বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি পদার্থ উড্ডীন, সঞ্চালিত প্রভৃতি করা কেবল বৈদ্যুতিক শক্তি (Electric force) দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই তাড়িত যন্ত্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাঠকবর্গ! বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। আর বাহুল্যে প্রয়োজন কি? ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রানুবলে তাড়িত পদার্থ প্রযুক্ত করিয়া দিলেই পূর্ব্বকথিত সমুদায় অলৌকিক ও অদ্ভুত কুহক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অঙ্গুরীয় ক্রীড়া।

এই অঙ্গুরীয় ক্রীড়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে হইলে, অভিনেতাকে প্রথমে কতকগুলি নানাপ্রকারের অঙ্গুরীয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মায়া-পরিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন জেবের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে এই ক্রীড়া করিবার জন্য অভিনেতা যে আংটী কোন পরিদর্শকের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন, অবশ্য সেই আংটীটীর সদৃশ অন্য একটী আংটী তাঁহার কোন একটী জেবের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই যাইবে। তাহা পরিদর্শক মাত্রেই ঠাওর করিতে পারিবেন না যে, ইহা সে আংটী নয়। বৈবাহিক অঙ্গুরীয়কই এস্থলে বিশেষ প্রোয়জনীয়। কারণ এই রকমের অঙ্গুরীয়ই প্রায় সকলের অঙ্গুলীতেই থাকে। এই আংটীই প্রায় এক আকার প্রকারে তৈয়ারী হয়। আর সচরাচর এরূপ আংটীতে প্রায়ই তাহার অধিকারীর নাম খোদিত করা থাকে না। তাহাহইলেই ইহাতে অভিনেতার ভারি সুবিধার বিষয় হইয়া পড়িল।

প্রথমতঃ অভিনেতা রঙ্গগৃহে আগমনপূর্ব্বক কোন একজন পরিদর্শকের সমীপ হইতে একটী বৈবাহিক অঙ্গুরীয়, চাহিয়া লইয়া, মায়ামন্ত্র পড়িয়া লইবেন। যদি দর্শকবর্গের কাছ থেকে সেরূপ অঙ্গুরীয় না পাওয়া যায়, তাহাহইলে অভিনেতা বলিবেন যে, তাঁহার নিকটে যে বৈবাহিক অঙ্গুরীয় আছে আপাততঃ তাহাতেই কার্য্য চলিতে পারিবে। বৈবাহিক অঙ্গুরীয়ই এই কার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। কারণ ইহা বিবাহকালীনই মন্ত্রপূত করা হইয়াছে। বৈবাহিক আংটীই এইকার্য্যে যেমন প্রশস্ত তেমন অন্য আংটী নহে।

অভিনেতা এইকার্য্যের জন্য একটী স্বর্ণনির্ম্মিত অথবা গিল্টীকরা অঙ্গুরীয় সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। তাহার সহিত এক টুক্‌রা শুভ্র রেসমের কপিড় বন্ধকরিয়া দিবেন। আর ঐ অঙ্গুরীয়টী একটী স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট রজ্জুদ্বারা অভিনেতার জামার হাতার আস্তীনের ভিতরের দিকে বন্ধকরা থাকিবে। এমন করিয়া বন্ধকরা থাকিবে যে, যখন অভিনেতা তাঁহার হস্ত ঝুলাইয়া দিবেন, তখন ইচ্ছাকরিলে ঐ অঙ্গুরীয়টী যেন হাতার

কপহইতে দুইইঞ্চ প্রায় নিম্নে নাবিয়া পড়ে, আবার ইচ্ছাকরিলে দুই ইঞ্চি উপরে উঠিয়া আস্তিনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। এই উপায়দ্বারা ঐ আংটীকে অনায়াসেই সহসা তিরোহিত ও সহসা আবির্ভূত করিতে পারাযায়।

প্রথমতঃ অভিনেতা এক টুকরা কাগজ লইয়া বলিবেন, "এই কাগজটুকুতে একটী বৈবাহিক অঙ্গুরীয়ক মুড়িয়া দিলে, তাহা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত খুলিয়া লইতে পারা যাইবে না। অনন্তর একটী ঐরূপ আংটী দর্শকদিগের কাছথেকে চাহিয়া লওয়া হইল। ঐ সময়ে যে আংটীটী অভিনেতা তাঁহার বামহস্তের আস্তিনের মধ্যে স্থিতি স্থাপক রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ আছে, সেইটীকে কুহকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। অভিনেতা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সেই যাচ্ঞাপ্রাপ্ত অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিবেন ও তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্টরূপে তাহা দর্শকবর্গকে দেখাইয়া বামহস্তে লইয়া যাইবেন। ঐ সময়ে অঙ্গুরীয়টীকে তাঁহার বামহস্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলীর মধ্যে কৌশল ক্রমে লুক্কায়িত করিয়া ফেলিয়া সেই আস্তীনের মধ্যগত বদ্ধ আংটীটীকে দেখাইবেন। ঐ অবকাশের মধ্যে ঐ যাচ্ঞালব্ধ অঙ্গুরীয়টীকে তিনি তাঁহার কুহকপরিচ্ছদের বামদিকের পকেটের মধ্যে পূরিয়া ফেলিবেন। অভিনেতা এমন সাবধানের সহিত অবস্থিত হইবেন, যেন তাঁহার বামহস্তের পশ্চাদভাগ দর্শকদিগের সম্মুখে পড়ে এবং সেই অঙ্গুরীয়তে বিনিবদ্ধ সেই স্থিতি স্থাপক গুণ সমন্বিত রজ্জুগাছটী যেন তাঁহার করতলের মধ্যভাগে লুক্কায়িত থাকে, দর্শকবর্গ তাহা কোনক্রমেই অবলোকন করিতে না পারেন। কুহক টেবিলের উপরে সেই কাগজটুকু বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহার উপরে ঐ আংটীটী রাখিবেন। তাহার পরে ঐ কাগজটুকু মুড়িতে থাকিবেন। দর্শকসকল তাহা দেখিয়া যেন বিশ্বাস করেন যে, সত্যসত্যই কাগজের ভিতরে একটী আংটী মুড়িয়া রাখা হইতেছে। অর্থাৎ অভিনেতা ঠিক ঐরূপ করিয়াই কাগজটুকু মুড়িয়া ফেলিবেন। কাগজটুকু ঐরূপে মুড়িতে মুড়িতে কুহকী কাগজের উপর থেকে কৌশলক্রমে সেই অঙ্গুরীয়টীকে তাঁহার আস্তিনের ভিতরে তুলিয়া লইবেন। অনন্তর ঐ কাগজটুকু অঙ্গুরীয়ের আকারে

উত্তমরূপে মুড়িয়া তিনি বলিবেন যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত অঙ্গুরীয়টীকে কেহই কাগজের মধ্যহইতে খুলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। দর্শকমহাশয়েরাও এক একবার লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, বাস্তবিক উহা খুলিতে পারা যাইবে কি না। দর্শকমহোদয় সকলেই খুলিয়া দেখিলেন যে, কাগজের মোড়ক হইতে সত্য সত্যই অঙ্গুরীয়টী অন্তর্হিত হইয়াছে, উহা অভিনেতার অনুজ্ঞা ভিন্ন কখনই প্রত্যাগত হইবে না।

তাহার পরে মায়িক সেই চাহিয়া লওয়া অঙ্গুরীয়টীকে লইয়া নানা উপায়ে সাধারণের সমক্ষে বহির্গত করিতে পারেন। তিনি নেপথ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী নস্যধানীর বাক্‌স্ আনায়ন করতঃ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। পাঠক মহাশয়! বুঝিবেন যে, ঐ নস্যধানীর বাক্‌সের ভিতরে অনেকগুলি নস্যধানী আছে। ঐ অবসরের মধ্যে চুপী চুপী তাঁহার বাম জেবের ভিতর হইতে ঐ প্রার্থিত আংটীটী গ্রহণ পুরঃসর অন্য একটুকরা কাগজে অবিকল আগেকার মতন করিয়া মুড়িয়া ফেলিবেন। অনন্তর ঐ নূতন আংটী সমেত কাগজ মোড়কটী অতীব গোপনে ফিকির করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্‌সের মধ্যস্থিত যে কোন একটী নস্যধানীর মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। তৎপরে ঐ নস্যধানীর বাক্‌স্‌টীকে দর্শকগণের সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিবেন। দর্শকেরাও তাহা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, উহাতে কেবল কতকগুলি নস্যধানীই আছে কি না? পরে অভিনেতা একজন দর্শককে সেই অঙ্গুরীয়শূন্য কাগজের মোড়কটীকে উহাঁর নিকটে রাখিতে অনুরোধ করিবেন। কুহকী কুহকমেজের উপরে ঐ বাক্‌স্‌টী রাখিয়া (পাঠক মনে করিবেন, মেজের উপরেই ঐ বাক্‌সের কাছেই সেই আংটী বিহীন কাগজের মোড়কটী আছে) তাহা লক্ষ্য করিয়া একটী মায়াপিস্তল ছুড়িবেন, অথবা তাঁহার কুহকদণ্ডটী তাহাতে স্পর্শ করাইবেন আর বলিতে থাকিবেন যে, তাঁহার আদেশ অনুসারে যেন আংটীটী ঐ কাগজের মোড়কের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এক্ষণে অভিনেতা সাধারণের সমক্ষে ঐ নস্যধানীর বাক্‌সটীকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সকলকে বলিবেন, "মহাশয়েরা! দেখুন, আমি ইহার

মধ্যস্থিত একটীমাত্র নস্যাধানীও স্পর্শ করি নাই। আপনারা বরং পরীক্ষা করিয়াও দেখুন।

পরে দর্শকবর্গ সেই বাক্সটীর অভ্যন্তরস্থ নস্যাধানীগুলি দেখিতে দেখিতে একটীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, সেই প্রার্থনা গৃহীত অঙ্গুরীয়কটী একটী নস্যাধানীর মধ্যে সেই কাগজের মোড়কের ভিতরে রহিয়াছে। ঐরূপে অঙ্গুরীয়ক ক্রীড়া নানাবিধ উপায়ে দেখান যাইতে পারে।

চীনের অঙ্গুরীয়ক ক্রীড়া।

এই চীনের আংটীগুলি পিত্তল বা ইস্পাতদ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের ব্যাস পরিমাণ পাঁচ অবধি নয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ও স্থূলতা সিকি হইতে ত্রিঅষ্টম ইঞ্চ পর্য্যন্ত পরিমিতও হয়। ইহার যেরূপে ক্রীড়া দেখাইতে হয়, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ এই আংটীগুলি দর্শকদিগের হস্তে পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত হইল। দর্শক সকলে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া স্থিরকরিলেন যে, আংটীগুলি সব নিরেট ও পরস্পর পৃথক। কিন্তু অভিনেতা ইচ্ছা করিলে, ওগুলিকে একটী দুটী, চারিটী বা ততোধিক শৃঙ্খলের আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে পারেন, আবার সেগুলিকে খুলিয়া এক একটী আংটী আলাদা আলাদা করিয়া দেখাইতেও পারেন। দর্শকবর্গও সেগুলিকে ক্রমশঃ পুনঃ পুনঃ সুপরীক্ষিত করিয়াও লইতে পারেন।

পরিশেষে সমস্ত অঙ্গুরীয়কেই একবারে হাণ্ডুল মাণ্ডুল করিয়া একত্রে এমন একটী গোলোযোগ পাকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, সে আংটী-গুলিকে কাহারও বাবার সাধ্য নাই যে, এক একটী পৃথক্ করিয়া দেন।

এক একটী অঙ্গুরীয়ের শৃঙ্খলের মধ্যে ছয় হইতে বারটী পর্য্যন্ত আংটী থাকে। আটটী আংটীতেও এক সেট হইয়া থাকে। এইরূপ সেটই সচরাচর প্রচলিত। এইরূপ এক এক সেটের ভিতরে একটী করিয়া চাবী আংটী, দুটী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আংটী, দুটী একত্র শৃঙ্খলিত আংটী, আর তিনটী শৃঙ্খলবদ্ধ ছোট আংটী থাকে।

চাবি আংটীটীর গাত্রে একটী স্থানে একটু কাটা থাকে বা একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এইটীই এই কুহক ক্রীড়ার গোপনীয় কার্য্য। এই কাটা বা ফাঁকটুকু এক অষ্টম ইঞ্চ পরিমিত হইলেই ভাল হয়। অথবা অত অধিক ফাঁক না হইয়া, এমনতর হইলে চলিবে যে, কেবল অঙ্গুরীয়টীর দুই প্রান্ত স্পষ্ট সংলগ্ন না হইয়া সংলগ্ন প্রায় থাকিবে। এই রকমের কোন কোন অঙ্গুরীয় ইয়ার-রিঙের ন্যায় কাটা থাকিলেও চলিতে পারে। কোন কোনটীর কর্ত্তিত ভাগটুকু কোণাকোণী ভাবেও থাকে, কোনকোনটীর চতুষ্কোণাকৃতিও হইয়া থাকে। এই চতুষ্কোণ ভাবে কাটা ছিদ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

অধুনা আটটী চীনের অঙ্গুরীয়দ্বারা কিরূপে একসেট অঙ্গুরীয় শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করা যায়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইতেছে।

ইহাদ্বারা অঙ্গুরীয় শৃঙ্খলের নানাপ্রকার আকৃতি প্রদর্শন করা যাইয়া থাকে। অভিনেতা প্রথমে আটগাছী চীনের আঙ্গটী তাঁহার বাম হস্তে করিয়া আনিয়া রঙ্গগৃহে প্রবিষ্ট হইবেন। ঐ আটটী আংটী এইরূপে সাজান থাকিবে।—প্রথমে শৃঙ্খলের অন্তর্ভাগে তিনটী আংটী একত্র শ্রেণীবদ্ধ থাকিবে। তাহার পরে চাবি আঙ্গটী নামক প্রধান আংটীটী ঠিক সকলের উপরিভাগে বহির্দ্দিকে বিন্যস্ত করা রহিবে। ঐটী যেন অভিনেতা অঙ্গুলীদ্বারা ধারণ করিয়া থাকেন। তাহার পরে দুটী এবং তাহারপরে আরও দুটী পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান থাকিবে। এই সর্ব্বসমেত হইল, আটটী আংটী।

অভিনেতা এইগুলির মধ্যে প্রথম অঙ্গুরীয়টী ধরিয়া কোন একজন দর্শককে পরীক্ষা করিতে দিবেন। ঐরূপে উহা আরও দুই এক জনের হস্তে পরীক্ষার জন্য প্রদান করিবেন। তাহার পর দ্বিতীয় আংটীটীও দর্শক-বর্গের সন্নিধান হইতে সুপরীক্ষিত করিয়া লইবেন। এটী খুব তাড়াতাড়ীর মধ্যে করিতে হইবে না। আর দুটী দুটী পৃথক পৃথক বিন্যস্ত অঙ্গুরীয়ও ঐরূপে পরীক্ষিত করিয়া লইতে হইবে।

অনন্তর অভিনেতা কোন দর্শককে অনুরোধ করিয়া বলিবেন যে তিনি

কৃপাকরিয়া ঐ দুইটী অঙ্গুরীয় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ধারণ করেন। আবার অভিনেতা এদিকে স্বয়ংও স্বীয় দক্ষীণ হস্তে আর দুইটী অঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। পাঠক! মনে করিয়া রাখিবেন, যে দুই সেট অঙ্গুরীয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে এক সেট। কিন্তু দর্শকেরা দৃষ্টিভ্রমে নিপতিত হইয়া এই অঙ্গুরীয় যোড়াটীকে প্রথম অঙ্গুরীয়কের ন্যায় বিভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন।

অভিনেতা সেই দর্শককে বলিবেন, "মহাশয়! কৃপাকরিয়া আপনার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়কটীকে আর একটীর সহিত শৃঙ্খলিত করুন।" দর্শক কোন ক্রমেই তাহা করিতে না পারিয়া অবশেষে অভিনেতার হস্তেই উহা প্রদান করিবেন। তখন অভিনেতা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার ভাণ করিয়া বলিবেন, "আপনি এ কার্য্যটা করিতে অসমর্থ হইলেন। দেখুন, সহজে সম্পাদ্য কিছুই নাই। আমি যেমন করিয়া সম্পাদিত করিতেছি, আপনিও এইরূপ করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে পারেন। এইবেলা দেখিয়া লইন।"

অভিনেতা প্রথমে অবশিষ্ট সমুদায় আংটী নাবাইয়া রাখিয়া, কেবল উহাদের মধ্যে দুইটীকেই হস্তে করিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বারা অল্প অল্প ঘর্ষণ করিতে থাকিবেন। ঐরূপ করিতে করিতে একটীকে ধরিয়া থাকিবেন ও অপরটীকে ছাড়িয়া দিবেন। যেটীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেইটী শৃঙ্খলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রথম অঙ্গুরীয়কের মধ্যভাগেই নিপতিত হইয়া যাইবে। তখন অভিনেতা দর্শকবর্গকে উহা পরীক্ষা করিতে দিবেন। দর্শকেরা উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে ঐ আংটীর মধ্যে কোনরূপ ছিদ্র বা চেরা কিছুই নাই। কেমন করিয়া দুইটী আংটী পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল।

তাহারপর অভিনেতা সেই চাবি আংটীকে দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া তাহার ছিদ্রটী অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঢাকিয়া রাখিবেন। তাহার পর তিনি আর দুটী পৃথক্ অঙ্গুরীয় বামহস্তদ্বারা গ্রহণ করিবেন। তাহাদের মধ্যে একটীকে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণহস্তে পরিচালিত করিয়া দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা চাপিতে

থাকিবেন। ঐ আংটীটী যেন ঠিক চাবি আংটীর ছিদ্রের নিকটে ফেলিয়া গোপনভাবে চাপা হয়। চাপিতে চাপিতে উহা ক্রমশঃ চাবি আংটীটীর মধ্যে পতিত হইয়া শৃঙ্খলিত হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে যে দুইটী অঙ্গুরীয় শৃঙ্খলিত করা হইল, ইহারাও অবিকল তদ্রূপ শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িবে। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ অঙ্গুরীয়কগুলিকে শৃঙ্খলিত ও বিয়োজিত করিয়া দর্শকবর্গকে দেখাইবেন। পরে ঐ দ্বিতীয় পৃথক্কৃত আংটীটীকেও ঐরূপে অন্য আংটীর মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিবেন। এইরূপে তিনটী আংটী শৃঙ্খলিত করা হইল।

অনন্তর অভিনেতা বলিবেন, "তিনটী অঙ্গুরীয়কে সংযোজিত করা হইল। আর তিনটী অঙ্গুরীয় এক্ষণে অসংযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এই তিনটীকেও পূর্ব্বোক্ত তিনটীর ন্যায় শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে।" এই বলিয়া তাঁহার বামহস্ত স্থিত ঐ তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গুরীয়ককে পূর্ব্ববৎ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘর্ষণ করিতে করিতে ঐ তিনটীর মধ্যে দুইটীকে একটীর অভ্যন্তরে এক এক করিয়া নিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন। এক্ষণে ঐ তিনটী অঙ্গুরীয় একবারেই শৃঙ্খলিত হইয়া যাইবে। এই শৃঙ্খলটীকে পরিদর্শকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিরূপে উহা শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা কোন ক্রমেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

তদনন্তর অভিনেতা সেই দুইটী অঙ্গুরীয়ের একটী সেট গ্রহণ করিয়া সেই চাবি আংটীটীর মধ্যে পরস্পরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চারিটী অঙ্গুরীয়ককে শৃঙ্খলিত করা হইল। ঐরূপে পুনর্ব্বার অভিনেতা সেই তিনটী আংটীর সেট গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া ঐ চাবি অঙ্গুরীয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিবেন। এইরূপে সাতটী আংটী শৃঙ্খলিত করা হইল।

অভিনেতা এরূপে তাঁহার উভয় হস্তেই প্রয়োজনোপযোগী প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। কিন্তু ঐ চাবি আংটীর ছিদ্রটী যেন সর্ব্বদাই হয় এ হস্তের না হয় ও হস্তের অঙ্গুষ্ঠের নিম্নদেশেই থাকে। অধুনা তিনি ঐ সাতটী অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া দুইটা পৃথক কৃত অঙ্গুরী দ্বারা এইবার সংযুক্ত

করিতে আরম্ভ করিবেন। তদনন্তর উহা দর্শকবর্গদ্বারা সুপরীক্ষিত হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত দুই সেট অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিবেন। অবশেষে অভিনেতা ঐ তিনটী অঙ্গুরীয়ের সেটকে বিযোজিত করিয়া বামহস্তে ধারণপুরঃসর উহার সর্ব্বোপরিস্থিত আংটীটীকে চাবি আংটীতে সংযুক্ত করিয়া দিবেন। এইরূপে একগাছি অঙ্গুরীয় চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ শৃঙ্খল বিনির্ম্মিত হইয়া পড়িবে। এই শৃঙ্খলটীর সর্ব্বোপরিভাগে ঐ চাবি আংটীটী সুরক্ষিত হইবে। তাহার পর অভিনেতা চারিটী আংটীর সর্ব্বনিম্নস্থ আংটীটীকে গ্রহণ করিয়া চাবি আংটীতে শৃঙ্খলিত করিয়া দিবেন। এইরূপে ঐ চারটী শৃঙ্খলিত আংটী চতুষ্কোণাকারে পরিণত হইবে।

তাহার পর অভিনেতা সর্ব্বনিম্নস্থ আংটীটীকে বিযুক্ত করিয়া আর দুইটী অঙ্গুরীয়কের সেট গ্রহণপূর্ব্বক চাবি আংটীতে সংযুক্ত করিয়া দিবেন। ঐ অঙ্গুরীয়গুলিকে তখন তিনি ঝুলাইয়া ধরিবেন। এইরূপে ছয়টী অঙ্গুরীয়কের একগাছী সম্পূর্ণ শৃঙ্খল প্রস্তুত করা হইল। ঐ শৃঙ্খলটীর মধ্যে চাবি আংটীটী উপরিভাগ হইতে ঠিক তৃতীয়স্থানে সুবিন্যস্ত হইয়া রহিল।

পরিশেষে অভিনেতা ঐ শৃঙ্খলটীর সর্ব্বোপরিস্থিত অঙ্গুরীয়টীকে স্বীয়-হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটী পৃথক্ পৃথক্স্থিত আংটীকে ঐ চাবি আংটীর সহিত উহার দুইপার্শ্বে সংযোজিত করিয়া দিবেন। এইরূপে ঐ চাবি আংটীর চারিদিকে সাতটী অঙ্গুরীয় থাকিবে, অর্থাৎ উপরে দুইটী, নিম্নে তিনটী, বামপার্শ্বে একটী ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটী করিয়া রহিবে; ইহাতে আটটী অঙ্গুরীয়কের একটী সম্পূর্ণ শৃঙ্খল বিনির্ম্মিত করা হইল।

এক্ষণে অভিনেতা আর সেই চাবি আংটীর ছিদ্র বা জোড়া স্থানটীকে আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ইহা আটটী আংটীর মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া ইহার তত ক্ষুদ্র ছিদ্রটীকে কেহই পরিলক্ষিত করিতে সমর্থ হইবেন না।

আবার ইহার মধ্যে একটী কৌশল আছে, ঐ চাবি আংটীটীকে ধরিয়া অবশিষ্ট সাতটী আংটীকে এক এক করিয়া উহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিতে পারাযায়। অনন্তর দুইহস্তে করিয়া ঐ চাবি আংটীকে ধরিয়া

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা

ভোজবিদ্যা।



অনুক্রমণিকা।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারতের অনেক স্থানে কুহক বিদ্যার আলোচনা ছিল, তন্মধ্যে ভোজনগর সর্ব্বপ্রধান; এই নগরে ভোজরাজ সংসারে কুজ কুজ্জা নামে দুইজনী বিখ্যাত কুহকী বাস করিত। ভোজরাজ দুহিতা ভানুমতী এই কুহকীদ্বয়ের নিকটে ভোজবিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। কথিত আছে—যখন রাজা বিক্রমাদিত্য ভোজবালা ভানুমতীর পাণিগ্রহণার্থে ভোজরাজ সভায় উপস্থিত হন, গমন পথে ও ভোজপুর মধ্যে প্রতিক্ষণেই তিনি কুহক মায়ায় বশীভূত হইয়াছিলেন। "ভানু-

মতীর খেলা” অধুনা একথা সর্ব্বত্রেই প্রসিদ্ধ; ভানুমতীর নাম শুনিলেই ভাণ বা কুহক বিদ্যার কথা মনে পড়ে; এখনও বাজীকরেরা ভানুমতীর দহাই দিয়া ভোজবাজী দেখাইয়া থাকে। এই মনোহারী কুহক বিদ্যাকে ভানুমতীই সজীব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজকাল এই দুর্ল্লভ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। যিনি জানেন, তিনি অন্যকে শিখাইতে কাতর, নিজেই কুহক মায়ায় মোহিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন; আরও সুশিক্ষিত কুহকীও বিরল। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় কুহক শিক্ষার উপযুক্ত কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। এইরূপ বিবিধ অসুবিধায় মায়াময় ভোজবিদ্যার আলোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং বিদ্যার বলও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকেই সেই দুর্ব্বল ভোজবাজী দেখিয়া থাকেন; বাজীকরেরা সামান্য শিক্ষার দ্বারা যে সমস্ত কুহক দেখায় তাহাতেই দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হন; বাস্তবিক সেই বিস্ময়পূর্ণ বাজী দেখিলেই বিমোহিত হইতে হয়। যে বিদ্যার ফলদ্বারা সাধারণের কৌতুকানন্দ বর্দ্ধন করা যায়, সেই বিদ্যার রক্ষাশ্রয় গ্রহণ করিলে আনন্দের সীমা থাকেনা। আমরা বহুবিধ কুহকপূর্ণ গ্রন্থাবলম্বনে ও বহুযত্নে সেই সর্ব্বজন প্রিয় অত্যাশ্চর্য্য ভোজবিদ্যাকে সজীব ও সবল করিবার জন্য ভোজবিদ্যা নামক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কুহক বিদ্যা প্রচার করিতেছি; কিন্তু প্রচারের পূর্ব্বে ভোজবিদ্যার্থীকে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়

অবগত করা আবশ্যক হইয়াছে—বিদ্যার্থীকে প্রথমতঃ ধৈর্য্য-শীল হইয়া অঙ্গ কৌশলাদি শিক্ষা করিতে হইবে। তাসের কৌশল শিক্ষা করিলে অপরাপর কুহক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় বটে, কিন্তু প্রথমেই তাসের কৌতুক শিখিলে পাছে ধৈর্য্য নষ্ট বা উৎসাহ ভঙ্গ হয়, এজন্য অঙ্গ কৌশলা-দির দ্বারা নানাবিধ কুহক প্রদর্শনের বিষয় লিখিত হই-তেছে। বিদ্যার্থীকে একটি বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত স্মরণ রাখিতে হইবে—যখন যে কুহক দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে সেই কুহকের কোন অংশ পূর্ব্বাহ্নে দর্শককে জ্ঞাত করিবে না। আরও, একটি বাজী একবার অভিনয় করিয়া সেই সময় মধ্যে পুনর্ব্বার সেই কুহক প্রকাশ করি-বেও না, কারণ অত্যাশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট কুহক এক সম-য়ের মধ্যে দুইবার অভিনয় করিলে কুহকের অর্দ্ধ কুহক নষ্ট হইয়া যায় এবং দর্শকেও কুহক ধরিবার জন্য সতর্ক হইতে পারে। তবে এক একটি কুহক ভিন্ন ভিন্ন প্রক-রণে অভিনয় করিলে ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যা-র্থীকে অঙ্গাদির কৌশল শিক্ষা করিবার সময় সময়োচিত বাকপটুতা ও চক্ষু চালনা শিক্ষা করিতে হইবে; ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত অভ্যাস দ্বারা কঠিন কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়, এস্থলে বিদ্যার্থীকে সতত ধৈর্য্য ও যত্নশীল থাকিতে হইবে। ভোজবিদ্যা শিক্ষার পূর্ব্বে দুই তিনটি দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক, সেই দ্রব্যগুলি কুহক প্রদর্শন কালে সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়—একগাছা কুহক যষ্টি, একটি কুহক মেজ বা চৌকি এবং বাজীকরের পরিচ্ছদ মধ্যে কতিপয় গুপ্ত জেব বা

পকেট—এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে কার্য্য কালে সমস্ত বিবৃত করা হইবে।

কুহক যষ্টি।

একগাছি হাল্‌কা যষ্টি আবশ্যক হইবে; যষ্টিগাছি এক-হাতের কিছু কম অর্থাৎ পঞ্চদশ ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চির চতুর্থাংশের তৃতীয়াংশ পরিমাণ মোটা হইবে; যষ্টিগাছি যে কোন ধাতুনির্ম্মিত হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। কেবল কুহক প্রদর্শনের অবসর লাভার্থ এই যষ্টি আবশ্যক।

কুহক মেজ বা চৌকি।

ভোজবাজী দেখাইবার জন্য কুহক মেজ বা চৌকির প্রয়োজন হইবে; সেই মেজ দীর্ঘে তিন বা চার ফিট ও প্রস্থে আঠার ইঞ্চি বা দুই ফিট হইবে, এবং চৌকির চারিদিকে চারিটা পায়া থাকিবে; পশ্চাদ্ভাগে একটি সুদীর্ঘ গভীর খোল বিশিষ্ট দেরাজ থাকা আবশ্যক, ছয় ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি গভীরতা থাকিলেই হইবে। সেই দেরাজের মধ্যে নানা বিধ কৌতুক প্রদর্শনের দ্রব্য রাখিতে হয়; দেরাজের খোলটি পশম-নির্ম্মিত মোটা বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে; পশমি বস্ত্রাবৃত থাকিলে দেরাজের মধ্যে যখন যে দ্রব্য রাখা হইবে, রাখিবার সময় কোনরূপ শব্দ হইবে না, এবং সমস্ত মেজের উপরিভাগ ঐরূপ বস্ত্র বা অন্য প্রকার মেজ ঢাকা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। এই কুহক মেজ নানাপ্রকারে নির্ম্মিত হয়, যিনি যেরূপে সুবিধা বোধ করেন সেইরূপে প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সচরাচর ব্যবহার্য্য

মেজ দ্বারাও কুহক মেজের কার্য্য চলিতে পারে, তবে সেই মেজে একটি দেরাজ থাকা আবশ্যক। দেরাজ না থাকিলে মেজের বাজী দেখাইবার পক্ষে অসুবিধা হয়। মেজের বাজী প্রদর্শন কালে বাজীকরকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে—সর্ব্বদা মেজের দিকে দৃষ্টি করিতে পারিবে না বা নিজের হস্তাদিও দেখিবে না; পুনঃ পুনঃ নিজহস্ত বা মেজের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রদর্শনোপযোগী কুহকগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বাজিকরের পরিচ্ছদ।

এতদ্দেশীয় বাজীকরেরা কৌশলপূর্ণ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করে না; কিন্তু তাহারা নানাবিধ কুহক দ্রব্য রাখিয়া থাকে। সহজ উপায়ে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কুহক দেখাইতে হইলে গাত্রাবরণ জামার স্থানে স্থানে গুপ্ত পকেট বা জেব রাখিতে হইবে; গুপ্ত জেবগুলি পৃষ্ঠে ও তলদেশে থাকিবে এবং জামার ভিতর দিকে একটি রবারের চৌড়া ফিতা টাইটে বাঁধা রাখিতে হইবে। সেই ফিতার গায় তাসাদি নানাবিধ দ্রব্য রাখিতে পারা যায়। অঙ্গচালনা বা ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলেও রক্ষিত দ্রব্যগুলি ভূপতিত হইবে না। কুহক যষ্ঠি, কুহক মেজ ও কুহক পূর্ণ বেশবিন্যাস করিয়া ভোজ বিদ্যার পরিচয় দিলে শিক্ষিত কুহক প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায়।

বিজ্ঞাপন।

নূতন নূতন নানা বিষয়িণী পত্রিকা ও বিবিধ গ্রন্থাদি ক্রমে ক্রমে যতই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া প্রকাশিত হইতেছে, এতদ্দেশে ততই উত্তরোত্তর বিদ্যা চর্চ্চার বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গবিদ্যার যে কতদূর উন্নতি সাধন হইয়াছে বা পরেও উৎকর্ষ সাধন হইবে, তাহা এই বঙ্গভূমির ইতিপূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বোধগম্য হয়।

অধুনা বঙ্গবালকদিগকে বাঙ্গালার গৌরব স্বরূপ বঙ্গবিদ্যায় পারদর্শি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করান হইতেছে। তন্মধ্যে যে সকল পাঠ্য সাহিত্য গ্রন্থ এক্ষণে প্রচার আছে, তাহার সংখ্যা নিম্ন লিখিতানুসারে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিলে শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ উন্নতি করা হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, যাহাতে ঈশ্বরকে নিশ্চয় জানা যায় ও ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বতত্ত্ব, যাহাতে এই বিশ্ব নির্ম্মাণ ও বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহ এবং ধ্বংসন ইত্যাদি সম্যক অবগত হওয়া যায়। তৃতীয়তঃ যাহাতে সুশিক্ষিত কুমারগণের বিনয়, শীলতা ও সদাচার উত্তমরূপ শিক্ষা হয়। তত্তৎ সম্বন্ধের বহু ফলোপধায়ক গ্রন্থাদি নিয়োজিত করিয়া, স্কুল সমূহের ছাত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

সহৃদয় মহাশয়গণ! বিবেচনা করুন। বাল্যকালাবধি আলোচনা করিয়া যাহার স্থূলমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়, ভবিষ্যতে সদসৎ বিচার না করিয়া কোন মতেই তাহা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। অতএব বালকদিগকে বাল্যাবধি ঐ সম্বন্ধের বিশেষ শিক্ষা দিলে যৌবনাবস্থায় দোষগুণ বিচার না করিয়া, তাঁহারা কখনই স্বধর্ম্মত্যাগী ও চপলস্বভাবান্বিত হইতে পারিবেন না।

ধর্ম্ম, নীতি ও রহস্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বা কাব্য যাহা কিছু প্রকাশ

আছে বা হইতেছে, তাহাতে ক্রমেই বঙ্গোজ্জ্বল করিতেছে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ মহাত্মা মহোদয়গণ গ্রন্থকার মহাশয়দিগের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিলে, বঙ্গদেশ ক্রমেই বিদ্যাভূষণে ভূষিত হইবে সন্দেহ নাই।

দুঃখের মধ্যে এই যে, অনেকে অশ্লীল ও অশ্রোতব্য ভাষায় পূর্ণ নিতান্ত কদর্য্য বিষয় লইয়া, যাহা মনে উদয় হইতেছে তাহাই লিখিয়া নাটকের সংখ্যা এতবৃদ্ধি করিতেছেন যে, উহা এক্ষণে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যাহাতে সদুপদেশ পাওয়া না যায়, বা সৎ লোকের মনোরঞ্জন না হয়, এমন বিষয় লিখিয়া বৃথাশ্রম ও অর্থ নষ্ট না করিয়া, যাহাতে উপকার দর্শে এমন বিষয় লিখিতে সকলে যত্নবান হউন। আর যাঁহারা ঐরূপ নাটক-প্রণেতাগণকে গঞ্জনা করিয়া, মহৎ স্বভাবের ভিন্নভাব প্রকাশ করিতে-ছেন; তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে, তিরস্কার দ্বারায় ঐ প্রণেতৃগণের উৎসাহ ভগ্ন না করিয়া যাহাতে দোষ সংশোধন হয়, এমন উপদেশ দ্বারায় রচনোৎসুকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রী শ্রীনাথ কুণ্ডী।

ভোজবিদ্যা।

(ইংরাজি ম্যাজিক সম্বন্ধীয় ক্রীড়া।)

প্রথম পর্ব্ব।

কলিকাতা—৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার হইতে
শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।